

२७५

শ্রীশ্রী দুঃখ ।

শরণং ।

সতীত্বচিত্রভানুকাস ।



নৈহাটী নিবাসি

ঐশ্বর্যকৃত শ্রীযুত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবি মহাশয় কর্তৃক

পৌরষ প্রবন্ধে নানাবিধ ছন্দে বিরচিত ।

ইসানী

শ্রীযুত বিশ্বভূর লাহার

আদেশানুসারে ।

কলিকাতা ।

চিত্তপুর রোড্‌ ১১১২ নম্বর কবিতারত্নাকর

যন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশ্য হইল ।

শকঃ ১৭৮২ বাহু ২৩ কার্তিক ।

বিত্তোপন ।

ঈনক. দী নিবাসী গুণযুক্ত শ্রীযুত উনাচরণ চট্টোপাধ্যায়
কবি মহাশয়ের রচিত এই সতীত্বচিত্রভানুকাবে পুস্ত
কের স্বত্ব তিনি আমাকে দিয়াছেন ইহ'ব স্বত্বাধিকারী
জামিতি ইলাখ অতএব, কোন ব্যক্তি ইহ' পুনর্মুদ্রিত
করিলে সমুচিত মূল্য দাবি অ'ইন মাকিক তাঁহাকে
দিতে হইবেক ।

সন ১২৬৭

মহা কার্তিক

}

আবিশম্ভব লাহা ।

বিজ্ঞাপন ।

মামি রিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন পূর্বক এই অতি নব কাব্য
প্রস্তুত করিলাম । ইহার অধিকাংশই মনোচিত এবং
কিরদংশ ব্রহ্মণ্ড ও অন্যান্য মান্য গ্রন্থোক্ত । এই পুস্তক
মুদ্রাবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে
সুন্দর রসে সন্মোহিত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ বঙ্গীয়
শ্রীলোক ইহার বিবরণ বিশেষ রূপে জানিলে সতী স্ত্রীর
উদাহরণ স্বরূপে ধর্মজ্ঞান শিক্ষাকরিয়া তদনুসরণে সমর্থ
হইবে । এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সন্নিধানে ক্ষতি সম্বোধনে
আমার নিবেদন এই, যে তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃ
সর এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এক এক বার পাঠ করেন,
তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা হয় ॥

এই পুস্তক খানির রচনা সমাপ্ত হইবা মাঝেই
ব্রহ্মাঙ্গিনারম্ভ হইয়াছে, সুতরাং সমস্যাভাবে কোন পণ্ডি-
তের দ্বারা সংশোধন করানো হয় নাই, অতএব ইহাতে
রচনার কিয়ৎ ভাবের দোষ থাকিবার সম্ভাবনার ভাবনা
অবশ্যই করিতে হয় কেন না আমার অল্প বুদ্ধি অর্থাৎ
অজ্ঞের পুস্তক রচনা বিষয়ে দোষ বিরহ এমন কোন মতে
হইতে পারে না, কিন্তু তদোষোক্তার বিষয়ে সাহস এই,
যে সরল স্বভাব সাধুলোক শূর্ণের ন্যায় স্বভাব গুণে গুণ
গ্রহণ পূর্বক দোষ পরিত্যাগ করিতে ক্রটি করিবেন না ।
কিন্তু আশঙ্কা ও হইতেছে পাছে অসাধুরা চালনের ন্যায়
স্বভাব বশতঃ মাত্রভাগ ভ্যাগ পূর্বক অসারান্ধ গ্রহণ
করেন, তা, কি করা যায় ॥

গ্রন্থকারের পরিচয় ।



সুখধনী পূর্বপারে অতি ভদ্র গ্রাম ।
মুলাজোড় সন্নিকটে নওপাড়া নাম ॥
তথায় বসতি নাম শ্রীরাধামোহন ।
চাটুতি উপাধি যার বিখ্যাত ভুবন ॥
বেদজ্ঞ তন্ত্রজ্ঞ ইতি নিষ্ঠ অতিশয় ।
হিলেন সুশীল সুপণ্ডিত সদাসর ॥
জীতেন্দ্রিয় ধীর দাতা সত্যপরায়ণ ।
আশ্চর্য ব্যাপার যার লীলা সম্বরণ ॥
নিমগ্ন করিয়া দেহ জাহ্নবীর নীরে ।
যোগাবলম্বনে শ্রান ত্যজেন অচিরে ॥
তাঁহার তনয় এর বড় পুণ্যধর ॥
অদ্য শ্রীশ্রীনাথ যিনি গুণের সাগর ॥
দ্বিতীয় শ্রীনিলকমল কোমল হৃদয় ।
তৃতীয় শ্রীরামরত্ন রত্ন সম হয় ॥
তদন্তর কহি তবে কর অবধান ।
জাহ্নবীর পূর্ব তটে নৈহাটি আশ্রয়ান ॥
অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীপ সমান ।
শিব রূপে যথা বিরাজেন ভগবান ॥
নৈরাশ্রীক সুধীগণ বসিয়া যেখানে
সতত হর্ষিত হন শান্তির বাসন ॥

এহু কারের পরিচয় ।

শ্রীমান যতেক নর ধন্য পরায়ণ ।
যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানে রত অনুকণ ॥
শ্রীকর্ণশীনাথ নাম এখানে বসতি ।
বন্দো উপাধি যিনি সান্ত শীল অতি ॥
পরগণা হাবিলিসহর মধ্যস্থিত ।
কনিয়ারি আছে তাঁর লোকে বিস্ত বিস্ত
পুণ্যবীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ ।
শেখিল সকলে আনি করালেন বাস
ক্রিয়ায় ঈশ্বর রক্ত শ্রীনিলা কমলে ।
ভজনি দান করিলেন এই স্থলে ॥
শ্রীমোহন হিম যুগ নগর মধ্যস্থিত ।
কনিষ্ঠ শ্রীভগবতীচরণ উত্তম ॥
উত্তরেই সান্ত যান্ত স্বয়ং সুন্দর ।
সর্বগুণে গুণ যুক্ত স্বধর্মোত্তম ॥
এ দোহাব কোষ্ঠ আনি শ্রীউমাচরণ ।
এহ ব্রহ্ম হৃদে অরি শ্রীউমাচরণ ॥

গ্রন্থকারের পরিচয় ।

১৫



সুরধুমনি পূর্ব পারে অতি কদ্র গ্রাম ।
মুলাষোড় সন্নিকটে নওপাড়া নাম ॥
তথায় বসতি নাম শ্রীরাধামোহন ।
চাটুতি উপাধি যার বিখ্যাত ভুবন ॥
বেদজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ ইষ্ট নিষ্ঠ অভিশর ।
হিলেন সুশীল সুপণ্ডিত সদাশর ॥
জীতেন্দ্রির ধীর দাতা সত্যপরায়ণ ।
অশচর্য ব্যাপার যার লীলা সম্বরণ ॥
নিমগ্ন করিয়া দেহ অঙ্কুর নীরে ।
যোগাবলম্বনে প্রান তাজেন অচিরে ॥
স্বপ্নে তনয় তরু বড় পুণ্যধর ॥
আদ্য শ্রীশ্রীনাথ যিনি গুণের সাগর ॥
দ্বিতীয় শ্রীনিলকমল কোমল হৃদয় ।
তৃতীয় শ্রীরামরত্ন রত্ন সম হয় ॥
তদন্তর কতি সবে কর অবধান ।
জাহ্নবীর পূর্ব তটে নৈহাটি আখ্যান ॥
অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীব সমান ।
শিব রূপে যথা বিরাজেন ভগবান ॥
নৈরাশীক সুধীগণ বসিয়া যেখানে ।
সত্তত হর্ষিত হন শাস্ত্রের বাথানে ॥

গ্রন্থ কারের পরিচয় ।

শ্রীমান যতেক নর ধর্ম পরায়ণ ।
 যোগ যজ্ঞ দান ধ্যানে রত অনুরাগ ॥
 শ্রীকাশীনাথ নাম এখানে বসতি ।
 বন্দো উপাধি যিনি শাস্ত্র শীল অতি ॥
 পরগণা হাবিলিসহর মধ্যস্থিত ।
 কুমিদারি আছে তাঁর লোকে বিস্তারিত
 পৃথিবীতে সম্মানেতে হইয়া নৈরাশ ।
 দৌহিত্র সকলে আমি করালেন বাস ॥
 শ্রীনাথ শ্রীরাম রত্ন শ্রীনিল কমল ।
 তনবধি বাস করিলেন এই স্থলে ॥
 শ্রীনাথের তিন সূত নগেন্দ্র মধ্যম ।
 কনিষ্ঠ শ্রীভগবতী চরণ উত্তম ॥
 উভয়েই শাস্ত্র দাস্ত সূঠাম সুন্দর ।
 সর্বদুঃখে গুণান্বিত স্বধর্মোত্তমর ॥
 এ দেহার জ্যেষ্ঠ আমি শ্রীউমাচরণ ।
 অহ রহ জনে আমি শ্রীউমাচরণ ॥

ব্রজ বর্ণন ।

একাবলী-ছন্দ ।

হেরষ স্বয়ম্ভু শত্ৰু উপেন্দ্র ।
কণীন্দ্র মুনীন্দ্র মনু মহেন্দ্র ॥
সুভদা শারদা পদ্মা যে জনে ।
নিয়ত ভাবেন একই মনে ॥
সেই সর্বেশ্বর অচ্যুত অজ ।
সেই ব্রহ্মেন্দ্র সদাই ভজ ॥
তপ পরায়ণ একান্ত মন ।
অমর অমুর মনুজ গণ ॥
যোগারুঢ় যোগী সাধু যে যত ।
অপিমা জনম কাটালে কত ॥
তথাপি যারে না হেরে স্বপনে ।
স্মরণারে মন সে সার ধনে ॥
নিষ্ঠা নীরীহ নাহি বিকার ।
ভক্তের কারণে হন সাকার ॥
প্রকৃতি প্রকাশ যার ইচ্ছায় ।
মজ ওরে মন তাঁহার পায় ॥



সরস্বতী বন্দন ॥

ভোটক-ছন্দ ।

“ অম্ব ভারতী শ্বেত সরোজ পরে ।
বসি শ্বেত বীণা ধরা বামকরে ॥
চরিত্র অলোচিত পদ্ম জিনি ।

সরস্বতী বন্দনা ।

রামরত্না উরু গুরু নিভসিনী ।
 শ্বেত সুন্দর বাস পরিধারিনী ॥
 মণি মেখলা কিক্রিণী তাহে নায়ে ৬
 কটি হেরি যুগেজ্জ পলায় লায়ে ॥
 কুচভার বিনম্রিত শ্বেত তনু ।
 শত চন্দ্রমুখী তুরু কাম ধনু ॥
 মুহু কর্জ্জন উজ্জলিতো নয়নে ।
 দেখি তজি কুরঙ্গী পলায় বনে ॥
 চারিবেদ চতুর্দশ শাস্ত্র মণী ।
 যেন মানস নিত্যম থাকে তুরি ॥ ১ ॥

কালীকার শ্রব ॥

ভোটক ছন্দ ।

মা শুভকরী শকট শাঙি করা ।
 হুগী দীন ময়াময়ী দুঃখ করা ॥
 পরমেশ্বরী শকরী সিদ্ধি দাওী ।
 সমনন্ত তয়ে হুগী ভাগ কওী ॥
 হুগী মুক্তি বিধায়িনী তত্ত্বি প্রদা ।
 নরাধম জনে শুভদে শুভদা ॥
 হের হৈমবতী বারেক নয়নে ।
 তব বন্ধনে বন্দি স্তার্নাস্ত জনে ॥
 — — — — —

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন ।

—o—o—o—

পরার ।

গুরু কন শুন শিষ্য আমার বচন ।

পিতার আদেশ বাপু করহ পালন ॥

সংসারের সার পিতা জগদাভ্যাস হন ।

শিষ্য আজ্ঞা কর বাপু কোরোনা হেলন ॥

পুত্রের সমান বন্ধু নাহি কোন জন ।

পুত্রের কারণে হয় কাহ্না প্রয়োজন ॥

পিতার সকল ধন সন্তান রতন ।

সাহার কারণে হয় সংসারে যতন ॥

পিতার ভূমিহে দেখি কেবল সন্তান ।

তুই তাজি বনে যাবে কেমন বিধান ॥

একান্ত বনেতে যদি করহ গমন ।

মিতান্ত তোমার পিতা তাজিবে জীবন ॥

তাই বলি কর বাপু রমণী গ্রহন ।

মুখেতে হইবে তব জীবন যাপন ॥

কুমার শুনিয়া সব গুরুর আদেশ ।

কহিতে জাগিল তাঁরে করিয়া বিশেষ ॥

বুঝিতে নাপারি গুরু কহিলে কেমন ।

আপনি শিখালে ভূমি বেদের বচন ॥

দুরাবান পিতা তিনি সন্তানে যে জন ।

ধর্মপথে শ্রুতি দেন করিয়া যতন ॥

সেই পিতা সেই গুরু বন্ধু হয় সেই ।

শিষ্য পিতা পিতার শ্রুতি দেন সেই ॥

শ্রী শিবা উত্তরে কথোপকথন ।

যদ্যপি বালক করে কুপথে গমন ।
করুণা সাগর পিহা করে নিবারণ ॥
পিতা হোয়ে হরি পূজা করিয়া নিবেদ ।
বিষয়ের প্রবৃত্তি দেন্ এই বড় খেদ ॥
এ সংসার মহা ঘোর অন্ধকূপ ময় ।
পড়িলে নিস্তার ঐক্য কভু নাহি হয় ॥
নিস্তারে বীজ সেই পুরুষ প্রধান ।
নিরাকার নির্জকর সর্ব শক্তিমান ॥
ভক্তপ্রিয় ভগবান সকলের সার ।
ভক্তি বিনা ভব হোতে নাহিক নিস্তার ॥
এমন আশ্বারে ত্যজি মূঢ়জন গণ ।
বিষয়ে নিযুক্ত হয় নাশের কারণ ॥
ধর্মের অমৃত ভাব কেন বা ত্যজিয়া ।
বিষয় গরল খায় নাশের লাগিয়া ॥
কীট ঘেন ছোপ শিখা কোরে দরশন ।
শীঘ্র গিয়া তাহে পড়ি হারায় জীবন ॥
আহ্বাদে একুল মীন আহার দেখিয়া ।
ভক্ষণ করিতে যায় কিছু না ভাবিয়া ॥
গিলিলে টেঁচতন্য পায় বিক্সিলে গলায় ।
পরিশেষে অসন্তোষে করে হার হার ॥
বিষয়ির সেই কপ হয় এ সংসার ।
বিষাক্ত বিষয় হতে নাহিক নিস্তার ॥
অতএব বিষয়র বিষয় বিষয় ।

ব্রহ্মবর্নন ।

একাবলী ছন্দ ।

হেরষ স্বরভু শব্দু উপেন্দ্র ।
কণালু বুনিলি মনু মণেন্দ্র ॥
হুতদা শরদা গদা যে জনে ।
নিগত জাবেন একই মনে ॥
সেই সর্কেশ্বর অচুত অজ ।
সেই ব্রহ্মেন্দ্র সদাই ভজ ॥
তপ পরারণ একান্ত মন ।
অমর অমুর মমুজ গণ ॥
যোগীকৃত যোগী মাধু যে ষষ্ঠ ।
জাপিয়া জনম কাটালে কত ॥
তথাপি যারে না হেরে স্বপনে ।
স্মরণারে মন সে সার ধনে ॥
নিগুণ নিরীহ নাহি বিকার ।
ভক্তের কারণে হন সাংকার ॥
প্রকৃতি প্রকাশ যার ইচ্ছার ।
মজ ওরে মন তাঁহার পায় ॥
সরস্বতী বন্দনা ॥

তোটক ছন্দ ।

“জয় ভারতী শ্বেত সরোজ পরে ।
বসি শ্বেত বীণা পরা বামকরে ॥
চরণাম্বুজ লোহিত পদ্ম জিনি ।
মণি মঞ্জির সিঞ্জিত ভদ্র ধনি ॥

সরস্বতী বন্দনা ।

বামরুতা উরু গুরু নিতম্বিনী ।
শ্বেত সুন্দর বাস পরিধারিণী ॥
মণি মেথলা কিঙ্কিনী তাহে সাজে ।
কটি হেরি সুগন্ধ পলায় লাজে ॥
চতুর বিনম্রিত শ্বেত তনু ।
শত চন্দ্রমুখী ভুরু কাম ধনু ॥
মুহু কর্জল উজ্জলিতো নয়নে ।
দেখি ভক্তি কুরঙ্গী পলায় বনে ॥
চারিবেদ চতুর্দশ শাস্ত্র মণী ।
যেন মানস নিত্যস থাকে সুরি ॥

কালীকায় শুভ ॥

তোটক ছন্দ ।

ম। শুভকরী শঙ্কট শান্তি কর ।
ভূমী দীন দয়াময়ী দুঃখ হরা ॥
পরমেশ্বরী শঙ্করী সিদ্ধি দাত্রী ।
সমনন্ত ভয়ে ভূমী ভ্রাণ কর্ত্রী ॥
ভূমী মুক্তি বিধারিণী ভক্তি প্রদা ।
নরাধম জনে শুভদে শুভদা ॥
হের হৈমবতি বারেক নয়নে ।
ভব বন্ধনে বন্দি জ্ঞানাক্ষ জনে ॥
ভূমী ব্রহ্মময়ী ত্রিলোক তারিণী ।
শ্রী উমাচরণে অর্চিয়ে তারিনি ॥

গ্রন্থ সূচনা

হেম শূন্য পর্কভের নিমুহু সতা সেতু দেশেতে জ্ঞান সিদ্ধ
নাম এক অতি বিনীত পরব্রহ্ম পরায়ণ সত্যাচারি ব্রাহ্মণ
বসতি করিতেন, তাঁহার ভাব্যার যৌবনাতিক্রম হইল
তথ্যচ সন্তানাদি হয় নাই, তজ্জন্য বিপ্র ঐতিদিন বিরল
স্থলে যোগাবলম্বনে কহিতেন, “হে পরমেশ্বর; ধরাতলে
তবতুলা মহা শিখী অচিস্তনীয় বিচিত্র নির্মাণকারী আর
কেহই নাই, অতএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার
বর্ণন করা পণ্ডিত বর্ণের ক্ষমতাভীত, আর তুমি জগৎ
চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ রূপে তোমার স্বরূপ কেহ
জানেনা, ভূত তবিস্যদ্বর্তমান স্থাবর জঙ্গম চরাচর জীবা
জীব ক্রিয়া শক্তি সকলই তোমার শক্তির অধীন, ব্রহ্মাণ্ড
বহির্ভূত যে তোমার অনন্ত শক্তি তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সক
লই হইতে পারে, অনতিক্রম স্থূল দর্শিতা তোমার শক্তি
মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ পূর্বক পৌরা
ণিক বর্ণকে উপহাস করে, কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয়
জানেন সর্কাস্তর্যাপ্ত পরমেশ্বর বাজীকরের বাজীর ন্যায়
জগৎমণ্ডলে নানা বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব
তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে যদি আমার সম্মান জন্মে
তবে আমি জানিব সর্কশক্তিমান পরমেশ্বর আমার

প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন “ ব্রাহ্মণ
 প্রতিক্ষণ পরমেশ্বর সমীপে এই রূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ
 করিবাতে বহুকালের পর তাহার এক পুত্র হইল তাহাতে
 পূর্ণেন্দ্র সদৃশ নন্দন যুগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সামান্য দ্বিজ
 বর বহুবারস্তে জাগ্রতিয়া সমাপন পূর্বক নবকুমারের নাম
 অনন্ত রাখিলেন; অনন্তর ক্রমিক বর্দ্ধিত বিপ্রনন্দন পঞ্চম
 বর্ষীয় হইলে পর তাহাকে নীতি বিশারদ শ্রীপতি নামক
 আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন তাহাতে
 বিপ্রকুমার বাল্য কালাবধি নীতি শাস্ত্র, ন্যায় বেদান্তাদি
 নামা দর্শন পাঠ করিয়া বহুপ্রাপ্ত হইলে পর গুণিগণ মধ্যে
 গণ্য হইলেন এবং ক্রমশঃকাল গতে তাহার পিতা স্বীয়
 প্রেমসীর অভিলাষ মতে ঐ মনোহর পক্ষিত শিখর বাসি
 যোগেন্দ্র নামা মহর্ষির রত্নবালা নামী কন্যার সহিত প্রিয়
 কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু পুত্র এই রূপ
 বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সংসার অসার বোধ করত
 তপস্ব্যর্থ অরণ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে
 ব্রাহ্মণ দুঃখিতাস্তকরণে শিক্ষাচার্য্য শ্রীপতি মহাশয়ের
 সন্নিধানে গমন পূর্বক পুত্রের বিবাহের অসম্মতি বিবরণ
 বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীপতি মহাশয় অনন্তকে ডাকিয়া দার
 পরিগ্রহার্থে হিত বাক্য কহিতে লাগিলেন; শিষ্যও স্মৃতিমত
 ব্যস্ত করিতে লাগিলেন।।

এই সূচনা ।



হেম শূন্য পরমেশ্বরের নিম্নস্থ সত্য সেতু দেশেতে জ্ঞানসিক্ত
নামা এক অতি বিনীত পরব্রহ্ম পরায়ণ সত্যাচারিত্রাঙ্গণ
বসতি করিতেন, তাঁহার ভাব্যার যৌবনাতিক্রম হইল
তথাচ সন্তানাদি হয় নাই, তজ্জন্য বিশ্রুতি প্রতিদিন বিরল
হলে যোগাবলম্বনে কহিতেন; “ হে পরমেশ্বর, ধরাতলে
সবতুল্য মহাশিখী অচিস্তনীর বিচিত্র নির্মাণকারী আর
কেহই নাই, অতএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার
বর্ণন করা পণ্ডিত বর্গের ক্ষমতাভীত, আর তুমি জগৎ
চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ রূপে তোমার স্বরূপ কেহ
জানেনা, ভূত ভবিষ্যৎবর্তমান স্থাবর জঙ্গম চরাচর জীবা
জীব জিরা শক্তি সকলই তোমার শক্তির অধীন, ত্রকাণ্ড
কহিঁত যে তোমার অনন্ত শক্তি তাহাতে সন্তানসন্তান সক
লই হইতে পারে, অনতিদূর স্থল দশিরা তোমার শক্তি
মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ পূর্বক পৌরা
ণিক বর্গকে উপহাস করে, কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয়
জানেন সর্বাঙ্গব্যাপ্ত পরমেশ্বর বাজীকরের বাজীর ন্যায়
জগৎগুণে নানা বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, ” ত্রাঙ্গণ
প্রতিক্ষণ পরমেশ্বর সমীপে এই রূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ
করিতে বহুকালের পর তাঁহার এক পুত্র হইল তাহাতে

স্বপ্নে তাহা হইল যে পরমেশ্বর তাহাকে সন্তানস্বরূপে গ্রহণ করিলেন

বর বহুদিনে জাতক্রিয়া সমাপন পূর্বক নবকুমারের নাম
 অনন্ত রাখিলেন, অনন্তর ক্রমিক বর্জিত বিপ্রমন্দন পঞ্চম
 বর্ষের হইলে পর তাঁহাকে নীতি বিশারদ শ্রীপতি নামক
 আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষার নিযুক্ত করিলেন তাহাতে
 বিপ্রকুমার বাল্যকালাবধি নীতি শাস্ত্র, ন্যায় বেদান্তাদি
 মান্য দর্শন পাঠ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর গুণিগণ মধ্যে
 গণ্য হইলেন এবং ক্রিয়াকাল গতে তাঁহার পিতা স্বীয়
 প্রেরণার অভিলাষ মতে ঐ মনোহর পূর্বক শিখর বাসি
 যোগেন্দ্র নামা মহর্ষির রত্নমালা নামী কন্যার সহিত প্রিয়
 কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু পুত্র এইরূপ
 বিবাহের কথা অবগদ করিয়া সংসার অসার বোধ করত
 তপস্চার্য্য অরণ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে
 ব্রাহ্মণ ছাত্রবৃন্দ করণে শিক্ষাচার্য্য শ্রীপতি মহাশয়ের
 সন্নিধানে গমনপূর্বক পুত্রের বিবাহের অসম্মত বিবরণ
 বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীপতি মহাশয় অনন্তকে ডাকিয়া দার
 পরিগ্রহার্থে হিত কহিতে লাগিলেন, শিষ্য ও স্বাভিমত
 ব্যক্ত করিতে লাগিলেন ॥

শুভ্রাশ্রম্য ভক্তরে কথোপকথন ।

রমণী কুহক দ্বার জ্ঞানের মন্দিরে ।
প্রবেশ করিতে তার পারে কোন বীরে ॥
অনার্যাসে মুক্তি ইচ্ছা করিলে বিনাশ ।
কাম উপভোগ হেতু বাড়ায় প্রয়াস ॥
মহা মোহে মন মুগ্ধ করে অবিরত ।
তপস্যা কেমনে হবে জ্ঞান হলে হত ॥
এ সংসার কারাগার একে ঘোরতর ।
যাহাতে রমণীগণ পাপের আকর ॥
স্ববুদ্ধি করিলে ক্ষেদ কুবুদ্ধি বাড়ায় ।
অনিভা বিষয় ভোগে সদা মতি যায় ॥
গৃহির গৃহিণী হয় ভূতীর প্রকার ।
সাদ্বী ভোগ্যা কুলটা বিধগতা নাম যার ॥
গুরুকালে মুখ আর ইহকালে যশ ।
সদা সাদ্বী বাঞ্ছা করে পতি করি বশ ॥
ভোগ্যা ভোগার্হিনী কাম স্নেহেতে কেবল ।
পতির করমে সেবা বাঞ্ছে ভোগ কল ॥
বস্ত্র অলঙ্কার ভোগ পায় যতক্ষণ ।
ততক্ষণ নিজ স্বামি করমে ধরন ॥
জানতো বিশেষ গুরু কুলটার ভাব ।
কপটে স্বামিরে সেবে মনেতে কুভাব ॥
পর পুরুষের মন সদাই ঘোষায় ।
হুতন হুতন করে নিত্য মন যায় ॥
উপপতি লাগি নিজ পতিরে বিনাশে ।
চিহ্নিহ্নি এমন জনে কেমনে বিবাহে ॥

গুরুশিষ্য উভয়ে কথোপকথন।

মানুষ জানিতে নাহে লালনার মন।
কেবল জানেন বিড় নিত্য সনাতন ॥
হৃদয়ে কুরের ধার অশুভ বদনে।
সুধাময় বাক্য স্বার্থ সিদ্ধির কারণে ॥
নর হৈতে নারী দেখে কাম আট গুণ।
তাহার ত্রিগুণ আর বুদ্ধি চতুগুণ ॥
ইত্যাদি অনেক আছে নারীর লক্ষণ।
কহিয়া অনন্ত করিছেন নিবেদন ॥
বিষ্ঠা সূত্র পুর স্থানে কিবা সূত্র হয়।
ভেজ হানি দিবালাপে হয় বশ ক্ষয় ॥
অতি প্রীতে অত্যাশঙ্কে ধম দেহ নাশ।
বিশ্বাস করিলে শীঘ্র হয় সর্বনাশ ॥
যত ক্ষণ দেখে ভেজ লক্ষী থাকে ঘরে।
ততক্ষণ পুরুষের নারী সেবা করে ॥
অতএব ইচ্ছা নাই গৃহিণী গ্রহণে।
মনেতে বাসন আরাধিব নিত্যধনে ॥
তুমি গুরু কপটরূপ সমান আমার।
তোমার নিকটে চাহি করুণা অপার ॥
এত বলি কহিছেন ধরিয়া চরণ।
আজ্ঞা দেহ তপস্যাভ্যাস করিব গমন ॥
পুত্র দারা শিষ্য স্ত্রী বান্ধবের প্রতি।
কোনাইয়ে মাধুপক্ষ হয় মাধুগতি ॥
গুরুর উচিত হয় করিয়া বিশেষণ।
শিষ্যের পুণ্য পদ দিয়া উপদেশ ॥

গুরু শিষ্য উভয়ে করোণক ॥

মড়বা মরক ধামে করেন গমন ।

যতকাল চক্ষু সূর্য্য প্রকাশে কিরণ ॥

ইত্যাদি সকল গুরু বিদিত ভোমার ।

পিভারে কহিরা মোরে করহ বিদার ॥

জগতের সার যেই পরম জেশ্বর ।

দয়াময় বলি তাঁরে সুখের আকর ॥

কেমনে এমন জনে ভুলিরা রহিব ।

সংসার সুরার মদে প্রমত্ত হইব ॥

ভাই বন্ধু আদি করি কেহ নহে কার ।

মরিলে প্রণয় কোথা কোথা প্রেমাচার ॥

জানোতো বিশেষ গুরু কি রূপ সংসার ।

তবে কেন বনে ঘেতে মানা কর আর ॥

শিষ্য বাক্য শুনিয়া ত্রিপতি মহাশয় ।

কহিতে লাগিলা তাঁরে হইরা বিস্ময় ॥

ভ্রুনিতো পণ্ডিত বাপু ধার্মিক সুজন ।

বিবেচনা কোরে দেখ সংসার কেমন ॥

সৰ্ব্বাঙ্গম মধ্যে জ্যেষ্ঠ গৃহির আঙ্গম ।

পুণ্যবান কেবা হয় গৃহস্থের সম ॥

স্বধর্ম পালনে গৃহী হয় জীবনযুক্ত ।

কীৰ্ত্তিমান পুণ্যবান সূরী বশোযুক্ত ॥

কীৰ্ত্তিমান শশধির মরণে জীবন ।

যশ কীৰ্ত্তি বিহীনের জীবনে মরণ ॥

দারার গ্রহণে ভূমি দুঃখ যে কহিলে ।

সত্য বটে রেশযুক্ত কুকার্য্য হইলে ॥

৩৬ শিষ্য উত্তরে কথোপকথন ।

সহস্রকুলেতে যেই নারীর জনম ।

স্বামির সেবার সে কি কছু করে কম ॥

পতিব্রতা পতি দুঃখ না সহে অন্তরে ।

পতিসখা পতিগতি নিরন্তর হেরে ॥

পতি যদি হয় ভার পতিত কি দীন ।

পতিব্রতা সতী নাহি হয় প্রজাহীন ॥

অসংকুলেতে যদি নারী জন্মলয় ।

প্রায় সে অসং হয় জানিহ নিশ্চয় ॥

কুলটার পতি যদি হয় গুণবান্ ।

সর্বজন সমীপে সর্বদা পায় মান ॥

তথাপি তাহার ভার্য্যে নিন্দে অনুক্ষণ ।

ভ্রান্তিতেও সেবা নাহি করে কদাচন ॥

সংকুলে হয় সতী না হয় অন্যথা ।

পদ্মরগণ আকরে কাচের জন্ম কোথা ।

সতের স্বভাব কছু অসং কি হয় ॥

বিবাহ করিতে বাপু কোরে না কো ভয় ।

বেদের বচন বাপু করহ অবগ ॥

সংসারিও হোতে পারে ধার্মিক বৃদ্ধন ।

পুত্রের কারণ বাপু যত সাধুজন ॥

সতের কুমারী দেখি করেন বরণ ।

অবশেষে বৃদ্ধকালে সংসারভ্যজিয়া ॥

তপস্যা করয়ে সাধু কালনে বসিয়া ।

বৈষ্ণবের হরি পূজা তপস্যা কেবল ।

গৃহ ত্যজি বনে গেলে কি হইবে কল ॥

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন ।

গৃহে বসি কর বিষ্ণু চরণ পূজন ।
অকরেতে হরি যার তপ কি কারণ ॥
যে জন না ভাবে হরি অন্তরে আপন ।
কেমনে করিবে সেই তপ আচরণ ॥
ধার্মিক যে হয় মুক্তি পায় সেই জন ।
পূর্বে ছিল রাজা এক ভক্তির ভাজন ॥
ক্রমেতে হইয়া নৃপ হরি ভক্তিবান ।
রমণী সহিত রাজা পাইল নির্ঝান ॥
কর যোড় করি দ্বিজ শ্রীপতিরে কর ।
এ কথা বিস্তারি মোরে कह মহাশয় ॥
কেব' নেই ভক্তজন কি কৰ্ম করিল ।
কিক্রমে কামিনী সহ শ্রীহরি পাইল ॥
গুরু বলে শুন বাপু সবিশেষ তার ।
শ্রীউমাচরণ যাহা করিল প্রচার ॥



সতীন্দ্র চিত্রভানু কাব্য ।

অথ গ্রন্থারম্ভ ।

দীর্ঘ বিপদী ।

সরোজ নগরে ধাম, হেমাঙ্গ নরেন্দ্র নাম,

গৌরবে কৌরব পতি সম ।

দর্পে তুলা দশ শির, রূপে রায় রসশির,

বিপদের পক্ষে যেন যম ॥

চিৎ যেন সচ্ছনীর, যুদ্ধে বীর বুক্ষে ধীর,

মত্যাঙ্গদী ধর্মোত্তে ২৫ পর ।

ঋপুঞ্জয়ী জীতেন্দ্র, সতের পরম প্রিয়,

দরিদ্রে হেরিত শত কর ॥

কি কহিব অধিকার, প্রায় ধরা অধিকার,

করিয়া ছিলেন ভুজবলে ।

হতধারী দণ্ডধারী, বিনে সেই দণ্ডকারী,

দ্বিতীয় ছিলনা ভুমণ্ডলে ॥

আছিল পরম গুণ, পালনে পরম গুণ,

ধরিতেন নৃপ-গুণমণি ।

গুণে বশ দিক-দশ, কখনো এমন যশ,

আর কারো ধরেনি ধরণী ॥

ভূপতির মনোরমা, তুলনার অনুপমা,

হেমলতা হেমলতা মত ।

গুরু শিষ্য উভয়ে কথোপকথন ।

যুহে বসি কর বিষ্ণু চরণ পূজন ।
অন্তরেতে হরি যার তপ কি কারণ ॥
যে জন না ভাবে হরি অন্তরে আপন ।
কেমনে করিবে সেই তপ আচরণ ॥
দার্মিক যে হয় মুক্তি পায় সেইজন ।
পূর্বে ছিল রাজা এক ভক্তির ভাজন ॥
ক্রমেতে হইয়া নৃপ হরি ভক্তিবান ।
রমণী সহিত রাজা পাইল নির্ঝাণ ॥
কর যোড় করি দ্বিজ শ্রীপতির কয় ।
একথা বিস্তারি মোরে কহ মহাশয় ॥
কেবা সেই ভক্তজন কি কৰ্ম করিল ।
কিরূপে কামিনী সহ শ্রীহরি পাইল ॥
গুরু বলে শুন বাপু সবিশেষ তার ।
শ্রীউমাচরণ যাহা করিল প্রচার ॥



সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য ।



অথ গ্রন্থারম্ভ ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

সযোজ নগরে ধাম, হেমাক নরেন্দ্র নাম,

গৌরবে কৌরব পতি সম ।

নন্দ তুল্য দশ শির, কপে রাম রসশির,

বিপক্ষে পক্ষে যেন যম ॥

চিত্র যেন সচ্ছনীর, যাকে বীর বুকে ধীর,

সতীষদী ধর্মোত্তে তৎপর ।

ঋণুকরী জাত ভ্রম, সতের পরম প্রিয়,

ধরিয়া হেরিত শত কর ॥

কি কহিব অধিকার, প্রাণ থরা অধিকার,

করিয়া ছিলেন ভুজবলে ।

ছত্রধারী দণ্ডধারী, বিনে সেই দণ্ডকারী,

বিত্তীয় ছিলনা ভ্রমশ্রমে ॥

আছিল পরম গুণ, পালনে পরম গুণ,

ধরিতেন নৃপ গুণমণি ।

গুণে বশ দিক দশ, কখনো এমন যশ,

আর কারো ধরেনি ধরণী ॥

ভূপতির মনোরমা, তুলনার অনুপমা,

সহস্রলক্ষা মত ।

গুনবতী পুণাবতী, পতিপ্রতি সদা মতি,

পাতিভ্রতা ব্রতেতেই রত ॥

তার গর্ভ সমুদ্ভূতা, সর্ব গুণে গুণযুতা,

রাজ সূতা নাম মনোহিনী ।

তাহার কপের তুল্য, অমৃত অধিক মূল্য,

সমতুল্য কামের কামিনী ॥

কামন লাঞ্ছিয়া তনু, ছেরি মোহে ফুলধনু,

চঞ্চলাকে চঞ্চলা রাখিল ।

কৃষ্ণকর কটিদেশ, তাহাতে মদনাবেশ,

নীলাম্বর নিরদে ঢাকিল ॥

কামের কলস তুচ্ছ, কুচযুগ পীনউচ্ছ,

লোহিত কাঁচলী তাতে শোভা ।

প্রকুর কমলদল, মুখোৎপল ঢল ঢল,

মধুলোভে ভ্রমে মধুলোভা ॥

তিল পুষ্প জরজর, লজ্জিত বিহঙ্গবর,

নেহারিয়া নাসার বলন ।

কুন্ত কুসুমের পাতি, রদমে মঞ্জর ভাতি,

ওষ্ঠাধর অরুণ দলন ॥

সুন্দর কুরঙ্গ অক্ষি, অথবা খঞ্জর পক্ষি,

মৃত্যুকরে কমল উপরে ।

ভুরু মনোজের ধনু, ফুলধনু নিজ তনু,

অপাঙ্গে লুকায়ে দর্প করে ॥

মৃগ চির ভিন্ন ইন্দ্র, তাতে মৃগ মদবিন্দ্র,

মুখেতে মধুর মূছহাস ।

সতীর্থ চিত্রভাসু কাব্য।

বনোপ্রিয় ভাষা জিনি, ভাষা ভাষে বিনোদিনী,

কাদম্বিনী জিনি কেশ পাশ ॥

এই রূপ তার রূপ, ভরণ রসের কুপ,

রসে ভসে মাধুর্য গমন ।

নিরখি মাতঙ্গবরে, অপমানে বনে সরে,

মরালের গমন দমন ॥

দ্বাদশ বরষি বাল, নাজানে মমথ জ্বাল,

সুখে কাল করয়ে যাপন ।

কবি করে অনুরোধ; যাতে তার রসবোধ,

সেই কথা করি বিজ্ঞাপন ॥

অমোহিনীর স্বপ্ন দর্শন ।

পয়ার ।

শুন শুন প্রিয় শিষ্য অপূর্ব কথন ।

কন্যার আছিল প্রিয়সখী চারিজন ॥

শশীমুখী সৌদামিনী কমলিনী রমা ।

এই চারি সখী তার ছিল অনুপমা ॥

ধাকিত এ চারি সখী সদা তার সঙ্গে,

করিত সকলে গীত বাণ্য নৃত্য রঙ্গে ॥

মহী মধ্যে প্রশংসিত কন্যা গুণ রূপ ।

প্রাণ তুল্য তারে ভালো বাসিতেন ভূপ ॥

বয়স্কন হোয়েছিল বৎসর দ্বাদশ ।

বাহ্যতে অন্তরে তার প্রেমের উদয়।
 সেই কথা বিস্তারিয়া শুন সবুদয় ॥
 এক দিন ইতোমধ্যে শুন সমাচার।
 মনোহিনী নৃপবাল্য সুধার আধার ॥
 দিবস হইল গত নিশী সমাগত।
 হীমাংশু উদয় প্রভাকর অন্তর্গত ॥
 কমলিনী ম্লানবুখী ভাসে ছুঃখনীরে।
 কুন্দ উল্লাস পায় হেরিয়া শশীরে ॥
 আপনার অধিকার করিছে রজনী।
 শয়ন আগারে গেল কমল বদনী ॥
 কোমল শয্যারোপরে কোমল বালিস।
 ভাতে কোমলাকি ধনী রাখিল আলিশ ॥
 অরুণ অভাবে পদ্ম মুদিল নয়ন।
 রাজকন্যা এই কালে করিল শয়ন ॥
 সহজে পুরুজানন সেই ভাব পায়।
 উদয় হইয়া নিদ্রা চৈতন্য হারায় ॥
 বাহ্যে দেখে অবিদ্যয় হইল মুদিত।
 অন্তর্গত নেত্রে প্রেম শশাক উদিত ॥
 স্বপন যোগেতে ধনী করে নিরীক্ষণ।
 সুচারু পুরুষ এক নয়ন রঞ্জন ॥
 উকঠাম দেখিয়া কদলী কম্পান্বিত।
 তনু দেখি অতনু হইল কম্পান্বিত ॥
 পীন অক্ষ ক্ষীণ কক্ষ বিধির ঘটন।
 করিবর কর জিনি বাহুর গঠন ॥

নাভিকূপ সরোবর তাতে রোমাবলী ।
 নব তঞ্জি ধরিয়াছে তরঙ্গ জিবলী ॥
 শুক পক্ষি লইয়াছে নাসারে তঞ্জিমা ।
 অরুণ মেখেছে অঙ্গে অধর রঞ্জিমা ॥
 ভুরু আর শরাসন নেত্র কুলবাণ ।
 ঘারে হানে তার আর নাহি পরিমাণ ॥
 কাপের ছটায় হয় স্বকিতা দামিনী ।
 তজিবারে পতিসহ চলিল কামিনী ॥
 ললাট চন্দ্রমা পূর্ণ কুন্তল কুঞ্চিত ।
 বাকো অমৃতের হোলো গৌরব মুঞ্চিত ॥
 নবিন পুরুষ সেই কপে গর গর ।
 দৃষ্টিমাত্রে বাল্য কামে হোলো জর ॥
 সেইকপে কামিনীর অন্তর হরিল ।
 পতি ভাবে বাল্য তারে বরণ করিল ॥
 রতি হেতু রসবতী দিয়া রতি মতি ।
 পতি সহ রতি মুখ বঞ্চে কলাবতী ॥
 মনোহিনী বাল্য এই রূপ রজনীতে ।
 স্বপ্ন দেখি নাগরেরে লাগিল ভাবিতে ॥
 জাগরণে হলো তার স্বপন বিচ্ছেদ ।
 অনুভাব করি বুকে ধেম পরিচ্ছেদ ॥
 স্বপ্নের বিচ্ছেদে হলো বিচ্ছেদ মনের ।
 মরমে মরম ফাঁস লাগিল প্রেমের ॥
 কোথা স্বর্গ উপভোগ কোথায় রৌরব ।
 কোথায় ছুর্গন্ধ কোথা পুষ্পের সৌরভ ॥

মতীত্ব চিত্রভানু কাব্য :

কোণা পূর্ণিমার শশী কোথা অন্ধকার ।
মহানন্দে হলো নিরানন্দ পাণ্ডাবার ॥
যেমন দরিদ্র ব্যক্তি হারামে রতন ।
তরুণ কুমারী দুঃখ হৃদয়ে পতন ॥
সেই যুবরাজে চিত্ত কোরেছে বিশ্বাস ।
না হেরিয়া আশকাস্তে ছাড়িছে নিশ্বাস ॥
অশ্রুধারে অন্ধ হৈতে সিক্ত হলো শয্যা ।
দূরে গেল শরীরের যত পরিচর্যা ॥
বিষাদে বিশীর্ণা বাল্য ভাবিছে তপন ।
একালে রজনী গত উদিত তপন ॥
উঠিল বালিকা হৈতে শয়ন সদন ।
রোদনে মলীন ভাব চন্দ্রমা বদন ॥
হেরিয়া অরুণ আঁখি লজ্জিত অরুণ ।
অধর হয়েছে শুষ্ক যা ছিল তরুণ ॥
আলু খালু ভুবা বাস কবরী খসেছে ।
অথর বিরহ শর হৃদয়ে পসেছে ॥
রোদনে অলকাবলী কিবা ছিন্ন ভিন্ন ।
তাপেতে উত্তপ্ত চিত্ত ভাব ধরা কিন্ন ॥
অস্তরে দহিছে জ্বালা বাহিরে গোপন ।
দ্বিজ কবি প্রেম বীজ করিল রোপন ॥

কুমারী প্রতি সখীগণের প্রবোধ দান ।

ত্রিপদী ।

প্রভাতে উঠিল সতী, ছিন্ন ভিন্ন বেশ অতি,
রসবতী মানস বিদীর্ণা ।

মৌন আসি হলো বঁধু, তক্ষিল বচন মধু,
নাগরের বিরহে বিশীর্ণা ॥

মনোহিনী রাজবালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মনে কৈল করিব গোপন ।

প্রেম কি গোপন হয়, কল্পুরী কি ছাপা রস;
মানিকে কি ভিমীরাচ্ছদন ॥

বসিল ধনী বিমনে, কাছে আসি সখীগণে,
কুমারীকে করিল সস্তাষ ।

কাছে হেরি সখিচয়, বালিকা না কথা কয়,
না করিল হাতু পরিহাস ॥

তা দেখি সন্ধিনী গগ, হইল বিস্ময় মন,
কারণ বুঝিতে নাহি পারে ।

সবে বলে একি রীতি, কন্দ অতি অনোচিত,
দেখি ঠাকুর বীর ব্যবহারে ॥

শেষে কোরে অনুভাব, কন্যার বুঝিয়া তাব,
ষোড়করে সবিনয়ে কহে ।

একি দেখি রাজসুতা, কেন হেন ছুঃখযুতা,
স্বভাব অতাব হরে রহে ॥

কান্তি হয়েছে মলিন, শুষ্ক বদন মলীন,
কি জন্যে গো হয়েছে বিষয়া ।

কি কারণে আছ দুঃখি, বলনা সুধাংশুরখী,
 সখী প্রতি হইয়া এসমা ॥
 ঐশ্বর্যের নাহি ওর, রক্ত রসে থাকো ভোর,
 তবে কিসে গাঢ় ক্লেশোদয় ।
 আমরা সজিনী তব, চিন্তি তব সুখার্ণব,
 হাল দেখি হয়েছি বিস্ময় ॥
 তব দুঃখে দুঃখি হই, মকলে মকলে রই;
 তোমা বই আর কারু নই ।
 সেবা করি চিরকাল, বল কেন হেন হাল-
 তব দুঃখ পরাণে না সই ॥
 বুঝ গো তোমার মর্ম্ম, করিতে দুর্ঘট কর্ম্ম,
 সাধ্য আছে আমা সবাচার ।
 দেখিতে কেবল নারী, আজ্ঞা হলে কি না পারি
 বলা আনি জলধীর সার ॥
 এই মতে সখীগণ, জিজ্ঞাসিছে বিবরণ,
 কত কষ্টে কহিল রজিনী ।
 শুনিয়া স্বপ্ন কাহিনী, বলে ওগো মনোহিনী,
 অনুন্নে সকল সজিনী ॥
 স্বপ্ন কহু সত্য নয়, চিত্তের চাঞ্চল্য হয়,
 বায়ু ধর্ম্মে স্বপন দেখায় ।
 কলতঃ এনহে সত্য, শুন বলি তার তথ্য,
 স্বপ্ন হারাবাজী অতিশ্রায় ॥
 স্বপনে বরিয়া কায়, ভাবিতেছ হার হার,
 কেবল খেলায় মাত্র সার ।

পরিহরি এ মোচন, মানসে কর মোচন,
 মিছা মিছি কেন অশ্রুবারী ॥
 এই মতে সখীগণ, করিল অনুরঞ্জন,
 সেবা হেতু সেবিকা সকল ।
 শীতল সলিল দিয়', তার মুখ ধোয়াইয়া,
 নিভাইতে চাহে চিত্তানল ॥
 প্রেমিতে যাহার মন, করিতেছে জ্বালাতন,
 তার শাস্তি হয় কি সেবনে ।
 হোলে দাবানলোদয়, তা নাকি নির্ঝগ হয়,
 বিনা ইচ্ছা বারি বরিষণে ॥
 এই রূপে দিন গতে, বিভাবরি সমাগতে,
 নৃপভজা করিল শয়ন ।
 ক্রীড়মাচরণ কর, নিদ্রা যে সুঘুপ্তি নহ,
 পুনঃ স্বপ্ন করে দরশন ॥

০

মন্মোহিনীর দ্বিতীয় স্বপ্ন কথন ।

পর্যায় ।

অপূর্ব শয্যায় ধনী শয়নে আছিল ।
 বিরহ সন্তাপে শীত্র নিদ্রা না হইল ॥
 কতকণে কত কষ্টে নিদ্রা উপজিল ।
 পুনঃ সেই গুণাকরে স্বপনে দেখিল ॥
 ছুই ভাব দেখি ছুইখ দূরে পলাইল ।
 নিজগণ লয়ে মুখ ছুরিতে আইল ॥

পরস্পর মনে২ সন্তোষ পাইল ।
 পতি পরিচয় হেতু, সতী জিজ্ঞাসিল ॥
 প্রিয়া বাক্যে মনে তার আনন্দ জন্মিল ।
 নামক নারিক প্রাতি কহিতে লাগিল ॥
 কৃপাক্ষ নামে ভূপতি অতি পুণ্যশীল ।
 কালীপুরে যেই নিজ পুণ্য প্রকাশিল ॥
 তার পুত্র আমি মাত্র দ্বিতীয় না ছিল ।
 মন্থন আমার নাম সকলে কহিল ॥
 আমার কপের যশ জগতে ঘূষীল ।
 শুনি উমাচরণ পুলকে পুরিল ॥

নিদ্রাভঞ্জে মনোহিনীর বিলাপ ।

ত্রপদী ॥

নাগকের সঙ্গে সঙ্গ, কত কথা কত রঙ্গ,
 হেনকালে নিদ্রা অসঙ্গতি ।
 নিদ্রা যদি গেল ছুটে, নাগরী জাগিয়া উঠে,
 বলে কোথা গেল প্রাণপতি ॥
 কে এমন বন্ধু আছে, যাইব কাহার কাছে,
 কে মিত্রাবে মোরে রক্ষা ব ।
 কে করিবে এ সুসার, সে বিনে সব অসার,
 কেবা হেন কার কাছে কব ॥

কে বুঝিবে মোর দুঃখ, কে জানিবে না মুখ,

কে করিবে মোর উপকার।

যে করিবে এই বিহ, কহি আমি মুনিশিত,

দাসীত্ব করিব আমি তার ॥

নিশা হোলো শেষ ভাগ, নাগরের অনুরাগ

করিতেছে কতক সুন্দরী।

হেন কালে ডাকে পীক, দুখ পেয়ে কিমবিক,

প্রভাত হইল বিভাবরী ॥

মনোদুঃখ তরঙ্গিতে, আর নেত্র কুরঙ্গিতে,

নৃপবাল্য ভায়ে কুল হীনে।

উঠে বসে গিনে দিনী, যেন অতি অনাথিনী,

কুমুদভী যেন ইন্দু বিনে ॥

কণী যেন মণি হীন, বসু বিনা অতি দীন,

যেন মীন সলিল বিহনে।

বিনে কুষ্ম যেন ধরা, চাতকী জীমন্তে মর',

বিনা ঘন বারি বরিষণে ॥

মুখাবলোকন করি, কহিতেছে সহচরী,

মরি মরি মলীন চন্দ্রাস্ত্র।

কহিতে বিদরে হিয়া, মা বাপে না দিল বিয়',

সেই তাপে সম্ভাপ প্রকাশ ॥

খেদে কহে শশীমুখী, শশীমুখী হও সুখী,

জগনিয়াছি তোমার মরম।

বল দেখি বিশেষিয়া, শীতল করিব হিয়া,

বাম যাবে সরন তরম ॥

সতীত্ব চিত্তভানু কবি।

২৭

রাজা রাজ কাষে মত্ত, রাণী নাহি করে তত্ত,
ছুর দেখি হিয়া কাটে হাম।

বাকিতে আমরা সখী, যাতনা পাবে আর কি,
হেমাঙ্গ বিরহে গোলে যায় ॥

একপ যৌবন নব, না মিলিল পতি তব,
পতি বিনা সব নিরর্থক।

তোমার পুরস্কাস করে, যদি ঘটাইতে তারে,
পারি তবে সকলি সার্থক ॥

এবে শুনি বলে রামা, তোমরা সে জানো আমি,
তাই কহি শুন সহচরী।

গত রাত্রে শয্যাভঙ্গে, নিদ্রা বাই কুতূহলে,
পুন তাহে সপ্নে দৃষ্টি করি ॥

সেই যুবরাজ আসি, প্রকাশিয়া প্রেমরাশী,
নান ধাম কহিল আমার।

মনকিষ্ট তদবধি; নয়ন হোয়েছে নদী,
সে বিনে এ দেহ শব প্রায় ॥

অতএব তার তরে, গরণ কেমন করে,
কিসে পাব বলনা সজনী।

কালেতে সকল করে, যারে সখী কালে ধরে,
নাহি মানেন দিবস রজনী ॥

স্বপন হইল কাল, শয্যালো কণ্টক জাল,
নিদ্রা মোর হোলো যমদুত।

কর সখী অবধান, কিসেতে বাঁচিবে প্রাণ,
সাজিয়া আইল কৃষ্ণমুত ॥

বাপমাত্রে বিজ্ঞাপনে; বলো ঘটবে বেমনে,
মন্ত যদি মায়ের না হয় ।

মায়ের সন্মুখি মতে, বাপের বিচার পথে,
হয় কি না হয় করি ভয় ॥

একারণ পারি পারি, মানা আছে হার হার.

কি দায় ঘটিলে মোরে বিধি :

কবে পাব যুবরাজ, যুড়াবে অন্তর মাজ,
হৃদয়েতে খোব রসনিধী ॥

সখী সীহরিয়া কর, কথা শুনে লাগে ভর,

এ যে কথা অনর্থের মল ।

গোপনে আনিতে সাধ, লেখে হবে পরমাদ,
রাজা হৈতে সমূলে নির্মূল ॥

তোমা হেন মেরে কত, সপ্ন দেখি এইমত

কেবা না কোয়েছে বাপ মায় ।

দময়ন্তী স্বপ্নে মলে, বহিলেক কুতূহলে,

পরে বিয়া টেকল এনে তায় ॥

ভূমি ধনী সেইকপে, কহ গিয়া রাজী ভূপে,

তবে সিদ্ধি হবে মনরথ ।

গোপনেতে দায় নানা, প্রকাশে কে করে মান,

এই শুন সুহীতের পথ ॥

রাধামোহন ব্রাহ্মণ, ধান্নিক অতি সুজন,

আদ্য পুত্র তাঁর শ্রীশ্রীনাথ ।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ নন্দন, দ্বিজ শ্রীউমাত্রণ

কহিতেছে স্মরিয়া শ্রীনাথ ॥

সত্যি চিত্র কথায় ।

২৩

সৌদামিনী সখীর সঙ্গে কুমারীর কথা ।

পয়ার ॥

হেনকালে সৌদামিনী, সখী উপনীত ।

কহিতে লাগিল তারে, কুমারী কিঞ্চিৎ ॥

নরেন্দ্র নন্দিনী বলে, সৌদামিনী শুন ।

কি কব মরম কথা, পরম দারুণ ॥

কিছু নাহি লাগে ভাল, আগে শুন নাই ।

যৌবনেতে না মিলালে, ঠাকুর যামাই ॥

গোপনে স্বপনে যারে করিলাম দৃষ্টি ।

চিন্তে রোয়ে সেই নেত্রে করে প্রেম রুষ্টি ॥

হৃদয় নিরুস মোর বিরস বদন ।

কিরসে সে জনে পাব কহ সে কখন ॥

আমি দেহমাত্র প্রায়, আগে সেই জন ।

সে বিনা হোয়েছি শব সব অকারণ ॥

সখী বলে হির হও কি হবে কাঁদিলে ।

বল কি করিব আমি উত্তলা হইলে ॥

উপায় করিয়। আমি ঘটাব নিশ্চয় ।

উপায়ে অশুকী স্থানে হরি বর্জ হয় ॥

রাজারে রাণীরে আগে কহি অবিশেষ ।

গোপনে আনিলে পরে উপকীর্ষে ক্লেশ ॥

অপ্রকাশে যদি কর একর্ম নিকাশ ।

প্রকাশিলে প্রকাশে অপ্রকাশে প্রকাশ ॥

যেযে নারী যথাই কোরেছে এমন ।

কি কব দুর্ঘট দায় ঘটেছে তেমন ॥

সত্যি চিত্তভানু কাব্য ।

করিলে এমন কাব্য যশ হবে ভঙ্গ ।
 ঘটাবে কি শেষে উবাহরণের রঙ্গ ॥
 কবি কহে ধৈর্য্য হও সুন রসবতী ।
 মন্থথেরে মিলাইব তব নিজ পতি ॥



ময়োহিনীর আক্ষেপ উক্তি ।

লঘু চতুস্পদী ।

এসব রচন, শুনিয়া তখন,
 করিয়া ক্রন্দন, কামিনী কখন ।
 কি হবে আমার, বল সখী তার,
 কাণ্ডবিনা আর, প্রাণ নারায় ॥
 জীবন বিদীর্ঘ, থাকে যেন মীন,
 তেন নিশীর্ঘ, মোদনে থাকি ।
 পাইল তাহার, দুখ দুরে যার,
 যতনেতে তার, হৃদয়ে রাখি ॥
 বিরহ পাবার, বাড়িছে আমার,
 যৌবনের তার, সহিতে নারি ।
 সেই ভরীকুল, নাহি পায় কুল,
 ভাসিছে বিপুল, বিনা কাণ্ডারি ॥
 বল সহচরী, উপায় কি করি,
 ধৈর্য্য নাধরি, সেজন বিনে ।
 সেই গুণময়, হইল নিদয়,
 তাতে দুখোদয়, রজনী দিনে ॥

মদনে আকুল, ঘোবন মুকুল,
কুটিয়া সে ফুল, পুরিল মধু।
দ্বিজ কবি কর, এমন সময়,
কোথা রস ময়; ভ্রমরা বধু ॥

—•••—

পয়ার ।

শ্রুতিয়া সন্ধিনী গণ করিছে বচন।
শ্রুত প্রণা মনোহিনী করি নিবেদন ॥
দৈববিদ্যা কোন কথ্য নাহি চর সিদ্ধি।
দৈব উদ্যমেন পাবে মনোমত শক্তি ॥
দৈবশক্তি বহু কিছু অন্য অশিক্ষন।
দ্বিজ শক্তি করায়েন কাঁচড়ে বচন ॥
দৈবশক্তি সখী বলে শ্রুত গুণবতী।
ভাবিয়ে কি হবে শ্রুত আমার ভারতি ॥
দৈবশক্তি বহু আর নাহি কোমোজনে।
দৈবশক্তি সমান দৈব নাহি কিছুবনে ॥
শ্রুত সম দেহ বল কার প্রতি হয়।
দৈবশক্তি শক্তি নাই জানিহ নিশ্চয় ॥
দৈববলে শ্রুত দেহ মরাকে জীবন।
কালিদাস নহিল দুর্দৈবে দ্বৈপায়ণ ॥
অতএব দৈবশক্তি হয় গরীয়সী।
দৈবশক্তি বল নাই শ্রুতলো কপসী ॥
কমলিনী বলে শ্রুত শ্রুত মনোহিনী।
ভারতে বিস্তার আছে অদ্ভুত কাহিনী ॥

তহঁ সত্যাহ চিত্রভাসু কাব্য ।

সম্বরণ মহারাজ হলে দৈব সয়া ।
মুখে পার্শ্বি এই কৈল সূর্য্যের তনয়া ॥
বটে বটে বটে বলি দিল সায় রমা ।
শুনিত্তে করিল স্পৃহা কথা মনোরমা ॥
বাগ্ৰ হয়ে কহে তারে ভূপাল বালিকা
রবিকন্যা হলে সম্বরণের নায়িকা ॥
দেবকন্যা মনুষ্যের হলে সিমন্তিনী ।
এ অতি আশ্চর্য্য কথা কহলো সঙ্গিনী ॥
শ্রুনে কমলিনী তবে কহিতে লাগিল ।
পুরাণ শ্রনাণে দ্বিজ কবি বিরচিল ॥

সম্বরণ রাজার ইতিহাস ।

ত্রিগদী ।

ভারত বংশ কাহিনী, শ্রুত ওগো মনোহিনী,
বিশেষিয়া কহি সে তদন্ত ।
চন্দ্রবংশে যশকুপ, উদ্ভব পৌরব ভূপ,
সেই বংশে জন্মিল দুঃশাস্ত ।
সকুম্ভলা নামে কন্যা, দুঃশাস্ত প্রেরণী ধনা,
ভরত জন্মিল যার গর্ভে ।
ভরতের জন্ম মর্ঘ্য, শুন যত ধর্ম্য কর্ম্য,
বিস্তার ভারতে আদিপর্কে ॥
এ রূপে ভারতবংশ, সেই বংশ অবতংশ,
মহারাজা নাম সম্বরণ ।

জীভেন্দ্রিয় খীর দাস্ত, তপনের তপেহাস্ত,
 প্রতিদিন সূর্য্যের অর্চন ॥
 এক দিন ক্ষতিপাল, সঙ্গে পারিষদ জাল,
 মৃগ হেতু বনে উপনীত।
 কানন ভ্রমণ ক্রমে, ক্রান্তিমুক্ত পথশ্রমে,
 নরপতি নীর পিপাসিত ॥
 নিকটে হেরিয়া শৈল, নৃপতি সন্তোষ হৈল,
 উঠে দিক নিরূপন হেতু।
 সোপানে উঠিতে রায়, দীপ্তি এক দেখি তার,
 অন্তত মানিল ধর্ম্মকেতু ॥
 কন্যা এক নিরূপমা, ত্রিভুবন মনোরম;
 রোহিণী মিন্দিয়া কপ-হবি।
 কলিঘর গুঞ্জ গুঞ্জ, ভীক্ষুর তেলপুঞ্জ,
 উদয় ভূপরে খেন রবি ॥
 কেশানী ইন্দ্রানী রমা, তুলনায় হয় সমা,
 কিয়া হবে মদন যুবতী।
 উদ্রুপ দেহের রস, হর কোপে কান ভস্ম,
 অব্বেষণ করে বুঝি পতি ॥
 বদন শরদ শশী, মস্তকে কলক মসি,
 ধরিয়াছে শিরোকহ ছল।
 হেরে ওষ্ঠাধর ছদ, নিরবাসি কোকনদ,
 সে গগু মণ্ডল ঢল ঢল ॥
 কামেরে কি দিয়া ফাঁকি, নিরা তার সুখপাখি
 কোরেছে কিনাসাব বলন।

কিহা এই অনুমানি, বুঝি তিলফুল আনি.

নির্মাণেতে বিধির যতন ॥

দেখিয়া তুরুর দাপ, ফণি কণা পায় তাপ

কামচাপ বুঝি গেল রাখি ।

নেতে তরা হলাহল, দুটে মন টলাটল,

বিনাশে পুরুষ হাণ পাখি ॥

নবদল কেশ জাল, পূর্ণচন্দ্র জিনি ভাল,

কহালে বিচিঅ বাস পরি ।

গৌনভর পয়োধর, রাজীব মকুল বর,

ক্ষীণ মাঝে তাতে ক্রোধোদরী ॥

নিঃস্ব কখন স্থূল, মহিধর সমতুল,

মনোজ বিলায়ে সেই স্থান ।

কটি কর পরিপাটি, চারি খণ্ড করি কাটি,

উক্ক কুক্ক খাতার নির্মাণ ॥

একোপ কন্যার কপ, হেরি সহরণ ভূপ,

মোহে গেল ফুলবান বাণ ।

হারাটল মন জ্ঞান; মলিন তনুর ধান,

ভিজি কমি সরস বাথানে ॥

লঘু চতুঃপদা ছন্দ ।

হেরিয়া সে কপ, সহরণ ভূপ,

নিজকাম কুপ, উথলী ধার ।

কে তুমি কামিনী, কাহার নন্দনী,

আহ একাকিনী; কাননে তার ॥

স্বরূপে বলনা, ত্যজিয়া ছলন',
 কাহার ললনা, হরিলে জ্ঞান ।
 তোমার শরীর, বুঝি কাম তীর,
 করিল অস্থির, আমার প্রাণ ॥
 হেরি তোর অঙ্গ, মন নিল সঙ্গ;
 যেমন কুরঙ্গ, পড়িল খাদে ।
 শীতলের পারি, প্রাণ হলে না কি,
 গেল ছুটি অঁপি, বদন চাঁদে ॥
 'ও কুচ মণ্ডল, দহে দাবানল,
 লাষণ্য গরল, সলীল নর ।
 যৌবন সম্পদে, ফেল প্রেম হৃদে,
 পুরুষের বধে, না কর ভয় ॥
 আছা মরিঃ; যৌবনের তরি,
 ভাবিছে সুন্দরী, অমঙ্গ জলে ।
 ভাত্ত মোর মন, প্রমত্ত বারণ,
 করি অরোহণ, ভাবিয়া জলে ॥
 স্থির নহে জল, করি করে বল,
 তরি টলহ, নাবিক বিনে ।
 কহি শুন সার, হইবে সুসার,
 কর কণ্ঠধার, এই অধীনে ॥
 ডুমি লো কামিনী, ভুবন মহিনী,
 প্রফুল্ল মলিনী, রসের ভরা ।
 কমলের গন্ধে, অলি মকরন্দে,
 মানস আনন্দে, খাইছে ভরা ॥

ঘটিল দুখোগ, দুচারে এ রোগ,
 কর উপভোগ, আমার সনে।
 বদন ফিরাও, বারেক বাচাও,
 জীবন বাঁচাও, অধীন জনে ॥
 নানা রসে ভুপ, কহে কত কপ,
 মদনে কুতুপ, মগন রসে।
 দ্বিজ কবি কহে, নৃপ স্থির নহে,
 মোহ হোয়ে "রহে, অনঙ্গ বসে ॥



পর্যায় ॥

কামোত্তেজে ভূপতির বচন শুনিয়া।
 অস্থধীন হোলো কন্যা কিছু না বলিয়া ॥
 কন্যার বিচ্ছেদে তার শূন্য হোলো জীব।
 অচেতন হোয়ে তবে পড়িল পার্থিব ॥
 নৃপরে মুচ্ছিত দেখি থাকি শূন্য তরে।
 গৃহে যাহ রাজা কন্যা কহে উচ্চৈশ্বরে ॥
 কেমনে আলয়ে যাবো কহে নর রায়।
 মন প্রাণ মোর তব পীছু পীছু যায় ॥
 অধীনের প্রতি দয়া নাহি তব লেশ।
 কি জন্যে নিদর এত না জানি বিশেষ ॥
 শুনিয়া রাজার বাক্য রবিকন্যা কয়।
 এখন তোমাকে দিই নিজ পরিচয় ॥
 তপন তনুজা আমি শুন মতিমান।
 তপতি বলিয়া রাজা মোর অভিধান ॥

রাজা বলে কপবতি যে হও সে হও ।
 এ অধীনে আপনার কান্দ করি লও ॥
 তপতি বলয়ে শুন অজমীঢ়াপতা ।
 যে কথা कहিলে তুমি ইহা নহে কথা ॥
 তুমি হোলে মানব দেবতা কন্যা আমি ।
 অতি অসম্ভব তুমি হবে মোর স্বামী ॥
 সম্বরণ বলে শুন ভাস্কর ছুহিতা ।
 তোমাতে হইতে হবে আমার বনিতা ॥
 একান্ত ভাবেতে মোর তব প্রতি মন ।
 তোমার বিচ্ছেদে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 তবে ভূপ প্রতি কহে অরুণ অঙ্গনা ।
 তুয়া ভজি তুলিব কি কলঙ্কের ধনা ॥
 রাজা বলে অবগতি করলো সুন্দরী ।
 নারির কলক কিবা হোলে ইচ্ছাবরী ॥
 কন্যা বলে পিতা যদি হয়েন সন্মতি ।
 তবে যা বলিলে তাহা হয় নরপতি ॥
 জনক তোমাতে যদি করেন প্রদান ।
 হইব তোমার জায়া শুন মতিমান ॥
 ইহা বলি অন্তর্ধান হইল তপতি ।
 দ্বিজ কবি কহে তপে গেল নরপতি ॥

—o—
 লঘু ত্রিপদী ।

অজমীঢ় সুত, হোয়ে দুঃখযুত,
 স্বদেশে না গেল আর ।

সৈন্যগণে রায়, করিল বিদায়,
 তারা গেল রাজ্যাগার ॥
 দেশে গেল পাষা, এক মস্ত্রি মাড়,
 রাখিল আগুন সঙ্গে ।
 হোয়ে এক মন, আরাধে তপন,
 নরপতি নিরাতকে ॥
 দিন অসানে, কল মূল আনে,
 প্রথমে আহার তাই ।
 দ্বিতীয় আহার, হোলো নীর ধার,
 অন্য চিন্তা মনে নাই ॥
 দেবলোক পালে, পূজে তিনকালে,
 কল ফুল জল দিয়া ।
 এক মনে তপ, শংখা লক্ষ জপ,
 ধ্যানে জ্ঞান যায় নিয়া ॥
 এমতে ভাস্কর, ধ্যায় নৃপবর,
 কিছু দিন গত হৈল ।
 দেব দিবাকর, তাতে ভূষ্ঠতর,
 তথাপি প্রত্যক্ষ নৈল ॥
 ভবেতো রাজন, করিয়া স্মরণ,
 বশীষ্ঠকে তথা আনে ।
 কুল পুরোহিত, আসিয়া ভুরিত,
 বিশেষ ব্রতান্ত আনে ॥
 লইয়া বান্ধত, দিবাকর যথা,
 চোলে গেল তপোধন ।

সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য ।

৩২

মার্তণ্ড নিকটে, কহিছে প্রকটে,
যা বলিল সস্বরণ ॥
রাজার সাথনে, তুষ্ট ছিল মনে;
মনোবর্জি ছিল যাহা।
তাহে রূপাবিষ্ঠ; হইয়া বশীকৃত,
আসিয়া কহিল তাহা ॥
হোয়ে ওষ্ঠ চিত্ত, রাজার নিমিত্ত;
নিজ কন্যা দিল রবি।
বসন ভূষণ, অঙ্গে সুশোভন,
ভুবনমোহন ছবি ॥
রবিকন্যা লয়ে, মুনি ক্রান্ত হোয়ে,
নৃপবরে দিল দান।
পাইয়া তপতি, রাজা হর্ষ মতি;
শবেতে সঞ্চরে প্রাণ ॥
হেমন চকোর, আনন্দে বিভোর,
হেরি পূর্ণিমার শশী।
সুখেতে মিলন, হইল দুজন,
বিচ্ছেদে হানিয়া অসি ॥
ছুঃখ গেল দূর, আনন্দ প্রচুর,
জন্মিল উভয় মনে।
এই স্থানে বাস, মদন বিলাস,
সুখে করে দুই জনে ॥
ষাদশ বৎসর, জীড়া নিরন্তর,
করিয়া তপতি সঙ্গে।

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য।

ভাৰ্য্যা সহ শেখ, অদেখে নরেশ,

প্রবেশিল মন রঙ্গে ॥

গৰ্ভে তপতির, এক পুত্র ধীর,

কুক নামে জনমিল।

ভূমে কুমুপান, - কুরুক্ষেত্র নাম,

মিজ পুণ্যে প্রকাশিল ॥

কুরু বৈজে যত, বংশ হোলো কত,

বিস্তার আছে ভারতে।

ভাবি পদ ইক, কবি কহে মিক,

পাঁচালি প্রবন্দ মতে ॥



মহেশ্বরী শিবারাধনা।

পর্যায়।

স্বয়ং তপতির শুন ইতিহাস।

সখি প্রতি কহে রামা যুত্ যুত্ ভাষ ॥

শুন সহচরীগণ বল যুক্তি সার।

দেব মধ্যে উপাসনা করি আমি কার ॥

রমা বলে শুন ওগো রাজার কুমারি।

রাধা চন্দ্রাবলী আদি যত এজন্যারী ॥

কাষ্ঠায়নী পূজাকরি কৃষ্ণে পায় পতি।

শিব আরাধিয়া বর পায় উদ্যাবতী ॥

মহেশ আরাধ্যা আদ্যা মহেশানী যিনি।

আরাধিয়া মহেশে মহেশে পান তিহি ॥

শিব কৃষ্ণ এক আত্মা শক্তি ছাড়া নয় ।
 তিনে এক একে তিন জানিহ নিশ্চয় ॥
 অতএব দৃঢ় করি পূজা শত্রু পদ ।
 মনের বাঞ্ছিত পাবে বাড়িবে সম্পদ ॥
 শুনিয়া সখির বোল অজ্ঞানতা টুটে ।
 এক কালে সব সখি সায় দিয়া উঠে ॥
 তেন যুক্তি দিল যদি রমা সহচরী ।
 পরম আত্মাদি চিত্ত হইল সুন্দরী ॥
 স্বয়ম্ভু সাধনা হেতু নানা দ্রব্য লয়ে ।
 সখি সঙ্গে শিবালয়ে চলে দ্রব্য হয়ে ॥
 নৈবেদ্য লইল কেহ নানা উপহার ।
 বসন ভূষণ ঘের সূর্য্যের আকার ॥
 ধূপ দীপ মধুপক্ক সুশীতল জল ।
 চন্দন কুমুম মালা নব বিল্লদল ॥
 ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য লয়ে গুণবতী ।
 ঘোড়োশপচারে পূজা করে পশুপতি ॥
 নৈবেদ্যাদি নানা দ্রব্য করে নিবেদন ।
 করিল মানস পূজা হয়ে এক মন ॥
 করে করে করতালী গাল বাদ্যোৎসব ।
 পূজা অবসানে করে ঘন ঘণ্টা রব ॥
 স্তুতি পাঠান্তরে করে বরের প্রার্থনা ।
 বলে প্রভু শীঘ্র যেন পুরমে বাসনা ॥
 একপে প্রত্যহ কন্যা পূজে ত্রিলোচন ।
 হর কাছে সন্ধ্যা করে বরের প্রার্থন ॥

নাগকের কথা । কিছু শুনি অতঃপর ।
কহিছে উমাচরণ শঙ্কর কিকর ॥

(মন্মথের বিবরণ ।

পয়ার ।

কালীপুরে রূপাঙ্গ নামেতে নৃপমণি ।
পরম পৌরুষাশ্রিত নানাধনে ধনি ॥
একহস্তে বহুমতি করিল শাসন ।
বহুমূল্য কিরীট কুণ্ডল নৃপাসন ॥
অবনিতে মহারাজা যেন পুরন্দর ।
পরম ধার্মিক বিষ্ণুভক্তিতে তৎপর ॥
এক পুত্র ভূপতির সংসারে বিজয় ।
মনুধ ধরেন নাম রূপ গুণ ময় ॥
জানিয়া নরেন্দ্র বৃদ্ধাবস্থা আপনার ।
বিচারিয়া মনুথেরে দেন রাজ্যভার ॥
কিছু কালান্তরে রাজা গেলা পরলোক ।
হাহাকার শব্দে পুরজনে করে শোক ॥
ত্রিদেশে পিতৃশ্রাদ্ধ কৈল যুবরাজ ।
যশেতে পূর্ণিত হোলো অবনির মাক ॥
মন্মথ হইয়া উপবিষ্ট সিংহাসনে ।
সদালাপ করে সদা বহুজন গনে ॥
প্রজার পালন আর রক্ষাকরে রাজা ।
বিচার পূর্বক রাজা করে রাজকাৰ্য্য ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য

দানেতে পুরিল দেশ প্রজা সুখে রয় ।

ছুটে জনে যমসম দ্বিজ কবিকর ॥



স্বাথের কানন ভোজন ।

পরায় ।

একদিন মহারাজা আনন্দিত মনে ।

বক্রবর্গ সহ চলে কানন ভোজনে ॥

অশ্ব আরোহণে রাজা চলিল কোড়ুকে ।

আশু উত্তরিল গিয়া উদানেতে সুখে ।

বনোভূমে সর্বজন করে উপবেশ ।

তন্মধ্যে সুধাংশু তুল্য বসিল নরেশ ॥

স্নানকালে গন্ধতৈল মাথে সবেমেলি ।

কেহ কেহ সরোবরে করে জলকেলি ॥

অপ জলে থাকি স্নান করিতেছে কেহ ।

দানেতে সাজ্জন করে নৃপতির দেহ ॥

স্নানপরে ইষ্টদেবার্চন করে সবে ।

কেহ ভাবে কতক্ষণে জলখেতে হবে ॥

কতক্ষণে পূজা সাজ রাজার হইল ।

জলপানি দ্রব্য হেতু অনুজ্ঞা করিল ॥

লুচি পুরি ও কোচুরি আনি দিল পাতে ।

দিলেক মোহনভোগ কাচাগোলা তাতে ॥

বরফি বাদামতস্ত্রি শেষে দিল ক্ষীর ।

সহাসুখে খায় সবে হইয়া সুস্থির ॥

সতীষ চিত্ততানু কাব্য ।

মধ্যম সময়ে অন্ন আনে সুপকার ।
শাক সুপ অন্নল পায়স পুপ আর ॥
ভোজন করিল ছয় রসে সবে সুখে ।
আচমন করিয়া তানুল দিল মুখে ॥
কেহবা শয়ন কৈল কুসুম শয্যা'য় ।
কেহবা পরম খে'সে সেতার বাজায় ॥
দোলক বাজায় কেহ কেহ ছাড়ে তান ।
কোনজনে উপবনে থুসিতে বেড়ান ॥
বৈকাল সময়ে ভূপ করেন ভ্রমণ ।
স্থানে স্থানে নেহারিছে তরুর-শোভন ॥
হেনকালে গেল রাজা কদম্বের তলে ।
কেমন সুন্দর পুষ্প মৈত্রগণে বলে ॥
সেই বৃক্ষে বসি ছুটি পক্ষি সুক সারী ।
পাকি দেখি বিমোহিত রাজা অধিকারি ॥
সুক বলে দেখ সারী কিবা রূপ ধাম ।
দেখেছিণু সেই আর এই দেখিলাম ॥
তাঁতে এঁতে মিলন করায় যদি বিধি ।
মিলনে শোভিবে তান দুই রূপ নিধি ॥
রাজ্যবলে বল বল সুক কি বলিলে ।
কি দেখেছ সেই আর এই কি দেখিলে ॥
সুক বলে মহারাজ করো অবধান ।
হেনাক নামেতে ভূপ সরোজেতে স্থান ॥
মনোহিনী নামে তার কন্যা প্রমোদিনী ।
কি কহিব রূপ যেন কামের কামিনী ॥

তোমার এ রূপ রাজা সেই রূপে সীমা ।

একপে জানিবে সেই রূপের মহিমা ॥

রাজাবলে কেমন সে রূপ সুক বলা ।

দ্বিজকবি কহে মনে হইল চঞ্চল ॥



সুক সম্বাদ ।

দ্বিপদী ।

সুক বলে মহাশয়, তার রূপ কথানয়,

সেই রূপ সেই রূপে সীমা ।

রসানে মার্জিত স্বর্ণ, সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ,

তনুখানি রতীর প্রতিমা ॥

অকলক মুখ চাঁদ, কিরা ছুটি স্তম চাঁদ;

কিবা নব ঘন কেশ পাশ ।

রঞ্জিত মল্লিকাফুলে, সদাকামি জনে ভুলে,

মদনের হৃদয়ে উল্লাস ॥

কিবা নেত্র চল চল, নীরে ভাবে নীলোৎপল,

ভুরুতে তৎসন স্মরণু ।

অধর বন্ধুক ঘটা, সুধাশীতল হাস ছটা,

পঙ্খজনি সুকোমল তনু ॥

কামিরে করিতে নাশ, ধরেছে কামের ফাঁস,

ভুজমাত্র এই অভিপ্রায় ।

নিতম্ব পীবর তর, কুব কটি মনোহর,

হেলে দোলে খেলে মদ বাস ॥

শুন শুন ওহে ভূপ, হেরিলে তাহার কপ.

যোগীজনে লেগে যার বন্দ ।

বসন ভূষণ অঙ্গে- চলে কত রঙ্গে ভঙ্গে.

গজনিন্দ গতি অতি মন্দ ॥

যেমন কপসী সেই, তেমনি কপক এই,

ভার যোগ্য তুমি মহাশয় ।

সেই কন্যা তোমা মিলে, তোমাকে তাহারে দিলে

মাণিকে সুবর্ণ জড়া হয় ॥

নতুবা পদ্মের মেলা, যেন ভেক সঙ্গে খেলা,

ভাবত নিষ্ফল হয় ভূকে ।

আর দেখ হিরারত্ন, লোকে তারে করে মদ্র,

ভাকে ধার পড়ি মেঘ শূকে ॥

শ্রমিয়া মুকের বোল, রাজা হোলো উত্তরোল,

মন তাতে হইল চঞ্চল ।

কি মোহম কপ রাশি, পসিল অন্তরে আসি,

ভুলিবে কি তুলিল সকল ॥

মরমে মরম লাগে, সেই কপ হৃদে জাগে,

রাজা ভাবে সকলি অসার ।

কি কপে পাইব তারে, এমন সুধাব কারে,

ছিন্ন কবি ভাবিত অপার ॥

মন্মথের বিরহ বিষাদ ॥

অন্তর্ভ্রমক পয়ার ।

অস্থির হইয়া গৃহে ঢলেন মন্মথ ।
 পক্ষান্তে সমর সাজে ঢলেন মন্মথ ॥
 পাঠাইল তলবার বেড়ি রাজ্যালয় ।
 মনো দুঃখে বিচ্ছেদীয় বেড়ি রাজ্যালয় ॥
 লজ্জা পেয়ে যুদ্ধ নাহি করে ভূপসহ ।
 কাম বলে বিরহ যন্ত্রণা ভূপসহ ॥
 বিচ্ছেদ ভরজে রাজা দিবাশিশী ভাসে ।
 পাত্র মিত্র বাক্যবেতে তোষে মিষ্টভাষে ॥
 রাজা বলে দুখেছ র যাইনু আরাম ।
 আরাম করিতে হত হইল আরাম ॥
 অন্য অন্য অনল নির্ঝাম হয় জলে ।
 বিরহ বাড়িবানল জলে আরো জলে ॥
 কেবলে শীতল মন্দ বহে সদাগতি ।
 মোর হৃদে বজ্রহানি করে সদাগতি ॥
 একে হৃদাকুল অধিকন্তু পীকরবে ॥
 ভাতে ভূক রবে শ্রাণ কি ক্রপেতে রবে ॥
 ক্ষমাকর কর পুটে বলি হীম কর ।
 অগ্নিতুল্য কর তব নহে হীম কর ॥
 নানা রক্তে নানা ধনে হই আমি ধনি ।
 তথাপি নির্ধন অতি বিনা সেই ধনী ॥
 মুখ অলি ছিল মোর হৃদি পদ্ম দলে ।
 বিচ্ছেদ মাতঙ্গ এবে বল করি দলে ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

আমার আদেশ বহু চতুরঙ্গ বল ।
 তথাচ আমারোপরে কাম করে বল ॥
 সাবধান হও প্রাণ ফুলশর শরে ।
 পায়ে ধরি তবু নাকি ফুলশর সরে ॥
 যে কপ করিল সূক্ষ্ম ধন্য। সেই নারী ।
 সে প্রেমী বিনা আমি রহিবাত্রে নারী ॥
 সে কন্যা কমল প্রায় আশা মোর বিশ ।
 সে মধু বিহীনে মনে সন লাগে বিহ ॥
 জাগ্রত স্বপনে কিবা হেরি তার কপ ।
 কবে পাব দ্বিজ কবি ভাবে এইকপ ॥

মন্মোহিনীর বিরহ ও বসন্ত বর্ণনা ।

পয়ার ।

এখানে বিচ্ছেদাধনে কণা সদা দহে ।
 অবলা সরলা প্রানে আলা কত সহে ॥
 এইকপ বিরহেতে শীত গত হয় ।
 সমর পাইয়া ঋতু বসন্ত উদয় ॥
 বসন্তের আগমনে কাগিনী বিকল ।
 কান্ত হেতু মনে উঠে মদন-গরল ॥
 এক দিন মন্মোহিনী সখি গগন মেলি ।
 উদ্যানে চলিল সবে করিবারে কেলি ॥
 বসন্তের আগমনে যত উরু গগন ।
 কল কল দলে শাখা অতি সুশোভন ॥

বসন্ত ভূপতি বৃষ্টি হোলো বনোভূমে ।
 পীরে ধরে হেমছত্র কেশর কুমুমে ॥
 করিছে শিরীয় পুষ্প চামর বাজন ।
 হেরিতে বাবুল হোলো কামিনীর মন ॥
 ফুল হয়ে নিশীগন্ধা উড়ায় পতকা ।
 বিকট মল্লিকা কপে সলজ্জিত রাকা ॥
 বিরহিণী বিনাশেতে মল্লিকার কলি ।
 শুভাচার হেতু শঙ্খ বাদয়ন্ত অলি ॥
 কদম্বী কমল বিমল শোভা করে ।
 নগের সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে বিহরে ॥
 পল্লবের কুলতর গোলাবের দল ।
 চরি ভ্রমরার মন করে টল মল ॥
 অমোদে লবঙ্গ লতা কুটেছে করুণ ।
 কামিনী করিতে নাশ কন্দর্পের ভূণ ॥
 মালতী চম্পক চারু পলাশ কাঞ্চন ।
 জাতি যুথি যবা গন্ধরাজ সুশোভন ॥
 ত্রকচূড়া কেতকী কিংকর রক্তবক ।
 প্রফুল্লিত কুরুটক জোণা ভূচম্পক ॥
 দোলন কস্তুর কিবা পিবন্তি পূর্ণাগ ।
 বিরহিণী হৃদয়েতে দংশে যেন নাগ ।
 শালমূলো মেউক সুন্দর শীলিযুথ ।
 অসোক অপরাজিতা বাসক বন্ধুক ॥
 সুগন্ধিত গন্ধরাজ গুলাল পারুল ।
 স্মর আগমনে কুটে কদম্ব বকুল ॥

রামা বলে ফুলগণ কাম পারিষদ ।
 সকলে কি হোলে রত করিতে স্ত্রী বধ ॥
 নকিব ফুলকারে যন কোকিল ভ্রমর ।
 গন্ধ বহু মন্দ মন্দ গতি নিরন্তর ॥
 সারী মুক মুখে মুখে মদন লালস ।
 স্থানে স্থানে পক্ষিগণ জুড়ে কত রস ॥
 বসন্তের শোভা বুকে লাগে যেন শূল ।
 ত্রিফল কবি কহে রামা হইল আকুল ॥



ললিত প্রবন্ধ-ছন্দ ।

ফুটিল নানা ফুল, কুটিল অনিকুল,
 ছুটিল সুকুম্ম পুঞ্জ ।
 মান মধুপানে; সবনে মাতি গানে;
 সগণে গুণ গুণ গুঞ্জ ॥
 গৌরবে ভরা দেহ, সৌরভে মজে কেহ,
 যৌরব ঘটিল শকটে ।
 রমণী ঐ ছলে, অমনি ক্রোধে বলে,
 এমনি ঘটবে লম্পটে ॥
 মধুপ শুন শুন, অনুপ তব গুণ,
 লোলুপ তুমি হে নিতান্ত ।
 বনোজ মধু খেয়ে, মনোজ গুণ গেরে,
 সরোজ ত্যাগিতে সুবাস্ত ॥
 শুনরে শুন পীক, গুণেতে ততোধিক,
 নিপুণ তুমি হে এরঙ্গে ।

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

ছন্ধারে তোর আর, কন্ধারে ভ্রমরার,
টন্ধারে কোদণ্ড অনকে ॥
আলিরে শুন বলি, ঢালিছে বিষ অলি,
আলিছে কোকিল কুবাণু ।
নির্দয় মনোসীজ, হৃদয় সরোসীজ,
দহয় ভাবিনা সে স্থাপু ॥
কিসেতে বাঁচে বালা, বিবেতে দেহ জ্বালা,
বিবেতে বসন্ত অরীক্ষ ।
দহিছে কামবল, বহিছে অশ্রুজল,
কহিছে শিখ কবি মিষ্ট ।



পরার :

কামিনী কাতরা অতি পেয়ে কামজ্বালা ।
ফুল গন্ধে অধিকন্তু দহে নৃপবালা ॥
শুন হে ভ্রমালতরু শুন হে অশোক ।
তোমা সবাকার মূলে স্নিগ্ধ হয় লোক ॥
অভাগিনী হেরি সবে হোলে প্রতিকুল ।
দল শ্রেণী রতন পারক পরি তুল ॥
রসাল মুকুল তুমি বরিষ আগুণ ।
কাম নৃপ ছত্র দণ্ড বকুল প্রস্থান ॥
কেশর তাহাতে ছত্র কামিনীর কাল ।
হোয়েছ মদনাগন অরবিন্দ জাল ॥
ধোরেছ কামের কেশ তুমি হে শিরীষ ।
এই হেত অবলারে দহ অহর্নিশ ॥

বুকিনু চম্পক কলি তব অতিথার।
 অনঙ্গ অঙ্গুলি হোরে বিনাশ আমার ॥
 খরতর স্মর নখ তুমি হে কিংকর।
 বিদারিছ বিরহিনী কামিনীর বুক ॥
 মলম বদনাকৃতি কুন্তের বিকাশ।
 কেতকী হইয়া দন্ত ঘোরে কর গ্রাস ॥
 স্তন নিদারুণ যবা স্তন হে বন্ধক।
 কামের অধর হোরে প্রসারিছ ছুখ ॥
 স্তন হে করুণ তুমি বড় নিদারুণ।
 হানিতেছ ফুলবাণ হোরে কামভুণ ॥
 হোরেছ রজনীগন্ধা কামের নিশান।
 এই হেতু নিশী দিবা দহ মোর প্রাণ ॥
 নগ্নগব কৈশর তুমি নাগেশ্বরক্ষুট।
 সেই গুণে অঙ্গ মোর লাগে কালকুট ॥
 সকলে বিপক্ষ কি হে হইলে আমার।
 দ্বিধ কবি কহে তবে ডাকিবে কাহার ॥

ত্রিপদী।

কন্দর্প কটক যত, করিছে কামিনী হত,
 অধিকন্তু মলয়া সমীর।
 গন্ধযুক্ত স্নিগ্ধ গতি, দেহে লাগি কণবতী,
 কামপরে হইল অধির ॥
 রান্না বলে গন্ধবহ, কি হেতু আমারে দহ,
 নিঃসঙ্গ হোলে কি হোলে

সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য ।

৫৩

নাহি মোর আশনাথ, সদা হান বজ্রাঘাত,
হইলে কি কুতানু আমার ॥
মলয়া শীথরে রঞ্জে, থাকহ তুজঙ্গ সঙ্গে,
তুমি বহ্নি বহ্নিসখা বায়ু ।
দ্রুহ ধর্ম চাই রাখা, হোয়ে বিধানল মাথা,
বিনাশ করিহ মোর আয়ু ॥
শমন হে মকরধ্বজ, ক্ষম অত্রিক অঙ্গজ,
বরি আমি দুজন্যার পায় ।
কামিনী করিলে বধ, বল পাবে কি সম্পদ,
হিংসা কৈলে হিত নাহি তায় ॥
শুন ওহে রত্নরাজ, ভাজহ সমর সাজ,
আমি বাল্য পতি বিনা শব ।
দেখ তব বৈরী নগী, আমারে হইলে জয়ী,
বল দেখি পাবে কি বিভব ॥
শুন ওহে হীমকর, তোমায় কীরণ থর,
হীমকর কে বলে তোমায় ।
তা হোলে এমন কেন, লাগে দাবানল হেন,
নিরবধি স্রহ মোর গার ॥
সুধাকর তব নাম, নিতানু আমারে বাস,
দেখ মোর দলে কামানল ।
এইতো তোমার কার, তাতে তুমি দ্বিজরায়,
যুগ দিয়া করিহ অবল ॥
শুনগো সন্তাপ নথী, যে দিক যখন লখি,

কবি কহে চল ঘর, ভব যবে দিবে বর,
সেই দিন ক্লেশ হবে অন্ত ॥



শাঙ্গুল বিক্রীড়িত হৃদ ।

সে গুণমণি, বিহীনে ধনী । হৃদয়ে সংশিছে বিচ্ছেদ কণী ।
সখীকে বলে, পদনা চলে । বিরহ হতাসে শরীর টলে ।
সখিরা কৈছে, আনিয়া গেছে । চন্দন মাথার তাহার দেছে ।
যাতনা জানি, উপক আনি । ধৌত করাইল বদন খানি ।
বিরহাশ্রু, কামিনীখুনে । বাড়িছে তাহাতে আঠারোগুণে ॥
শুনলো আলী, কোথায় পালি । অরীরেতে দিলি গরল তালি ।
সজনী শুন, মদনাশ্রুণ । মমোপরে ধরে স্বকীষ গুণ ।
কিহোলো মরি, ধরানা ধরি । ধরণা ধরণা ও সহচরী ॥
সখিরা ভাবে, তার অভাবে । নিতান্ত টহার জীবন যাবে ॥
বলো কি হবে, উপায় তবে । রাণীর নিকটে চললো সবে ।
কতক জ্বাল, সহিবে বাল। । ভেবে ভেবে দেখ শরীর কাল ।
উমাচরণ, চট্ট ব্রাক্ষণ । রাণীকাছে কহে মিষ্ট বচন ॥



রাজ মহিষীর প্রতি সখী গণের উক্তি ।

দীর্ঘ চতুশ্লোকী ।

ধনীর মরম জানি, সখীগণ অনুমানি,
যথাছিল রাজরাণী, তথানবে যাইয়া ।
নিবেরয়ে পুটপানী, শুন মাগো শুন বাণী,
অজানায় কি রাজরাণী, রাজসমর পাশে ।

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

৫৫

মনোমোহিনী ভব কন্যা, কপে গুণে মান্যা ধন্যা,
 তাহার দুঃখের জন্য, নাভাবিলে কিছু গো ।
 তিনি যেই ধীরা মেয়ে, তবু এত দুঃখ পেয়ে,
 আছেন তোমারে চেয়ে, না রবেতো পৌছু গো ॥
 হইয়া বলুতহীন, বিরহিণী চিরদিন,
 ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ, অন্ন জল রুচে না ।
 মরমে মরম ভেদ, কালে করে কামে ছেদ,
 কান্দু বিনা জনুক্ষেদ, যাতোনাতো যুচে না ॥
 যৌবনে যাতনা যত, স্মরে করে প্রাণ হত,
 তোমারে কি কব কত, তুমি কি তা জান না ।
 জাম আপনার বেল', কেমন কামের খেলা;
 মেঠেরে করহ হেল', এবে বুঝি মান না ॥
 শুনিয়া সখীর বাণী, মৌন যুত মুখ খানি,
 লজ্জাপেয়ে রাজরাণী, কহে গিয়া রাজারে ।
 শুন দেখি মহারাজ, কেমন তোমার কায;
 কহিবারে পায় লাজ, কি কহিব তোমারে ॥
 এতবড় মেয়ে হয়, বল কার ঘরে রম,
 না হইল পরিমর, বালা ভাসে দুখেতে ।
 মনোমোহিনী স্বর্ণলতা, হইল যৌবন গতা,
 তবু তার বিয়াকথা, নাহি আনো দুখেতে ॥
 কন্যাকাল বহির্ভূত, হইল স্বধর্মচ্যুত,
 পিতৃলোকে ক্রোধমুত, আরি খেদ্যমান হে ।
 যদি হয় রজ যোগ, কুলে ভুঞ্জে পাপরোগ,
 পিতৃলোকে অপভোগ, করে রজ পান হে ॥

সতীত্ব চিত্রভাসু কাব্য।

ভুমিতো সুগিবী পতি, বৃদ্ধ কল্যাণ
আমি কি বলিব অকি, অপবুদ্ধি নারী তো
করতুমি সুবিচার, যাতে হয় প্রতিকার,
দ্বিগুণ কবি কহে আর, সহিছে না পতি তে

সন্নয়রা উদ্যোগ।

লঘু ভিগদী।

শুনি রাণী শ্রুতে, রাজা মহা দুঃখে
বাহিরেতে দিলাবার।

পাত্রে ডাকাইয়া, তাট আনাইয়া;
জানাইল সমাচার ॥

করিল লিখন, নিজ বিবরণ
সন্নয়রা সবিশেষে।

লইয়া লিখন, যত ভাটগণ,
চলি গেল নানা দেশে ॥

অঙ্গ বঙ্গ রাষ্ট্র, কলিক শেরাষ্ট্র,
মল্লভূমী মিথিলায়।

অবিড় দরদ, মাণ্ডব্য নগর,
মহারণ্যে দূত যায় ॥

ইককের কেবল, চলিল সিংহল,
কুরুক্ষেত্র কামরূপে।

কিরাত কর্ণাট, গিয়া সব ভাট,
সমাচার দিল ভূপে ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

৫৫

বিরাট পঞ্চাল, চলে দূত জাল,
জানায় কষোজে আসি ।
গম্য অযোধ্যায়, দ্বারিকাতে যার,
মথুরা প্রয়াগ কাশী ॥
কালীপুরে শেষ, করিল প্রবেশ,
নরেন্দ্র মনুখ যথা ।
নৃপের লীখন করিয়া অর্পন,
জানায় সব বারতা ॥
শুনি নরপতি, হরষিত মতি,
পুলকিত হোলো অঙ্গ ।
দ্বিজ কবি কর, চল রসময়,
মনোহুঃখ হবে ভঙ্গ ॥

মনুখের সরোজ নগরে যাত্রা ।

পর্যায় ॥

রাজাবলে কি কলিলে বল ওরে দূত ।
শুনিতে শীতল মম হোল অন্তর্ভূত ॥
আশার বাড়িল অঙ্গ জুড়ালো জীবন ।
করিব সরোজ পুরে তুরিত গমন ॥
মনে মনে নৃপতির পরম উল্লাস ।
সঙ্করে যাইতে হবে হেমাঙ্গ সকাশ ॥
যদি মোরে সেই কন্যা মালা দান করে
পারো অর্গাধিক সুখ-পৃথিবী তিচরে ॥

নতীন্দ্র চিত্রভানু কাব্য ।

এত ভাবি যুবরাজ স্নান আচরিয়।
 দৃঢ় মনে হৈল আর জীক্ৰমে অর্চিয়া ॥
 গললগ্নি কৃতবাস যুড়ি ছুই হাত।
 একান্ত ভাবেতে স্তুতি করে নরনাথ ॥
 হে কংসারি হে মুকুন্দ হে মধুসূদন।
 কিকরে কক্ৰণা কিছু করে বিতরণ ॥
 বাঞ্ছা কপ্তক নাম দীন দয়াময়।
 এ অধমে যেন কিছু রূপাদৃষ্টি হয় ॥
 কমল। সেবিত তব চরণ কমল।
 তজ্জ রক্ষা হেতু লীলা জগতে নিম্নল ॥
 প্রহ্লাদে করিলে রাজা দৈত্য করি হত।
 ত্রজে ব্রজাঙ্গনার পুরালে মনোরথ ॥
 তুমি নিত্য নিরাকার আদ্য নিরঞ্জন।
 রূপ। করি কর মম সংশয় তঞ্জন ॥
 তেন নতে স্তুতি যদি কৈল নরনাথ।
 হইল আকাশ বাণী শুনে অকস্মাৎ ॥
 সত্তর গমন করে বাঞ্ছা সিদ্ধি হবে।
 শুনিয়া মমথ তাহে পুলক অনবে ॥
 হরি পদাঘুজে করি বহু প্রণিপাত।
 গমন সাজন হুয়া করে ক্ষিতিনাথ ॥
 আপনি মনু রা মধ্যে করিরা প্রবেশ।
 বাহিয়া উত্তম বাজী লইল নরেশ ॥
 নানা পরিচ্ছদে করে আপনার সজ্জা।
 শোভা হেরি স্কুল শরাসন পায় লজ্জা ॥

অশ্ব আরোহণ রাজ্য করে ছরা করি ।
 শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি করিল শ্রীহরি ॥
 অশ্বের হেরিয়া বেগ তারার ছরাস ।
 ক্রমে গিয়া উত্তরিল সরোজ নিবাস ॥
 অবিস্রাম গমনে নৃপতি পরিগ্রাস্ত ।
 নিকটে উদ্যান এক দেখে নরকান্ত ॥
 বিরাম কারণে করে আরামে প্রবেশ ।
 রচিত উমাচরণ ভাবি হৃদিকেশ ॥

উদ্যান বর্ণন

রসাবলি ছন্দ ।

ক্রিতি তলে উজ্জল বিনোদ বিপীনঃ ।
 অশ্রোথে মুনিজন মতি উদাশীনঃ ॥
 জ্যোতি মুখি মল্লিকা মালতি কদম্বঃ ।
 তমাল তরু শ্রুগী তাল পরিলম্বঃ ॥
 সরোবর সুন্দর শোভে চারি ভিত্তে ।
 সরোজ বিকশিত ভুবন মোদিত্তে ॥
 বহুতি সমীরণ নানা ফুল গন্ধঃ ।
 বর সুখ অর্জনে গতি অতি মন্দঃ ॥
 শত শত গাঁড়ারী কত দেবদারু ।
 বিকশিত চম্পক গোলাব সুচারু ॥
 নিম্নল সলীলে কমল দল শোভা ।
 মধুকর আবলী ভাঙে মনো লোভা ॥

কল কল কোকিল শুণু শুণু শুভ্রং ।
 কুমুম সুশোভিত ক্রম লতা পুঞ্জং ॥
 সরোবরে ক্রীড়তি হংসিনী হংস ।
 ডাঙ্কর কারন্তব সারসের বংশ ॥
 নৃত্যতি হংগম শিখি শিখি বনিতা ।
 স্নুক সনু সান্নিকা মতি হরষিতা ।
 উল্লাসে বঞ্চতি রতি উপযোগী ।
 সতত কামানলে দহন্ত বিয়োগী ॥
 কুটতি কুমুম চম্র হৃদয়ত সেলং ।
 মলয় সমীরণে বিগলিত চেলং ॥
 নরপতি মন্থথ তরুতল বসতে ।
 কুল্লভাবে কুল উপহাসে হাসতে ॥
 অন্তর্গত ত্রিপুর নহি নহি দূরং ।
 জলতি মলয়া নীলে মানস পুরং ॥
 স্তম্ভতি ক্রীডমাচরণ প্রবন্দং ।
 রসিক মনোহর রসাবলী ছন্দং ॥

ঐশ্বর্যক নাথিকার পরম্পর দর্শন ।

পয়ার ॥

উদ্যানেন উল্লাস হত কৈল বান কুলে ।
 বিরহে অধৈর্য্য ভূপ বৈশে তরু মূলে ॥
 একালেতে মনোহিনী লয়ে সখীগণ ।
 শিবালয়ে পূজাহেতু করিল গমন ॥

সচিব চিত্রভাস্কর

হৃৎকের ভলেতে হেরি শশীর উদয় ।
 চমকিত হোয়ে ধনী সজিনীরে কয় ॥
 একি একি রূপ সখী কর নিরীক্ষণ ।
 দেখহ প্রত্যেক ইহা দেখিনু স্বপন ॥
 যে রূপ অন্তরে মোর জাগে নিরবধি ।
 হেরিতে ও রূপ সিজু ধায় নেত্র নদী ॥
 মন্থর রাজকন্যারে করি দরশন ।
 তনু হোলো পুলকিত গেল অক্ষি মন ॥
 কদম্ব কুনুমাকার শীহরিছে তনু ।
 দেখিতে দেখিতে অক্ষে বাড়ে মনোজনু ॥
 কাতে হেরি কামিনীর মন টল টল ।
 ভগমগ তনু রসভরে ঢল ঢল ॥
 বিকর্তন হেরি যেন সুখি কমলিনী ।
 শশী হেরি যেন প্রকলিত কুমদিনী ॥
 উভয়ের রূপে মগ্ন উভয়ের মন ।
 পরস্পর প্রেমফাঁসে লইল বন্ধন ॥
 উভয়ের সঙ্কেত বিবাহ এই স্থানে ।
 দুই জন জানে মাত্র অন্য নাহি জানে ॥
 পরস্পর মনোমালা বদল হইল ।
 দেখা দেখি হইতে অন্ধিতে অন্ধি নিল ॥
 মরম বসন পরস্পর পরিধান ।
 কামদেব আপনিই করে কন্যা দান ॥
 এই রূপে দুইজনে হইল মোহিত ।
 শিবপূজা করে রামা হোয়ে এক চিত ॥

পূজা সাজ করি তবে যার ধীরে ধীরে ।
 যার যার নাথ পানে চার কিরে কিরে ॥
 শরে বদ্ধ কুরঙ্গিনী দেখে যেই মত ।
 তরুণ রামার চক্ষু নিমেষ নিহত ॥
 চলিতে না চলে পদ গদ গদ কারা ।
 বলে কহে হবোলা উহার আমি জায়া ॥
 প্রাণ রাখি শূন্য দেহ লরে ধনী যার ।
 রাতে উমাচরণ মিষ্ট রচনার ॥



মমোহিনীর ইচ্ছাবরী ।

পয়ার ।

এখানে হেনাক নৃপ করে আরোজন ।
 করয়ে অশ্রু সত্তা বিবাহ কারণ ॥
 তরু বদ্ধ কলিকাদি যত রাজাগণ ।
 জনে ক্রমে সকলেতে দিল দরশন ॥
 চক্রে কালে আইলা মন্থাথ মতিমান ।
 হেরিয়া আপনি রাজা করয়ে সন্মান ॥
 সিংহাসনে বসিল সুবক কিতিপাল ।
 বকের সত্তার যেন শোভিল মরাল ॥
 হেনাক সত্তার ভূপ হেন শোভা করে ।
 কপের ছটাতে ঘোর অকুকারি হরে ॥
 মনে তাবে রাজাগণ পথপ্রদ সত্য ।
 এই পাবে বরমাল্য বুঝিলার তথ্য ॥

সতীর্থ চিত্তভানু কাব্য ।

ওখানে হেমাঙ্গ পুজী করিয়া সুবেশ ।
সতা মাঝে কপবতী করিল প্রবেশ ॥
শশিনুখী সখী নিল কুম্বুজের মালা ।
সতা মধ্যে সৌদামিনী সহ ভূপবালা ॥
কন্যা হেরি সর্ব জনে হলো চমকিত ।
হেরিতে হেরিতে হলো নয়ন স্থকিত ।
রাজাগণ অভিযুখে কন্যা উপনীত ।
সখী পরিচয় দেয় কন্যার বিদিত ॥
পদ্মিনীর মন কি ভ্রমর বিনা চায় ।
ঘন বিনা চাতকিনী অন্যে নাকি ধায় ॥
সকল ভূপতিগণ অতি দুঃখে তাসে ।
সখী লয়ে গেল তারে মন্মথের পাশে ॥
নারায়ণ সন্নিধানে লক্ষ্মী পান শোভা ।
রতিপতি হেরিয়া রতির মন লোভা ॥
দরিদ্র হেরিয়া যেন বহু প্রাপ্য ধন ।
বারি হেরি ধায় যেন পিপাসিত জন ॥
সেই কপ নিজ মাথে হেরিয়া কামিনী ।
পুলকে কল্পিত কায়া যেমন দামিনী ॥
করে নিয়া ফুলমালা মহা কুতূহলে ।
প্রদান করিল বরমালা বরগলে ॥
অধমুখে রাজাগণ পেয়ে অপমান ।
দ্বিজ কবি কহে সবে করিল প্রহাসন ॥

গাজে হরিজাশি প্রদান ।

পর্যায় ।

মহা স্নাত্বে মন্থথেরে দিয়া বরমালা ।

গমন করিল তবে নৃপতির বাদা ॥

মন্থথ পায়েতে যদি কন্যা স্বয়ংহরা ।

বিবাহ উৎসাহে তবে রাজা দিল অরা ॥

শুভদিন জানি কুপ কন্যা বরপায়ে ।

কহিলা হরিজা দিতে উভয়ের গাজে ॥

হরিজা ও তৈল লয়ে কুলাঙ্গনাগণ ।

রাজ অঙ্গে মাখাইতে করিল গমন ॥

বরের হেরিয়া কপ নারীগণ যত ।

দণ্ডাইয়া রহে সবে বুদ্ধি কোয়ে হত ॥

এন উৎসাহে তামু মরিয়া নাগিকা ।

দণ্ডাইয়া রহে এন চিত্ত পুতলিকা ॥

য অঙ্গে যখন হার পড়িল লোচন ।

এ মাখা সে অঙ্গ হৈতে হইবে মোচন ॥

অনঙ্গের রনে সব রমণী অধরা ।

হস্ত হৈতে গেল পোড়ে হরিজা কটরা ॥

কারো কর হৈতে পোড়ে গেল তৈলবাটা ।

মদালসে খসে কারো পরিধেয় মাটা ॥

কাছে থাকি হোলো তার মাথাযে কি অঙ্গে ।

উধলিয়া পড়ে মুখ কামের তরঙ্গে ॥

মনোভবে মনেতে করিয়া সযরণ ।

নৃপাকে হরিজা তবে দিল রামাগণ ॥

সতীষ চিষ্টভাষু কাব্য ।

পরদিন প্রভাতেতে উঠে নরপতি ।
অধিবাসে আয়োজন করে শীঘ্রগতি ॥
রাজার মহিষী তবে কন্যারে সাজায় ।
হেরিয়া মোহন বেশ কাম মোহ যায় ॥
বিচিত্র বসন আর মানা অলংকার ।
মালমল করে যেন শুভিত আকার ॥
শ্রদ্ধাচারি হোয়ে রাজা বসে নান্দ্রিযুথে ।
পুন্ড্রিলা গণেশ গৌরী কেশবে কৌতুকে ॥
ষোড়শ মাতৃকা যন্তী মার্কেণ্ডে অর্চিল ।
কন্যাতালে ছোঁয়াইল। মহিগন্ধ শীলা ॥
ধান্য দুর্ধ্বা ফল পুষ্প গোরচনা দধি ।
সস্তিক সিন্দূর শঙ্খ আর সর্কৌষধি ॥
সিক্তার্থ কজ্জল আর রজত কাঞ্চন ।
ব্রত দ্বীপ পূর্ণ পাত্র চাগর দর্পণ ॥
রুচিশ্রদ্ধ করে রাজা হোয়ে আনন্দিত ।
পূজে পিতৃলোক গণ বিধির বিহিত ॥
করেতে বাঞ্ছিত স্তুত। যেমত বিধান ।
আরোপি কদলীতরু করাইলা স্নান ॥
একপে কন্যার কৈলা গন্ধাদি বাসন ।
ভতোধিক বরের নিয়ম সমাপন ॥
গোধূলি হইল লগ্ন সর্ব দোষ হীন ।
আগমন কৈলা বর যুবক নধিন ॥
দোথণ্ডে মৃদঙ্গ ঢোল কাড়াপড়া কঁাসি ।
বাজিছে রনোনচৌকী কপিল্লাব বাঁশী ॥

মহীক চিত্রভাসু কাব্য ।

বরেণে বসার রাজা মহলন্দোপর ।
রচিল উমাচরণ সারদা কিঙ্কর ॥

পানি গ্রহণ বর্ণনা ।

লঘু-ত্রিপদী ।

কুল পুরোহিত, বিধির বিহিত,
পীঠোপরে বসাইলা ।
বরেণে বরণ, করিয়া রাজন,
বস্ত্র অভরণ দিলা ॥
বলে পুরোহিত, বয়হ তুরিত,
ত্ৰী আচারে যাহ লয়ে ।
যেন মহাশয়, বিলম্ব নাহয়,
লঘুপাছে যায় বয়ে ॥
জবে মহারাজ, নিজ পুর নাক,
লইয়া চলিল বরে ।
দেখি মহীপালে, থাকিয়া আড়ালে,
নারীরা লোকন করে ॥
হেমকারি হাতে, সুর্ণ কার মাথে,
রানী সঙ্গে কত বালী ।
হস্তের ঠুল, আলিয়া বিপুল;
কেহবা বরণ ডালা ॥
রাজরানী সঙ্গে, নারীগণ সঙ্গে,
বরে বরে আনন্দিত ।

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য !

কমলার আনিয়া, উলু উলু দিয়া,
করে যথা বিধি নীত ॥
ছাউনি নাড়িয়া, উভয়ে হেরিয়া,
উভয়ের মনটলে ।
স্রী আচার পরে, বাহিরেতে বরে,
বন্ধুগণে লয়ে চলে ॥
কন্যারত্ন থানি, সত্যমাবো জানি,
রাজা করে সম্পাদন ।
জয় জয় রুব, মহা মহোৎসব,
দ্বিজে করে বেদ গাণ ॥
প্রদক্ষিণ পরে, দৃষ্টি পরস্পরে,
বদল করিল মালা ।
স্তব্ব বাদ্যনাদে, দ্বিজে গ্রন্থিবোধে,
বরসহ বর বালা ।
করে ধরি পুঁথি, করে লাজাহতি,
বিধান প্রমাণে সব ।
শত শত ঢোল, মন্দিরা মাদোল,
শিঙ্গাবেণু শংখরব ॥
উলু উলু দিয়া, বর কন্যা নিয়া,
বাসরে বসায় রাণী ।
শ্রীউমাচরণ, তাবি নারায়ণ,
বলে মধুরস রাণী ॥

সম্পত্তীর স্বদেশে গমন ।

পয়ার ।

পরম আনন্দে হোলো বিবাহ সম্পন্ন ।
 ভূঞ্জিল সক্ষীর নৃপ পরমান অন্ন ॥
 বাসরে ভূপতি সহ ভূপাল বালিকা ।
 পরিহাস করে রামাগণ সুরসিকা ॥
 বিবাহ বাসর বধে সুখে মরনাথে ।
 বিদায় আগে মন্থে উঠিয়া প্রতাতে ॥
 রাজার রমণী তবে কন্যা কোলে করি ।
 গদ গদ ভাসে কহে তার খুঁতি ধরি ॥
 আরাতে মোহিতা রাণী শোকাকুল দেহ ।
 স্তব্ধবত জানে সবে অপত্যের স্নেহ ॥
 বসে দিল যত্নে কহিরা পুরস্কার ।
 নামা বসে রথ হস্তি বস্ত্র অলঙ্কার ॥
 শঙ্কর শঙ্কড়ী পদে করি প্রণিপাত ।
 মনে মনে সহ চলিলেন নরনাথ ॥
 বাজে জগবান্স ঢোল খোল খরতাল ।
 কাঁহাল মন্দিরা বীণ বেণু সুরসাল ॥
 আগে আগে মহবত বাকিছে টিকরা ।
 মধুরি বল্লকি শঙ্খ দোখরি দোতারা ॥
 মধুর সংগীত কেহ গায় কাছে কাছে ।
 মদালসে বন্ধে ভিঞ্জে বারান্দা নাচে ॥
 ভুরিত গমন কৈল বিদায় চইয়া ।
 নিজপুরে নরপতি উত্তরিল গিয়া ॥

সত্য চিত্তভাসু কবি ।

পুরজন সকলেতে আনন্দিত হয় ।
বরণ করিয়া বর কন্যা ঘরে লয় ॥
নিয়মিত কুলাচার কৰ্ম যত ছিল ।
এযোগে তাহা সব সম্পূর্ণ করিল ॥
জ্ঞাতি বন্ধু স্বজনেতে পায় মহাছাদ ।
ধান্য দুর্লভ শিরে দিয়ে করে আশীর্বাদ ॥
বরকন্যা হেরি করে নয়ন সফল ।
বলে কি শোভিল এ ইন্দ্রাণী আখণ্ডল ॥
পুরজন সকলেতে পাইল উৎসাহ ।
দ্বিজ কবি কহে হোলো বিবাহ নির্যাহ ॥



সম্মোহিনীর কুলশৰ্যা ও বাসর বর্ণন ।

ত্রিপদী ।

কুলশৰ্যা পরদিবী, রাজার উৎসাহ কিবা,
বলে নিশী যায় কতক্ষণে ।
ভাবে পুন্নিবীর বঁধু, কতক্ষণে পাবে মণ্ড,
নিজানাই ভাবে তাই মনে ॥
ছদ শু থাকিতে রাব, নৃপতি তুলিয়া গাজ,
ভূত্যাগণে করেণ সজাগ ।
পুরীর মার্জনা করে, কেহ যায় কার্য্যান্তরে
কেহ থাকে নৃপতির ভাগ ॥
নারীগণ কুতূহলে, কন্যারে সাজাতে চলে,
ভূষণের নানাজবালয়ে ।

মর্ত্তীচন্দ্রভাট্টকাব্য।

কিবা সে কপের ছাঁদ, যেন ঘোলকলা টাঁদ
নেহারে নয়ন স্থির হয়ে ॥

সুগন্ধিত তৈল দিয়া, দিল কেশ আঁচড়িয়া,
বাঙ্কিয়ে কবরী মনোহর।

মলিকা মালায় শোভা, গুঞ্জে ভ্রমে মধু লোভা,
দিল ভালে সিন্দূর সুন্দর ॥

বিচিত্র ছকুল অঙ্গে, পরাইয়া মনোরঙ্গে,
পরাইল নানা অভরণ।

ভূষাভূষা রূপ যার, ভূষণে কি করে তার,
সাধনত দিল নারীগণ ॥

জদয়েতে মণিহার, অপরূপ শোভা তার,
যেন মেরু শূঙ্গে তরঙ্গিণী।

কলমল কর্ণকুল, আলো করে কর্ণমূল,
রবি ছবি ধরিল রঞ্জিণী ॥

নাসাতে নোলক দোলে, যেন তারা অশীকোলে
মিতি পাতি তারার প্রকাশ।

একে রক্তাধর ভাগ, তাতে তাহুলের দাগ,
পুরাইতে পতির প্রয়াস ॥

রতন ককন করে, দামিনীর প্রভাধরে,
শোভিছে বলয়া পৈছে তার।

ভূজে ভূজ বন্দ রত্নে, বাজুবন্দ অতি যত্নে,
নবরত্ন তাতে শোভাপার ॥

নিতম্বোক্ত চন্দ্রহার, কিবা কব সে বাহার,
রসিকের রসে মন হয়ে।

সত্যসত্য কবিতা

নানা অনুরণ পায়, বস বস করে ভায়,
উদয় করিতে পঞ্চশরে ॥
একেতো কপের শেষ, তাহাতে করিল বেশ,
হেম বন্ধ যেন করি রদ ।
হেরি রাজা হৃদোজ্জ্বল, আনন্দ সাগরে তাসে,
কহে দ্বিজ কবি গদ গদ ॥

পর্যায় ।

নানা রসে সখীগণ করে আয়োজন ।
কুম্ভ কস্তুরি চূয়া অঙ্কুর চন্দন ॥
কুলময় শয্যা খানি পর্য্যাক উপর ।
তার চারি ভিতে দিল কুলের কালর ॥
কুলের মশারি তথি কুলে উপাধান ।
কুলের চামর কিবা রচে বিদ্যমান ॥
নানা ফুলে অলঙ্কার রচিয়া বিশেষ ।
কামিনীর করাইয়া দিল ফুল বেশ ॥
খানি তারি রাখে কুমুমের মালা গাঁথি ।
অশনীর সামগ্রী রাখিল নানা জাতি ॥
ইক্ষু শশা রত্না ডাব নারিকেল জল ।
পাকাফল রসাল কেশুর পাণিকল ॥
জন্মির পেরারা পেঁপে আতা মুমধুর ।
আদাকুচি সহকারে সুগের অকুর ॥
মাখন মিহিরি মেওয়া দধি ক্ষীর তাজা ।
বনছক কাঁচাসর আর সর ভাজা ॥

ছানা কুচি ছানা পান। আর আর মিঠা ।

অমৃত জিনিয়া আহাদন যার মিঠা ॥

সন্দেশ বাদামতন্তি আর কীরণুলী ।

বরফি ক্ষীরের গোলা রাখে কত গুলি ॥

মণ্ড মুণ্ডী ছানা বড়া চিনি রস ভরা ।

বাথে মনোহরা সে ভুবন মনোহরা ॥

রাখে কাংনি গজা মজাদারি পানিতোয়া ।

গরম পাঁপড় ভাজা জুচি মালপোয়া ॥

কিস্মিস্ বাদামাদি মেওয়া বাটি পুরি ।

মগদ মোহনভোগ খাওয়ার কোচুরি ॥

চৰ্কা চোখা লেহু পের আদি বাদ্য যত ।

স্বর্ণপাছ পুরি সখী রাখে মনোমত ॥

মনোহর খিলি বামাইয়া সহচরী ।

রাখে সাজাইয়া কনকের বাটা ভরি ॥

রাখিল জোমানি ধন্য গুবাক প্রচুর ।

চাউকল এলা লজ জইতী কপূর ॥

পাতরিয়া চুন কেয়া খদিরাদি করি ।

সর্ব অবা প্রস্তুত করিল সহচরী ॥

এইরূপ সখীগণ কৈল আয়োজন ।

দ্বিল কবি কহে হোলো মিশা আগমন ॥

লঘু-জিপদী ।

ভাবিছে রাজনৈ, হবে কতকণে,

সমাগত যাবিমীর ।

সতীত্ব চিত্রভঙ্গি কাব্য ।

১৩

হৃদি নভে শশী, পাইব প্রেমসী,
 উথলিবে প্রেমনীর ॥
 এমন সময়, নিশীথ উদয়,
 রবি গেলা অস্ত গিরি ।
 কুমুদ প্রকাশে, কামিনীর পাশে,
 রাজা চলে ধিরি ধিরি ॥
 যত সন্নিগল, আসিয়া তখন,
 নৃপেণ্ড্রে সেবন করে ।
 চামর বাজন, করে কোনো জন,
 কেহ ভাষে সমাদরে ॥
 যিক্রোদক আনি, চরণ দুখানি,
 জলন করায় কেহ ।
 মৃগ মদরক্ত, আনি মলয়জ,
 মাখায় করিয়া স্নেহ ॥
 আনিয়া সজিনে, প্রেম তরঙ্গিনী,
 বসাইল তার বামে ।
 ঘেন কাদম্বিনী, মধো সৌদামিনী,
 শোভাইল রাধা স্থানে ॥
 সহচরী তার, চামর তুলসি,
 রসে কহে রসভাষ ।
 কেহ করে ঠাট, নাগরীর নাট,
 কেহ করে পরিহাস ॥
 দীপ্ত দুখছটা, খুলিয়া ঘোমটা;
 বলে দেখ দেখ দুখ ।

বিজ্ঞ কবি কর, সব সখিচর,
এ কপে করে কৌতুক ॥



বিহারোদ্‌যোগ ।

মালতী ছন্দ ।

কামের সমীপে কি রতিকে গেল রাখিয়া ।
আড়িপাতে সখিগণ বাহিরেতে থাকিয়া ॥
কাছে কাছা তেরি ভূপ কামাশক্ত হইল ।
বদন চুছন করি কোলে ভুলে লইল ॥
পতিকর স্পর্শে মনী ধর ধর কাঁপিছে ।
লাজে নত চন্দ্রানন ঘন বাস কাঁপিছে ॥
চির বিহিত ভূপ বলে একি প্রেমসী ।
জলিকে কি মধুদানে লাজ করে সারসী ॥
বত বা সবি আর দহে কুলবাণেতে ।
সহেনা সহেনা ব্যাজ সহেনালো প্রাণেতে ॥
বিগলিত করে রাজ্য হৃদয়ের দুকূলে ।
করে ধরে যুগল উন্নত কুচ মুকূলে ॥
শুলকে পূর্ণিত হোয়ে তবে নব নারিকা ।
পতিপ্রীতি কহে কথা পতিপ্রীতি দায়িকা ॥
কি কর কি কর নাথ এত ব্যস্ত কেনেতে ।
আমরি কি করে ঠাট হাড় হাড় বেনেতে ।
নিমর হৃদয় তব সোঁর অঙ্গে লাগিছে ।
অতি তাপে যদি মাকে দুখাসুর লাগিছে ॥

কান্ধা প্রবোধিয়া তবে কহে কান্ধা বলভঃ ।
 স্তম্ভ হেতু কুচকুণ্ডে দিল কর পল্লব ॥
 ক্রণাখা তোমার অতি সুমঙ্গল কারণ ।
 হোরেছে যৌবন তব কন্দর্পের বারণ ॥
 মদনের আগমন হবে আশু তরলো ।
 উরুদ্বয় রত্ন তরু আরোপণ করলো ॥
 পতিবাক্য শুনি ধনী মুছ মুছ হাসিয়া ।
 পুলক অর্ণবে তনু তারি যায় ভাসিয়া ॥
 ঈষদ কটাক্ষ করি কহে শুন বঁধুহে ।
 তুরিতে করিলে পান কুরাইবে মধুহে ॥
 অনলের মুখেতে কি হৃদযাকে কঠিন ।
 মধুকর ছাড়ে নাকি ফুলতর নলিন ॥
 কথায় কথায় রতিরসে দোহে মজিল ।
 ঈউমাচরণ চুউ এই রূপ রুচিল ॥

প্রহসন বিহার ।

একাবলী হৃদ ।

রমণ কখন সে কথা নয় ।

রসিকামুরোধে কহিতে হয় ॥

বুঝ বুঝ বুঝ ভাবক ভূপে ।

দোহার বিহার প্রহসন-রূপে ॥

বিধু কমলিনী একই ঠাই ।

বিপরীত রীত বিরাগ নাই ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

সরোজ উপরে খঞ্জর নাচে ।
চকোর পড়িল চাঁদের মাতে ॥
চুষক পাখানে নিশান রাখি ।
চুরিত লালেতে প্রবাল নাকি ॥
কম্পদ্রুমঘর আবেসে ছাঁদা ।
উত্তর বিরুদ্ধে উত্তরে বাঁধা ॥
ধরেছে তাহাতে চতুর দল ।
সুখের কুমুম রতির ফল ॥
মদন পরনে সুস্থির নয় ।
সদত কম্পিত বিটপীড়ন ॥
সঘনে ছেলয়ে খেলয়ে রাঙ্গ ।
কলু বা পল্লব সুকূলে ধার ॥
আশ্চর্য্য কি দেখ সে তরুবরে ।
অধর আধার শক্তি ধরে ॥
তরালে দুটি মরাল স্বর ।
উড়েছে ডাকিছে কোকিলবর ॥
অলির ঝঙ্কার সঘনে কত ।
অবগে করিল অবগ হত ॥
প্রচণ্ড পবন যাইল দূর ।
কলের গৌরব হইল চুর ॥
শ্রীউমাচরণ রচিল ইহা ।
তথাপি দোহার না পূরে স্পৃহা ॥

প্রথম বর্ণনা ।

পর্যায় ।

রতিপ্রাপ্তে নরপতি বারি দিল। সুখে ।
 জলপানি উপভোগ খাইলেন সুখে ॥
 প্রেমসীর সহকারে তাহুল তক্ষণ ।
 সুজনে সুজনে মেলা অতি মূলক্ষণ ॥
 বদন হেরিয়া ভূপ রতি অনুরাগে ।
 কামিনীকে বসাইল নিজ কোল ভাগে ॥
 মজিয়া অনঙ্গ রসে মনে মহা সুখ ।
 হাস্য পরিহাস কত কহিব কৌতুক ॥
 কামরসে মাতিয়া কামিনী রসাধান ।
 পতিপ্রতি করে চুষ আলিঙ্গন দান ॥
 বিরহ সন্তাপে দোহে জ্বালাতন ছিল ।
 প্রেম সরোবরে এবে আনন্দে ডুবিল ॥
 রতিকপ পঙ্কজ হইল ফুলতর ।
 মধুপানে মাতিল মদন মধুকর ॥
 সুখ হংসাবলী তাতে সুখে ক্রীড়া করে ।
 যুবক যুবতী দোহে আনন্দে বিহরে ॥
 কামের কৌতুকে কামিনীরে করি কোলে ।
 রতিরঞ্জে নিশি সাজ রাজ্য অঙ্গ তোলে ॥
 প্রাতঃকৃত্য সাজ করি নিজ কাষে যার ।
 পাত্র মিত্র আদি সবে আইল সতায় ॥
 রাজকাষে গেল দিবা সমাগত নিশী ।
 ওখা পথ নিরখিয়া আহুয়ে মহিষী ॥

কতক্ষণে নাথের হইবে আগমন ।
 রাখিল প্রহরি করি যুগল নয়ন ॥
 হেনকালে পতি আসি তুরিতে মিলিল ।
 মৌনে ধন মীন যেন সাগরে পশিল ॥
 একপে বঞ্চারে নিশী মদন জাবেসে ।
 বিচ্ছেদাদি কুলফণ গেল দূরদেশে ॥
 আশাক্রপ তরুবরে ধরিল সুফল ।
 আবাদন করিমা মানস টলমল ॥
 প্রেমানন্দে এই রূপে দম্পতি ভাসিল ॥
 ছিউনচরণ নব কাব্য প্রকাশিল ॥



রাজার ও রাণীর কানন বিহার এবং রাজার প্রতি

রাজপুত্র ও রাজপুত্রীর প্রতি রাণীর শাপ ।

পর্যায় ॥

প্রকৃতি বলে শুনি জ্ঞানসিকুর নন্দন ।
 গাশাৎ ঘটিল যাহা তার বিবরণ ॥
 এই রূপে কিছুকাল নাগরী নাগরে ।
 মনেসোধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে ॥
 এক দিন মনোহিনী মনুথেরে বলে ।
 ইচ্ছা হয় আমিবারে কানন মণ্ডলে ॥
 হেমন্ত হোরেছে অক উদয় শিতাভ ।
 রম্যস্থলে বিহারিতে বাসনা নিতান্ত ॥

প্রেমসীর মনোমাধ পুরাতে নরেশ ।
 বলে প্রিয়ে তবে আজি করহ সুবেশ ॥
 পতির আদেশে সতী প্রফুল্ল হইল ।
 স্বরাকরি মনোলোভা সুসজ্জা করিল ॥
 একেত নবীন। তাহে রূপে সৌন্দর্যমণী ॥
 স্তম্ভে চলে রঞ্জে যেন মাতঙ্গিনী ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে নৃপ প্রেমসীর মনে ।
 উপনীত হইলেন এক ভপোবনে ॥
 কুমুদ কানন সেই অতি মনোহর ।
 নামা জাতি-ফল ফুলে শোভিত সুন্দর ॥
 গোলাব চামিলী জাতি চম্পক টগর ।
 মেউতি রজনীগন্ধা বকুল সুন্দর ॥
 মুছ মুছ বহিতেছে মলয়া পবন ।
 সৌরভে মোহিত করে মদনের মন ॥
 ডালে বসি পীক গণ ডাকে কুহুরবে ।
 ঝঙ্কারি ভ্রমর ভ্রমে কুমুম সৌরভে ॥
 তাহার মাঝেতে গিয়া নবিন রাজন ।
 নারী সজ্জে রসরঞ্জে করেন রমণ ॥
 মুখে মুখে বুকে বুকে দশনে দশনে ।
 বিহার করেন দৌড়ে মাতিয়া মদনে ॥
 পৌলব নামা ঋষি, বীর সেই স্থান ।
 প্রাতে উঠে গিয়াছিল। করিবারে আন ॥
 পূজা জগৎসাক করি দিবা অবসানে ।
 উপস্থিত হইলেন নিজ বাসস্থানে ॥

সত্যৈঃ চৈবতানু কাব্য।

দুরে থাকি দেখি ঋষি মত্ত ছুইজনে ।
 প্রজ্জ্বলিত হইলেন ক্রোধ ছতানুনে ॥
 নিষ্ঠুর বচনে কন মনুখের প্রতি ।
 কে তুই আমার স্থানে ওরেরে তুম্যতি ॥
 বন্ধ কল নতো তোর আপনার পাপে ।
 মৃত কলেবর হবি মন অতিশাপে ॥
 স্ত্রিরি অধনি পতি প্রমাদ গণিল ।
 নুনের চরণে আনি দম্পতি ধরিল ॥
 বিনয়ে নৃপতি স্তব করেন তাঁহারে ।
 বিপ্লবের মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে ॥
 অতিযুগে বিপ্ররূপে বিষ্ণুর উদয় ।
 দেবগণ হোতে দ্বিজগণ প্রোষ্ঠ হয় ॥
 গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি ত্রিভুবনে ।
 কুবের সমান দেব নাহি দেব গণে ॥
 ঐক্যবেত্তে শিবসম কে আছে উত্তম ।
 সহস্রতে কেহ নাহি হয় দরী সম ॥
 সত্যের সমান ধর্ম নাহিক কোথায় ।
 নাহি কেহ পতিভ্রতা জানকীর প্রায় ॥
 দৈব সম বল নাহি পুঞ্জ সম প্রিয় ।
 গুরুর সমান পূজ্য কে আছে দ্বিতীয় ॥
 নাহি কেহ বন্ধু জেষ্ঠ ভ্রাতার সমান ।
 প্রাজ্ঞ পিতা সম নাহি মিত্র কৃপাবান ॥
 একাদশী সম ব্রত তপে অনশন ।
 বিদ্যা ধন সম তুলা নাহি কোনো ধন ॥

সেই কপ সুর নর আদি যত জন ।
 বিশ্রের সমান কেহ না হয় গগন ॥
 বেদেতে বিধাতা ইহা করিলা প্রকাশ ।
 পৃথিবীতে নরকজন ব্রাহ্মণের দাস ॥
 যে জন ব্রাহ্মণ গুরু নয়নে দেখিলা ।
 নমস্কার না করেন সস্ত্রম করিলা ॥
 কাল সূত্র নরকেতে হয় তার বাস ।
 যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগনে প্রকাশ ॥
 এ হেন বিশ্রের বাসে আমি করি বাস ।
 যেমন ভুজঙ্গ গৃহে মণ্ডুকের বাস ॥
 কাননে আসিলা কহু না করি বিহার ।
 কি জানি কুবুজি আজ হোলো দৌহকার ॥
 পাশ্চাত্য বচন কিছু না ভাবিয়া মনে ।
 কামিনীর সহ কেন আইলাম বনে ॥
 বিশেষ তোমার বন কেমনে জানিব ।
 জানিলে সর্পের মুখে কর কেন দিব ॥
 কামে মত্ত হোয়ে তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া ।
 কুকন্ম কোরেছি আণ্ড পিছু না ভাবিয়া ॥
 তুমি জ্ঞানি কুমাবান তপস্বি মহাস্ত ।
 রূপাকরি রূপাকর, ক্রোধে হও শাস্ত ॥
 নৃপতির স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ।
 মনে ভাবে সামান্য না হবে এইজন ॥
 ধ্যানকরি পরে জানিলেন মুনিবর ।
 অন্য কেহ নহে সরোজের দণ্ডর ॥

তখন হইয়া ঋষি খেদান্বিত অতি ।

সবিনয়ে কহিলেন মহারাজ অতি ॥

আপনি রাজাধিরাজ কেমনে জানিব ।

জানিলে আপনি অতি শাপ কেন দিব ॥

রানী বলে করি প্রভু দয়া বিতরণ ।

মহারাজে শাপ হৈতে করহ মোচন ॥

তুমি জগতের গুরু ওহে দয়াময় ।

লবুপাপে গুরু দণ্ড উচিত তো নয় ॥

তুমি বলে মম বাক্য না হবে লঙ্ঘন ।

কণ কাল মধ্যে রাজা হবেন পতন ॥

এত শুনি মনোহিনী কান্দিতে কান্দিতে ।

তখনি মুনির অতি লাগিলা কহিতে ॥

পতিরে যেনন বিলে বিনা মোষে শাপ ।

তোমার শাপিব আমি ইবে নাহি পাপ ॥

বহিতে উদ্যত জনে করিতে বিনাশ ।

পাণ্ডিতেরো নাহি পাপ শাস্ত্রে সুপ্রকাশ ॥

মম শাপে বাক্য লোপ হউক তোমার ।

কর সাধ্য মম বাক্য ঋগ্বৈরে আর ॥

পুন কহু দিতেপারি পতির জীবন ।

তবে বাক্যক্ষুর্তি তব হইবে তখন ॥

সতী শাপ শুনে মুনি অবাক হইয়া ।

চিন্তিত অন্তরে গেলা কুটিরে চলিয়া ॥

শাপে মুক্ত হোতে জপ জপ আরম্ভিলা ।

শুনিয়া রাজা মুনির কহিল ॥

মহারাজের যোগাবলম্বনে জীবন ভোগ।

পয়ার ১

ব্রাহ্মণের শাপ শুনি মন্থর রাজন।
বটচক্র যোল বাড়ি তেদি সেইক্ষণ ॥
মূলদার স্বাধিষ্ঠান মনিপুর পরে।
অন্যত বিষ্ণুজ্ঞা আর আজ্ঞা নাম ধরে।
এই বটচক্র যোল বাড়ি অবিধান।
একে একে কহি শিখ্য কর অবধান ॥
জৈত্রা তুঙ্গা মেধা পিচ্চলাখা শুনি।
সর্বজন প্রদা আর মনঃ সংযমনী ॥
বিষ্ণুজ্ঞা বিষ্ণুজ্ঞা আর বায়ু সঞ্চারিণী।
বুদ্ধি সঞ্চারিণী জ্ঞান জুড়ন কারিণী ॥
তৈজঃ শুক্ল বল পুষ্টি করি, প্রাণ ধারিণী।
সর্ব প্রাণ হরা পুনর্জীবন কারিণী ॥
এই স্বাবিশিষ্ট তেদ করি শীঘ্রগতি।
মনঃ সহ হংস ব্রহ্মরক্ষু করি স্থিতি ॥
এইক্ষণ যোগ করি মুখর্ত থাকিয়া।
অব্যাহত আপন আত্মা দিল সমর্পিয়া ॥
গলের ক্ষটিক মালা লইয়া করেছে।
জপিতে লাগিল বিষ্ণু নাম জাগবেতে ॥
পশ্চিমে চরণ রাখি পূর্বদিকে শির।
অন্তরে ঈরিয়া হরি তাজিল শরীর ॥
তারিণীর ত্রিচরণ হৃদয় কমলে।
পূজিয়া পূজক শ্রীউমাচরণ বলে ॥

সত্যস্বাচর্য্য কাব্য

কাণীর কাননে বিলাপ।

গদ্য।

ময়োহিনী পতির মৃত্যুর পরে বজ্রাঘাতে অচেতন হইয়া
কংকণ ও ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং পুনর্জীবন চৈতন্য
প্রাপ্ত হইয়া মায়ের মৃত দেহ কোড়ে নিবেশিত করিয়া
উঠে ঘরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হা! নাথ, কি হইল,
তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, হৃদয় এত দিনে
কি জানিতে পার নাই যে পুরুষের মন পাশাপাশি হইতেও
কঠিন, পুরুষের আত্মপর বিবেচনা নাই, দয়া নাই মমতা
নাই। প্রাণনাথ উঠ উঠ, আর নিরপরাধিনী কুল কামিনীকে
ক্লেশিত করে রেখে, একবার বিশাল নয়নে বীক্ষণ কর,
হৃদয়গিনী ময়োহিনী পিতা মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ
করিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছিল, এক্ষণে শরণা-
গতকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পলায়ন পর হওয়া
উচিত নয়, যেমতকু হৃদয় হইতে সমুদ্রে উৎপাটিত হইল,
এক্ষণে তব মন, বৈশদ্য যন্ত্রণা রশ্মি দ্বারা চিরকল
ক্লেশিত করণাত সমুদ্রিত হইল, এক্ষণে জীবন বিকল,
প্রাণনাথ, অধিনীকে কি মাঘে পরিত্যাগ করিলে, বুঝি
পূর্বেকার অপমান ঘনে পড়িয়াছে তজ্জন্য এতক্ষণ ত্রিস্থান
রহিয়াছ, প্রেমাবেশে কত মান, কত হল, কত বল, কত দোষ
করিয়াছি তাহার প্রতিফল প্রদানার্থ বুঝি এ অধিনীকে
একাকিনী কাননে মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিলে? প্রাণনাথ
আমি তোমার অধিনী, অতএব দাসীপ্রতি দয়া কোরে
একবার গাভোধান কর, হা, প্রাণ বলত। তুমি এ দাসীকে

প্রথম বাক্যেতে সর্বদা কহিতে যে তোমার সহিত কখনও
 বিচ্ছেদ হইবেনা, এক্ষণে সে কথা অন্যথা করিয়া
 কোথায় গমন করিলে, প্রাণকান্ত, ও চাঁদমুখে দিবানিশি
 বলিতে যে, প্রেমসি, “তোমাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিয়াছি
 এ কথা যদিও যথার্থ হইত তবে আমার দেহ কি কারণে
 পচন হইল না, এক্ষণে অধিনী কৃত্তিতে পারিল যে নারীর
 মন প্রত্যাহার করিয়া সূলাইতে হার, হার, প্রিয়নাথ তোমার
 চাঁদমুখ আর এ অধিনী দেখিতে পাইবেনা, রমণীর
 কটন জীবনকে ধিক, এখনও তোমার বিচ্ছেদে বাঁচিয়া
 আছি, ওরে পাপকারিণি প্রাণ এখনও প্রাণেশ্বর অভাবে
 আমার পেছিতে রহিয়াছে, তোমার তুল্য নির্লজ্জিতা আর
 তেজই নাই, এইক্ষণে প্রাণপতির পশ্চাৎ গমন কর, ওরে
 চকু, প্রাণনাথকে হারাষ্টরা আর কাহাকে দর্শন করিতেছ
 এইক্ষণে মুগ্ধিত হও। ওরে পদ এখানে কিজনো দণ্ডায়-
 মান আছ, যে পথে প্রাণনাথ গমন করিয়াছেন, সেইপথে
 আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, নাথ উঠ উঠ একবার অধী-
 নীও দিকে দৃষ্টিপাত কর, নাথ অধিনীকে দয়া কোরে
 একবার গাত্রোখান কর, হে বনবাসী বিনিম্বিত পক্ষিগণ
 তোমরা একবার অনুগ্রহ করিয়া নাথকে গাত্রোখান
 করিতে অনুমতি কর, হে প্রাণেশ্বর, ক্রমে রজনী নিজ
 গাঢ় তিমীর দ্বারা বনস্থালী ব্যাপিত করিতেছ, অদূরে
 পেচক কুলের অমলুল ও দুগ্ধিত চিংকার দ্বারা এমন
 রমণীয় বনস্থালীও শ্রুতমানবকে বোঝাই হইতেছে, বৃক্ষ পতিত

শুক পৰ রাশী ময়র শব্দে অদূরস্থিত গিরিগুহার প্রতি
 বনিত হইতেছে এবিধ সময়ে কুলকামিনীকে বনমধ্যে
 অসহার রাখা কর্তব্য মম অতএব উঠ উঠ একবার অধি-
 নীকে দর্শন কর হা এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করি
 মম শান্ত হও বিপদ সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করিও না
 শোকাবেগ সম্বরণ করত সুযুক্তি যুক্ত উপায়ের পন্থা কর,
 এক্ষণে শিবের শরণ লও । ইহা কহিয়া মনোহিনী শিবের
 জব করিতে লাগিলেন ॥

মনোহিনী কতক শিব স্তুতি ।

ভোক্তা হন ।

মম শত্ব হুরেশ স্মরাত কারী ।
 শশী অর্ঘ পীনাক বিশূল ধারী ॥
 তুমি বিশ্বনাথ প্রভু বিশ্বপতি ।
 আনি কিসরি হে তব গৌরিপতি ॥
 তব চিত্তিত হে নহ অন্য জন ।
 গাদ পক্ষে তব মম ভীত মন ॥
 তবে কষ্ট কেন, হোরে তুষ্ট তর ।
 ঘোর শকটে শকর ভাণ কর ॥
 ত্রিপুরাস্তক অন্তক শক হর ।
 হুর কিসর বনিত অংঘিবর ॥
 তব বজ্রম মর্দক মোক্ষ দাতা ।
 ভোক্তা তিস নহে হুর শক খাতা ॥

কুপা কপ্ততরু নাম অগ্নি নহে ।
 নিজ ভক্তে কেন এত নির্দয় হে ॥
 এ অপরে ঐসনে রাখ চরণে ।
 তোমাতিম নাহি জানি অন্যজনে ॥
 কুরু দাসীরে কিঞ্চিৎ কৃপাদান ।
 নহে শকর শকটে যায় প্রাণ ॥
 ঘোর আপদে বিপদে রক্ষ ভব ।
 উমাচরণ করুণাশ্রয়ী ভব ॥

রাণীর সহিত মন্ত্রির সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে

রাজ্য ভার দেওনা ।

পর্যায় ।

এই রূপে সতী করে শিবের স্তবন ।
 হেনকালে পূর্ব দিকে উদয় তপন ॥
 কুকুটে কাকোতে করে কলরব ধনি ।
 নাথের বিরহে হাম হাম করে ধনি ॥
 এখানেতে রাজমন্ত্রী নামে সত্যাশন ।
 তাবিতে লাগিল রাজ্যী ভূপের কারণ ॥
 গত কল্য মহারাজ মহিমীর সনে ।
 বিহারার্থ গিয়াছেন নির্জনে কাননে ॥
 এখনো হলোনা কেন পুনরাগমন ।
 বুঝিবা হইল কোনো বিপদ ঘটন ॥

এতেক ভাবিয়া তবে মজি বিচক্ষণ ।
 বনে গিয়া করেন দোহার অব্বেষণ ॥
 অবশেষে উগনীত হইলেন তথা ।
 রাজরাণী হাস হাস করিছেন যথা ॥
 দেখিয়া শুনিয়া সব সত্যাম্বল ধীর ।
 রাজার শোকেতে অতি হইলা অহির ।
 মনোহিনী মজিবরে করি দরশন ।
 দ্বিগুণ শোকেতে আরো কোরেন ক্রন্দন ॥
 অনন্তর মজিবর ধৈর্য্য ধরি মনে ।
 রণী প্রতি কহিছেন প্রবেশ বচনে ॥
 ক্রন্দন করিলে মাগে পাবেনা রাজারে ।
 দৈবধীন হয় যাহা ষড়্বিতে কে পারে ॥
 অতএব আর মাগে করোন ক্রন্দন ।
 রাজদেহ লয়ে কর গৃহে আগমন ॥
 অনন্তর তদ্বিবরে যা হয় বিহিত ।
 রাজ্যোক্তে যাইয়া করা যাবে সুনিশ্চিত ॥
 মজিবরে কহেন সতী খেদান্বিত মনে ।
 বাবনা বাবনা মজি আর নিকেতনে ॥
 ছার রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন ।
 যদি বিধি হরিনিল পতি রক্ত ধন ॥
 আমার প্রতিজ্ঞা শুন মজি বিচক্ষণ ।
 যদি কিছু দিতে পারি পতির জীবন ॥
 তবে পতি লয়ে গৃহে করিব গমন ।
 নকুবা এ দেহ মম করিব পতন ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

৮৯

অতএব শুন মস্তি আমার বচন ।
 তুমি গিয়া কর এবে প্রজার পালন ॥
 রাণীর আদেশে মস্তি অহির হইরা ।
 মনোহরণে আইলেন গৃহেতে চলিয়া ॥
 কাহাকে না কহি রাজমৃত্যু সমাচার ।
 পিড়ীত আছেন রাজা করিলা প্রচার ॥
 অন্য সিংহাসনে বসি সভাশয়ন ধীর ।
 প্রজার পালন করে হইরা মুহুরি ॥
 চিত্রামণি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
 কুটুম্বচরণ কাব্য করিল রচন ॥

মনোহিনীর প্রতি এক যুবকের কটুউক্তি
 এবং তাহার প্রতি মনোহিনীর উক্তি ।

পর্যায় ।

শুরু বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ মন্দর ।
 তদন্তরে বাহা বাহা হইল ঘটন ॥
 রাজরাণী মস্তিবরে করিয়া বিদায় ।
 একাকিনী শব লয়ে রহিল তথায় ॥
 কি করিবে কোথা যাবে না পার উপায় ।
 কেবল মাথের লাগি করে হার হার ॥
 বকে শব বনমধ্যে কেনে মনোহিনী ।
 কপেতে করিয়া আলো যেন মৌদামিনী ॥

সতীহা চিত্তভাঙ্গ কাব্য ।

বিধি-বারে বাসু তার পথে পদে দার ।
 কোথা হৈতে সুবা এক সেই পথে যার ॥
 হঠাৎ দেখিল সেই আশ্চর্য্য কামিনী ।
 বনে কপ মেঘে যেন খেলিছে সখিনী ॥
 সুকির যৌবনা চারু চম্পক বরণ ।
 শরৎ পূর্ণেন্দু তুখ পল্লভ লোচনা ॥
 বহ্নিচয় তার পীণ পত্রোধরা ।
 রক্ত অলঙ্কার অঙ্গে পীতবস্ত্র পরা ॥
 এই কপ তার কপ দেখিয়া দুর্জিত ।
 মননের বাণে হোলো পাড়াসুত্ৰ অতি ॥
 হেজরানী একলিছে সতী কলেবরে ।
 নিকটে বাইতে সাধ্য না হোলো অন্তরে ॥
 অন্তরে থাকি কল্প মোহিনীর প্রতি ।
 শব কোলে কোরি বনে কে কুমি যুবতী ।
 গন্ধমবী কিসরী কিয়া মামবিহাইবে ।
 স্বকপ বচনে ধনী আমারে কহিবে ॥
 মনোহিনী বলে বাপু কি স্থানিবে দুঃখ ।
 সম্মুখ রাজার রাণী বিধাতা বিহুখ ॥
 সুবা বলে মম প্রতি হইয়া সদয় ।
 শবেবেরে কেলিম চল আমার আলয় ॥
 উজ্জল কমল জিনি কিবা তব কারা ।
 দুঃখ দুরে যাবে এনা হবে মোর জায়া ॥
 মনোহিনী যুবকের হেন বাক্য শুনি ।

আগে ভেবেছিলাম তুমি ধার্মিক! হুজুর !
 এখন জানিনি আমি তোমার মনন ॥
 জ্ঞান হীন হোয়ে যেই পর পত্নী হরে ।
 যায় সেই কুস্তিপাক নরক ছত্তরে ॥
 চতুর্দশ ইন্দ্রাবধি তাহা কোরি ভোগ :
 চণ্ডালের ঘরে জনে জনে কুষ্ঠরোগ ॥
 বস্টাদ্রীর ভোগ হয় ঘোর কালচক্র ।
 যাবৎ করেন রাজা অষ্টাদশ শত্রু ॥
 পরে আসি জনুলয় চণ্ডালের খাম ।
 এত কহি মনে ধিনী হইলা বিরাম ॥
 সুব' কর ওকথায় ভুলিনে সুবতী ।
 তোমারে যাইতে হবে আমার সংহতি ॥
 সহজে না যাও যদি আমার আলয় ।
 বলে দরি লোয়ে যাবো কারে করি ভয় ॥
 মনে ধিনী ভাবে একি ছুঃখোপরে দায় ।
 প্রাণ যায় নাহি ডরি পাছে বর্জ যার ॥
 জানিতো দৈবের পরবল নাহি আর ।
 অসাধ্য সাধন হয় নামে কালীকার ॥
 এত তাবি কালীকার শুব আরঙিল ।
 দূরে থাকি দুর্গাশয় শুনিতে লাগিল ॥
 কালীকার পঞ্চকুণ সদয় করলে ।
 পুজিরা পুজক শ্রীউমাচরণ বলে ॥

সতীষ চিহ্নভাষ্য কাব্য ।

মনোহিনী কর্তৃক কালীকায় স্তব ।

ভূমক প্রেরিত হৃদ ।

নমস্কারিণী ত্রিশুর ভাণ কত্রী ।

নমস্চণ্ডিকা চণ্ড হৃদণ্ড হত্রী ॥

বরী হৃকৃতি হৃম্বতি হৃঃথ হরা ।

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারা ॥

নমঃ সুরেশী শিব শূল হস্তা ।

নমঃ সুখী কত্রী নমঃ হিম মস্তা ॥

নম শক্তিকপা নম শূন্যাকারা ॥

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারা ॥

নম কুন্তলা কুণ্ডলা বুণ্ডমানী ।

নম উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা করালী ॥

শ্যামানী মশানী বিনামার সারা ।

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারা ॥

নমঃ মহাবৈষ্ণবী বিশ্বমাতা ।

মহাসত্ত্ব শূভ নিশুভ নিপাতা ॥

নম নিদ্রাকপা নিরাকার কারা ॥

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারা ॥

—o—o—o—

সর্পাঘাতে যুবকের আণত্যাগ ।

গরার ।

হেরমতে করে সতী স্তব কালীকার ।

—o—o—o—

এই কালে সেই স্থলে এলো এক কণা ।
 স্থলপদ্ম গজ আতা মাখে স্থলে মণি ॥
 রাগেতে কোঁপায় কণা করিয়া ধারণ ।
 সরস্তের মেঘ যেন করয়ে গজ্জন ॥
 দেখিতে দেখিতে সেই সুৰ্প তৎক্ষণাৎ ।
 যুবকের পাঠে গিয়া করিল আঘাত ॥
 এই কপে করি সেই ছুটের দমন ।
 ক্রান্ত বেগে গুড়পাদ করে পলায়ন ॥
 ভূজঙ্গ সংশ্লিষ্ট যুবা করি দরশন ।
 কি হইবে কি করিবে তাবিছে তখন ॥
 কিন্তু সে বিষয় বিবে শোনে অর অর ।
 ক্রমেতে অবশ্য হোল তার কলেবর ॥
 পরিশেষে দূরাশয় গেল যনাশয় ।
 বিজ কাষি কহে যথাধর্ম তথাভয় ॥



মনোহিনীর দেবতাদিগকে
 শাপদানোদ্যান ।

পয়ার ।

গুরু বলে প্রিয় শিবা কর অবগতি ।
 অতঃ পর বা করিল মনোহিনী সতী ॥
 হৃদয়ে ধরিয়া পতি শব্দ সেই বনে ।
 পড়িয়া রহিল শিবা শিশী অচেতনে ॥
 রাত্রিকালে রক্ষা করিলেন নারায়ণ ।
 প্রত্যতে উঠিল সতী পাইয়া চেতন ॥

শ্রীকৃষ্ণে স্মরণ করি কহেন সুন্দরী ।
 তুমি জগন্নাথ আমি জগৎ ভিতরি ॥
 জগত পালন তার আছয়ে তোমা ।
 কি হেতু বকন। প্রভু করহ আমায় ॥
 কি কর্ণে আমার কান্ধ গেল কোথাকারে ।
 কোন স্থানে কার হাতে অর্পিলে আমারে
 জগতে বসে ক মুঢ় আছে নিত্যানন্দ ।
 বিয়োগে শরট ভাবে সংযোগে অশ্রু নন্দ ॥
 বিশ্বর ঐশ্বর্য ভোগ নশ্বর যথার্থ ।
 আপন ইচ্ছার ভাজে কেবল সুখার্থ ॥
 তার সাক্ষী যত সাধু জগত ভিতরে ।
 তা জিয়া ঐশ্বর্য তব পদ ধ্যান করে ॥
 কিন্তু প্রভু যদি কেহ অন্য কোন জন ।
 ঐশ্বৰ্য্যে ভোগে অমো্য করয়ে বঞ্জন ॥
 তাই সে বঞ্চিত জন পায় বড় দুঃখ ।
 এইক্ষণে ত্যাগ বিনা নাহি হব সুখ ॥
 অহংএব এমুঢ় বঞ্চিতা মানী প্রতি ।
 আমার বাঞ্ছিত অদ্য দেহ ত্রিযুগপতি ॥
 ইচ্ছায় দেবত্ব মোক্ষ নাহি চাই আমি ।
 চতুর্ভুজ হৈতে শ্রেষ্ঠ দেহ মম স্থানী ॥
 তুমি জগতের নাথ ওহে নারায়ণ ।
 এইক্ষণে দেহ মম পুতির জীবন ॥
 অন্যথা এখন শাপ দিব তোমা প্রতি ।
 শাপ দিয়া তোমায়ে এখন প্রজাপতি ॥

বিনাশিব তোমার এ সৃষ্টি অধিকার।
 ওহে শত্রু জ্ঞান লোপ করিব তোমার ॥
 ওহে ধর্ম তোমার করিব ধর্ম লোপ।
 ধর্মের যন্থ অদ্য করিব বিলোপ ॥
 এষ্টরূপে মনোহিনী মহা সাধী মর্ত্যে।
 কহিলেন কোণ করি সর্বদেব প্রতি ॥
 এত কহি শাপ দিতে উদাত্ত হইয়া।
 চন্দ্রকান্ত নদী তীরে গেলেন চলিয়া ॥
 শাপ শব্দে করি হোলো উপনীত।
 দেবতা দেবতাগণ হইল কম্পিত ॥
 তালিলেন দেবগণ অগ্রে করি বিধি ॥
 উপনীত হৈলা তীর ক্ষীর পমোনিধি।
 করেন বিষ্ণুর স্তব যত দেবগণ।
 স্মৃতিগানি হোষে কহে শ্রীউমাচরণ ॥

দেবতা কর্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ভূমি নিরাকার শূন্য, ভূমিহে আকার গণ্য,
 মৌলবন্ধু পরামর্য হরি।
 জগৎপাল পাভাল ভূমি, যত কিছু সব ভূমি
 আর হুঃখে তরিবার তরী ॥
 নন্দন মধুসূদন, মদন মনোমোহন,
 সুরারী সুকুন্দ সুর হর।

নমঃ গোবর্দ্ধন ধারি, নমঃ গকুল বিহারি;
গোবিন্দ গোপাল গঙ্গাধর ॥

নমঃ পলাশ দোচন, নমঃ পূর্ণগ আশন,
পদ্মলাভ পবন পাদন ।

নমঃ কালীর দমন, জগন্নাথ জনাধন,
প্রমহ নৃসিংহ বামন ॥



দেবগণের বিজুর প্রতি উজ্জ্বল, ও দৈববাণী
প্রাপ্ত, এবং মনোহিনীর নিকটে আগমন ।
পত্নী ।

এইকপে ক্রিবিজুর করিরা স্তবন ।
নিবেদিল সব কথা কমল আসন ॥
হৃদি দিলে ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারি পদ ।
কথা মনোহিনী শাপে যার সে সম্পদ ॥
এইকপে ক্রমে ক্রমে যত দেবগণ ।
নিক নিক হুগুধ করিলেন নিবেদন ॥
যজ্ঞভাগী তুমি ভোজী করিলে সকলে ।
অতঃপাশ্চ যার মনোহিনী শাপানলে ॥
স্বপ্নে জগরণে সর্ব কার্যে সাধুগণে ।
সর্ব জুখে যার হয় নন্দন অরণে ।
অতএব রক্ষা কর আমি সবারে ।
এত বলি দণ্ডাইলা সতর অস্তরে ।
এইকালে দৈববাণী হোল অকস্মাৎ ॥
সাত সার্ক কথা জাগ্রি যাহার শশাংক ॥

সতীত্ব চিত্তভাঙ্গ কাব্য।

টিফ জুনি দেবগণ হোয়ে আননিত্য ।
 মনোহিনী স্থানে সবে চলিল। তুরিত ॥
 তিরকাল পতি সেবা ধর্ম্মে মেটে সতী ।
 প্রকাশিছে তেজ অগ্নিশিখাসম জ্যোতি ॥
 যোগাশনে বসি পতি শব বক্ষে বরি ।
 বামির ক্ষটিক মাল্য সব্য করে কাব্য ॥
 সঙ্গ মুখ্য করি সতী পতির স্নেহভাষা ।
 পতির তুঙ্গসী মাল্য পরিয়া গলেতে ॥
 সঙ্গস্য অলঙ্কার ভূষণে উজ্জল ॥
 সঙ্গস্য সিন্ধুর বিন্য ইন্দ্র বোল কল ॥
 সঙ্গস্য বসিরা সদা সুস্তর ঘৌবন ॥
 সঙ্গস্য স্নেহবর চারু চন্দ্রক বরণ ॥
 সঙ্গস্য দেবগণ কইরা বিস্ময় ॥
 সঙ্গস্য অস্তরে অস্তরে শাপ ভয় ॥
 সঙ্গস্য পদতরঙ্গ তন্দর কমলে ॥
 সঙ্গস্য পূজক শ্রীভীমাচরণ বলে ॥

—

সঙ্গস্য বস্ত্রবালক বেশে মনোহিনী নিকটে
 সঙ্গস্য মন ও তাঁহার সঙ্গিত কথোপকথন ॥

পয়ার ।

সঙ্গস্য বসে শিবা করুণ অবগ ॥
 সঙ্গস্য শব্দকে অগ্রে করি দেবগণ ॥
 সঙ্গস্য হিনী নিকটে এসেন দ্রুতগতি ॥
 সঙ্গস্য সতী বরপুটে বসিল প্রণতি ॥

স্বামিকে রাখিয়া কাছে কান্দিতে লাগিল
 এইকালে এক দ্বিজ বালক আইল ॥
 স্ত্রীক বাস পরিধান তিলক ধারণা
 শিরে ছত্র করে দণ্ড পুষ্টক শোভন ॥
 সন্মুখে চন্দন লিপ্ত কপ মনোহর ॥
 কবচবন মধ্যে যেন শোভে অশ্বধর ॥
 বিদুর মারার সবে বিস্মৃত হইল ॥
 দেবগণে দ্বিজমুখ কহিতে লাগিল ॥
 ব্রহ্মা শিব অগ্রে করি ওভে দেহগণ ॥
 কি হেতু আইলে হেথা কহ সে বচন ॥
 পরে দ্বিজ কহিলেন মনোহিনি প্রতি ॥
 সঙ্গে শব একাকিনী কে তুমি বুঝি ॥
 ক'র পত্নি কি হেতু এখানে আগমন ॥
 তত শুনি সুন্দরী সকল বিবরণ ॥
 শুনি মনোহিনি বিপ্রে প্রণাম করিল ॥
 যদ্যপ্যপি সন্দোষন কহিতে লাগিল ॥
 সরোজের রাশি আমি এই সম দাতা ॥
 সকলে কাম করে ভাল মনোহিনি মতী ॥
 সম্পত্তি আমার পতি শবের তাজিয়া ॥
 অনাথিনী করি মোরে গেছেন চলিয়া ॥
 বিলাপ করিয়া দেবগণে বর্ণিলোম ॥
 পতির জীবন মম দণ্ড মাগিলাম ॥
 দেবতার সম দাতা আর দয়াবান ॥
 নহিল নহিবে প্রভু নহে বিদ্যমান ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

৩৯

এই হেতু দেবতা নিকটে সর্বজন ।
স্ব বাঞ্ছিত বর সবে করিলে প্রার্থন ॥
পতির জীবন প্রাপ্তু আমার বাঞ্ছিত ।
না দিলে আপিবে দেবগণে মূর্খনিষ্ঠিত ॥
না প দিলে পুনরপি জন্ম দ্বিগুবর ।
স্বাধব হইব সত্য সবার উগর ॥
এতবধি মনে রাখিবা সুস্থির হইল ।
স্বাধব অবশ্যে দিগ কবি বিরাটল ॥

বিদ্রোহালক মনোমোহিনীর পতির মৃত্যুর কারণ
জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহাকে মৃত্যুকন্যা
কাল সমাদি দর্শন করেন ।

এই কথা মনোমোহিনী কহে সে বচন ।
কোন রোগে কব কাহ্নু তাজিল জীবন ॥
পরিচয় আমি সর্ব রোগ চিকিৎসার ।
অবগতি কর তুমি ক্ষমতা আমার ॥
এ গাত্রহে মৃত্যু তুল্যে অথবা বিনাশে ।
সংগ্রহান্তে নাচাইতে পারি অনায়াশে ॥
বাধ যেন বন দৈতে গন্তু অতেন বাধি ।
সেই কপে জ্বর মৃত্যু যম কাল বাপি ॥
বিনাশাল পারিগো করিতে আনয়ন ।
অন্যত আছি সব ব্যাধির কারণ ॥
স্বাধ দৈতে ব্যাধি বীজ দুই অমঙ্গল ।
সংগ্রহিতে নাহি আমি জানি সে সকল ॥

নর্তীক চিত্রভাসু কাব্য ।

বিমারোগে যোগে শাপে অথবা বিষাদে ।
 যদি মার বাঁচাইতে পারি অশ্রমাদে ॥
 শুনিয়া ছিড়ের বাক্য নন্দনের রাণী ।
 তক্ষ চিত্রা স্ফুটনোরে করে মিষ্টবর্ণী ।
 যতনে শিঞ্জব প্রায় করি নরশর ।
 মলজ্ঞানবান সম তোমার বচন ।
 প্রতিজ্ঞা করিলে মম বাঁচাইবে পতি ।
 বিপরীত নহে তব আছয়ে শক্তি ॥
 কিছু শুধু সন্দেহ যে কিছু মম আছে ।
 তখন করিয়া পতি বাঁচাইবে পাছে ॥
 জীবিত হইলে পতি সভা সম্মিথানে ।
 অজ্ঞাসিতে নাপারিব পতি বিদ্যমান ॥
 দুমি জানী ত্রুকা আদি যত দেবগণ ।
 তব পতি হৈতে শ্রেষ্ঠ মহ কোনোজন ॥
 বসীর হর্ষ কর্ষ শাস্ত্র আমি যিনি ।
 শত্রু উদ্ধার জনে সংকুলজা কামিনী ॥
 যতনে কুলটে দৃঢ়তা নারী হয় যেই ।
 নিজ পতি সহিত অশ্রদ্ধা করে সেই ॥
 পতি যদি রমণীরে করয়ে শাসন ।
 কেবা শকা হয় তাহা করিতে বারণ ॥
 ত্রুকা রক্ত ইন্দ্রাবধি তুচ্ছ নর যত ।
 সর্বজন মধ্যে ইহা আছে সুবিখ্যাত ॥
 আমি রমণীর কর্ষ আমি বিদ্যমান ।
 রমণীর গুরু নাহি আমার সমান ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

বদে বিজ তোমাতে সকল শক্তি আছে ।
কাল যম মৃত্যুকন্যা ডাকো মম কাছে ॥
মনোহিনী বাক্যে বিজশিশু সেইক্ষণে ।
সদ্যমধ্যে আস্থান করিবা তিন জনে ॥
কহিছেন মৃত্যুকন্যা কর দরশন ।
কৃষ্ণবর্ণ পরিধানা লোহিত বসন ॥
চন্দ্রমাখী শান্তি দয় যুক্তা মহাসতী ।
ব্যাদিকপ চতুষ্ঠি সন্তান সংহতি ॥
পতি ব্রজ স্থান দিতেছেন সবাকারে ।
সেই হার দক্ষিণে দেখে কালবলি যারে ॥
নারায়ণ অংশে কাল মহাউগ্র কপ ।
একটি আকার গ্রীষ্ম ভাস্কর স্বরূপ ।
এই দুখ বোলহাত চকিণ লোচন ।
উৎপদ কৃষ্ণবর্ণ লোহিত বসন ॥
বদনে ইন্দ হাস অক্ষমালা করে ।
কহিছেন কৃষ্ণনাম পরম ঐশ্বরে ॥
যমে সন্দর্শন সতী কর তার পরে ।
বদ্য বলি যারে পুন বলয়ে সংসারে ॥
স্তূলপদ কৃষ্ণবর্ণ রবির নন্দন ।
যপিছেন সদ্যমনে ব্রহ্মসনাতন ॥
তবে মনোহিনী ক্রমে দেখি তিন জনে ।
কহিতে লাগিল অগ্রে যম সন্ধ্যাধনে ॥
অকালে কি হেতু তুমি হর মমপতি ।
জানি যম কহিছেন মনোহিনী পতি ॥

ভগতে অকালে সতী কেহ নাহি মরে ।
 ঈশ্বরের আজ্ঞাবিনা কার সাধা করে ॥
 আমারে কি হেতু তুনি কর জিজ্ঞাসনা
 মৃত্যুকন্যা আজ্ঞাবিনা না করি প্রহণ ॥
 শুনি সতী জিজ্ঞাসিল। মৃত্যুকন্যা তুমি
 আমি সত্তে কি হেতু মরিল মম পতি ॥
 তুমি নারী জান সত্য স্বামির বেদনা
 তবে কেন মম পতি করিলে হরণ ॥
 শুনি মৃত্যুকন্যা তারে করিল উত্তর
 প্রথমেতে সৃষ্টি হবে করিলা ঈশ্বর ॥
 করিলেন এই কল্পে আমারে সৃজন।
 কোনোমতে আমাহেতে না হয় বরন ॥
 সতীমধ্যে তেজস্বিনী তুমি হও ধনী ।
 তুমি কি কর সতী আমারে এখনি ॥
 তবে যত এ প্রগতে মঙ্গল সদার ।
 কিন্তু কখনে সোয সতী নাহিক আমারে ॥
 অরমম চাতুযি পুত্র বাধিগণ ॥
 কাল আজ্ঞাবিনা তারা না করে স্পর্শন ॥
 তবে সতী যখনে যা কালে নমস্করি ।
 জিজ্ঞাসিল কেন মম পতি লইলে হরণ ॥
 কাল কহিছেন শুন আমার ভারতি ।
 কে আমি বা মৃত্যুকন্যা কেবা পিতৃ পতি ॥
 কেবা সর্ব বাধিগণ কার কি শক্তি ।

সতীত্ব চিত্তভাসু কাব্য ।

১০৩

গীর আজ্ঞাবশে সুরনর জন্তগণ ।
 নিজ নিজ কৰ্ম্ম সবে করয়ে সাধন ॥
 যার ভয়ে বহে বায়ু সূর্য্যোদয় হয় ॥
 যার ভয়ে প্রজাপতি সংসার সৃজয় ॥
 যার ভয়ে বিহু সৃষ্টি করেন পালন ।
 যার ভয়ে সংহার করেন পঞ্চানন ॥
 একগতে ধন্য কণা সাক্ষী ভয়ে গীর ।
 কালচক্র আদি ভ্রমে শাসনেতে যীর ॥
 নিকপাল গণ যীর আজ্ঞা শিরে ধরে ।
 নাহার আজ্ঞায় রক্ষ কল পুষ্প ধরে ॥
 যার ভয়ে মেঘগণ করয়ে বষণ ।
 যার ভয়ে ধরাষড় করেন ধারণ ॥
 নিয়ম না হয় বেদে আদ্য অন্ত যীর ।
 দ্বিভিপঠ পুরাণাদি করয়ে যাঁচার ॥
 আমরা যে কেহ সবে যঁহার প্রেরিত
 যীর আজ্ঞা বিনানারি করিতে কিস্ত
 সেইজনে চিন্ত সতি হোয়ে একমন ।
 এত কঠি করে সবে সম্মানে গমন ॥
 মায়াহিনী প্রতি পরে কহেন ব্রাহ্মণ ।
 কাল যম মৃত্যুকন্যা করিলে দর্শন ॥
 কহ সতী স্থিরকরি আমারে এখন ।
 কোন রোগে তব কাহ্ন তাজিল জীবন
 শুনে এইক্ষণে আমি করিব উপায় ।
 যাহাতে স্বস্তি করি জন আমি

তবে মনোহিনি কহিলেন হৃষ্টমনে ।
 না মরিল পতি মম রোগ সংঘটনে ॥
 ত্রাণশাপে জীবন তাজিল মম পতি ।
 প্রাণদান দেহ দ্বিজবর শীঘ্রগতি ॥
 মনোহিনি বাক্যে বিশ্বকপি নারায়ণ ।
 দেবগণ প্রতি শীঘ্র কহেন বচন ॥
 কালীকার পদযুগ হৃদয় কমলে ।
 পূজিয়া পূজক শ্রীউমাচরণ বলে ॥

বিশ্ব বালকবেশে বিষ্ণুর দেবগণের সচিব
 মনোহিনীর পতির প্রাণদান নিমিত্ত
 কথোপ কথন ।

পর্যায় ।

গুরু বলে দ্বিজকপে শ্রীমধুসূদন ।
 দেবগণ নিকটেতে করিয়া গমন ॥
 সবাকারে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল ।
 দেবগণ কেহ তাঁরে চিনিতে নারিল ॥
 পূর্বাপর বিষ্ণুর মায়ায় সংমোহিত ।
 পরে দ্বিজ কহিতে লাগিল যথোচিত ॥
 যেত দ্বীপে শ্রীহরি নিকটে সবে গিয়া ।
 কোরে ছিলেন্তব শাপশঙ্কটে পড়িয়া ॥
 তাহাতে আকাশবাণী হোল অকস্মাৎ ।
 “ যাহ সর্কে তথা আমি যাইব পশ্চাৎ ॥ ”

তাই দেবগণ আমি তোমাদের জাণে ।
 দ্বিজরূপ ধরি আসিয়াছি এই স্থানে ॥
 এইক্ষণে সতীকে বরাবর ক্রমার্পণ ।
 পুনঃ তাঁর মানস করিব সম্পূরণ ॥
 অতএব এ বিষয়ে যা হয় বিহিত ।
 সেই সৰ্বজনেন্দ্রিয়, কালের উচিত ॥
 এতক শুনিয়া সবে বিস্ময় হইল ।
 গবে ব্রহ্মা স্তব বাক্যে কহিতে লাগিল ॥
 যে কোনো অবস্থা গত শুচ্যশুচি নর ।
 তজ্জিহবে আরিলে বিষু শূচি বাহ্যাস্তর ॥
 আমি সৃষ্টিকরি সৃষ্টি সংহারেন হর ।
 সম্ম কন্ম সাক্ষি তব জাজ্ঞা অনুসর ॥
 পাদিগণ শাস্ত, যন তোমার আক্ষেপে ।
 এই রূপ যত কিছু সংসার মধ্যেতে ॥
 তোমার মহিমা প্রভু বর্ণিতে কে পারে ।
 বর্ণিতে বর্ণিতে মম চতুর্মুখ হারে ॥
 অনন্তর হাসি হাসি কহে মহেশ্বর ।
 কোন বংশোদ্ভব তুমি কহ দ্বিজবর ॥
 করিলে কাহার স্থানে বেদ অধ্যয়ন ।
 কি নাম কাহার শিষ্য কাহার নন্দন ॥
 শিশু হোয়ে পরহিতে এতক কাতর ।
 বিড়ম্বিতে আসিয়াছ যতক অসর ॥
 এই ব্রহ্মা সকলের সৃষ্টিকর্তা হন ।
 নৃপা ভাবিছেন প্রভু তোমার চরণ ॥

করিয়া তপস্যা তব লক্ষ্যুগ মান।
 তবে সৃষ্টি সৃজিতে হোলেন জ্ঞানবান ॥
 আমি তব তপস্যা করিয়া চিরদিন।
 তৃপ্তি না জনিুল মনে শুন তত্ত্বাধীন ॥
 অদ্যাপি তোমার নাম গুণ পঞ্চমুখে।
 স্পৃহাধীন গাইয়া ভ্রমণ করি মুখে ॥
 মৃত্যুকালে অথবা যে সদা সর্বক্ষণ।
 জপিলে যে নাম যম না করে স্পর্শন ॥
 তব নাম গুণ আমি কীৰ্ত্তন করিয়া।
 মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি মৃত্যুরে জিনিয়া ॥
 তোমার মহিমা প্রভু কহিতে কে পারে।
 কহিতে কহিতে মম পঞ্চমুখ হারে ॥
 শেষে বিজয়রূপে কহিছেন ত্রিঃপতি।
 জিহ্মামিলে মহেশ্বর আমারে সম্প্রতি ॥
 বিব্রা মম নাম কার বংশেতে উৎপত্তি।
 তুমিহো সে পরিচয় জানো উমাপতি ॥
 একগে অন্য কথায় নাহি প্রয়োজন।
 শীঘ্র দান কর, সতীপতির জীবন ॥
 দ্বিজবর দেবগণে এতক কহিয়া।
 স্থির হোয়ে সন্তামধ্যে বসিলা হাসিয়া ॥

সতীত্ব চিত্রতানু কাব্য । ১০৭

মনোহিনীর পতির জীবন প্রাপ্তি ও দেবগণের
স্বহৃদে গমন ও মনোহিনী পতি সহিত গৃহে
আমন ও পৌলব স্নানির বাক্যস্মৃতি ।

ত্রিপদী ।

তবে সর্ব দেবগণ, হইলেন জ্যেষ্ঠমন,

বিধুর কথার সেইক্ষণে ।

ভ্রুঙ্গা শিব করি আগে, গেলা মনোহিনী ভাগে,

যথা সতী বসি যোগাসনে ॥

লয়ে বিধি স্নানির্মল, নিজ কুমণ্ডলু জল,

প্রদান করিলা শবোপর ।

সেই জলে চমৎকার, মন হোলো সুসজ্জার,

জ্ঞান দান দিলেন শঙ্কর ॥

ধর্মজ্ঞান দিলা ধর্ম, জীব দান দিলা শর্ম,

অগ্নি দিলা জঠর অনল ।

সর্বকাম কাম দিলা, পরে বায়ু সমর্পিলা,

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণ বল ॥

সূর্য্য করি অধিষ্ঠান, দৃষ্টি শক্তি দিলা দান,

বাণী বাণী করিলা অর্পণ ।

চন্দ্রদৃষ্টে হোলো শোভা, পূর্ব্বমত অঙ্গ আভা,

প্রকাশ পাইল সুচিকন ॥

আগ্না বিনা সেই ব্যক্তি, কিছু হোলো হীনশক্তি,

পূর্ব্বমত রহিলা শরনে ।

দেখি হেমাঙ্গের হুতা, হোয়ে অতি দুঃখযুতা,

ধরিলেন দ্বিজের চরণে ॥

দ্বিজ বলে শুন সতি, পরম ঈশ্বরে স্তুতি,
কর শীঘ্র হোয়ে এক মম ।

তাঁহার করুণা বিহু, হোলে শক্তি সমসিহু,
এষ্টক্ষণে হবে নিয়োজন ॥

শুনি মনোহিনি সতী, হোয়ে অতি তর্কিমত
আরম্ভ করিল তাঁর স্তব ।

তুমি নম্র কন্ম সাক্ষি, তুমি জগতের অক্ষি,
তোমা বিনা হবে হয় শব ॥

পূজা প্রকৃতি যিনি; সন্মুখার স্বরূপিনী,
তোমা কৈতে হয়েন উৎপত্তি ।

সেই সাপ্রকৃতি এক, প্রসবে দ্বিতীয়াক
বিবি বিহু পার্শ্বতীর পতি ॥

তাঁরে পূজি প্রজাপতি, হৈলা সৃষ্টি অধিপতি,
জগত পালিতে অধিকার ।

প ইন্দ্রেন নারায়ণ, সেই সৃষ্টি ত্রিলোচন,
প্রাপ্ত হৈলা করিতে সংহার ॥

প্রহণে তোমার নাম, জীবে পায় মোক্ষদান,
যেওঁর জন্ম আদি দুঃখ ।

সকলান পঞ্চমুখে, সব গুণ গান সুনে,
চতুর্মুখে জপে চতুর্মুখ ॥

মনোহিনি স্তবে তুর্কী, উত্তম প্রকৃতি বিহু,
শবের অন্তরে প্রবেশিলা ।

পেয়ে চোঁহা অধিষ্ঠান, সব হোলো শক্তিমান,
যোড়হাতে শীঘ্র দণ্ডাইলা ॥

সতীত্ব চিহ্নভানু কাব্য । ১০৯

তবে মন্থর রাজন, স্নান করি শুদ্ধ মন,
তস্তিতাবে দ্বিজে প্রণমিল।

দেখি যত দেবগণ, করি পুষ্প বরিষণ,
দল্পতিরে আশিষ করিল। ॥

পরে সর্ব দেবগণ, বিশ্বকপি জনর্দন,
নিজ স্থানে করিল। গমন।

পতি লয়ে সতী যবে, আসি বহু দ্বিজবরে
নানামতে করাগ ভোজন। ॥

এখানে পৌলব ঋষি, মুক হোমে ছিল। বসি,
শাপ হৈতে হইলা মোচন।

উটমাচরণ কর, সতীত্বের জয় জয়,
হরি হরি বলো সর্বজন। ॥

মমথের মৃগয়া ও গৌরীর মৃগীদেহ ত্যাগ।
পর্যায়।

প্রপতি বলেন শুন শুন কিপ্রমুত।

শুনহ রহস্য কথা পরম অদ্ভুত। ॥

কিছু দিন রজা তবে করে নরনাথ।

যশ গুণো দানে হোলো ভুবন বিখ্যাত। ॥

কামনভোজন আর মৃগয়া কারণ।

সর্বদা সন্তোষ থাকে মমথের মন। ॥

এক দিন মহারাজ উঠিয়া প্রতাতে।

মৃগয়া কারণে যান সৈন্যগণ সাথে। ॥

চলে রাজা বন উপবন অতি ক্রমে।

কুরঙ্গের অন্তেষণে নানা স্থানে ভ্রমে। ॥

দৈব যোগে এক স্থানে হেরিল রাজন ।
 কুরঙ্গিনী তথা এক করয়ে ভ্রমণ ॥
 মুগী হেরি মহিপতি হরিষ অন্তর ।
 তার প্রতি সন্ধান করিলা ছুই শর ॥
 শরাঘাতে জীবন ত্যজিয়া কুরঙ্গিনী ।
 লাগে বুকু হোয়ে হোলো সুন্দরি কামিনী ॥
 হেরিল অদ্ভুত রূপ রতি মনোরমা ।
 নারী মধ্যে কেহ তার নাহি চয় সমা ॥
 নূন প্রতি করিয়া কটাক্ষ আকর্ষণ ।
 নিকটে আসিয়া চাহে করিতে স্পর্শন ।
 পূর্বকথা সব মনে করিয়া স্মরণ ।
 মনুষ্যেরে দিতে যার প্রেব আলিঙ্গন ॥
 রাজ্য বলে কেবা কুমি कहলো সুন্দরী ।
 অচলে অগা মাঝে মুগী রূপ ধরি ।
 মোর সঙ্গে বহু চাহ করিতে বিহার ।
 রমণী হইয়া তর কিবা ব্যবহার ॥
 কখনো মিলন নাহি হয় তব সনে ।
 হুটতে রমণে লজ্জা তাজিবে কেমনে ॥
 নহজে প্রকৃতি লজ্জাবতী অতিশয় ।
 অন্য পুরুষের কাছে কথা নাহি কর ॥
 একের রমণী হোয়ে দেখে অন্য পতি ।
 কামিনী আপনি কোথা বাচে আসি রতি ॥
 বেঞ্চায় না পারে অন্য কি বলিব আর ।
 তব রূপ দেখে মোর মন হোলো তার ॥

সতীত্ব চিত্রিতানু কাব্য ।

কহলো আমারে ধনী কারণ ইহার ।
কে তুমি হরিণী রূপ কি হেতু তোমার ॥
বন যে আমারে দিতে চাও আলিঙ্গন ।
বিস্তারিয়া কহ দেখি এর বিবরণ ॥
কন্যা বলে প্রাণনাথ তুমি মোর পতি ।
আমি গভ্রী তোমার শূনহে মহামতি ॥
নজুবা যে লজ্জা খেয়ে চাহি আলিঙ্গন ।
তুমি আম্র বিষ্মৃত না জানো বিবরণ ॥
জাতিস্বরূপ হই আমি শূন নরেশ্বর ।
রচিত উমাচরণ সারদা কিঙ্কর ॥

গৌরী বিদ্যাধরীর পরিচয় ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

বহে কন্যা রূপবতী, শুন ওহে নরপতি,
বেষ্ঠাকূলে আমার জননী ।
গৌরী বিদ্যাধরী নামে, আছিল ইন্দ্রের ধামে
নর্তকীর মধ্যোক্তে গগনে ॥
উদ্যানে কুমুম দীপ্তি, হেরিতে আমার ভূষি,
মানসে মানস ছিল সার ॥
শুনহে অবনীপতি, নন্দন কাননে গতি,
এক দিন হইল আমার ॥
হেনকালে নৃপবর, ক্রীমঙ্গল নাম ধর,
আইল এক গন্ধর্ব্ব নন্দন ।

সতীষ চিত্তাম্বু কাব্য ।

কি কপ তাহার কপ, কখনে না যার ভুপ,
তার কপে হইলু মগন ॥

মজিয়া অনন্ত রক্তে, বিহরি তাহার সঙ্গে,
অলশে অবস কলেবর ।

যায়জ্ঞান দূর হয়, রতি অতৃপ্ত সমা,
উদ্যানে আইল পুরন্দর ॥

হেরি দুজন্যার কাষ, কোথ করি দেবরাজ,
দেহারে করিলা অভিষাপ ।

ইন্দ্র বলে গৌরী যেন, করিলি কুবর্জ কেন,
মর্ত্যে যুগীকপে ভুঞ্জ পাপ ॥

ইমঙ্গল যাও ভূমী, এস্থান অযোগ্য তুমি,
কজ্রিবংশে তুমি হে জন্মাবে ।

পাপপঙ্কে মজায় মতি, হোয়ে এর উদ্যোগতি,
অনুতাপ সর্বদা ভুঞ্জিবে ॥

হবে ইন্দ্রপদ ধরি, কহিবু বিনয় করি,
কবে শাপ হইবে মোচন ।

বিনয়ে পাইবা তোষ, মোরে পরিহরি রেণু,
কহিলেন সহস্রলোচন ॥

শ্রীমঙ্গল হইতে যবে, যুগীদেহ নষ্ট হবে,
সেইক্ষণ পাবে পূর্ব কপ ।

যার জন্যে পেলো দুঃখ, তাহা হইতে পাবে মুখ,
এতবলি গেল সুর ভুপ ॥

বচন বাসব উক্ত, শাপ হৈতে কৈলে মুক্ত,
সেই জন তুমি রসময় ।

পুরাও আমার সাধ, নাশো মনো অবসাদ,
 দেখেছে আমার অসময় ॥
 রমহ পরাগে বাঁচি, এ হেতু রমণ যাচি,
 কহিলাম পূর্ব বিবরণ।
 সেই তুমি সেই আমি, তেবে দেখে ভূবীষ্যমী,
 বিজ্ঞ কবি করিল রচন ॥



বিদ্যধরীর প্রতি রাজার প্রত্যুত্তর।

পয়ার ॥

শুনলো শুনরী ধনী কীতিপতি কর।
 তোমার কথাতে মম না হয় প্রত্যয় ॥
 বিশেষে বলিলে তুমি যে সব বচন।
 মোর জ্ঞান হইতেছে নিশীর স্বপন ॥
 গৌরী বলে প্রাণনাথ সকলি তুলিলে।
 অসিয়া নন্দনবনে আমারে হরিলে ॥
 মৃগীকপে ছিনু বটে নিবাস কাননে।
 পূর্বজন্ম কথা রাজা পড়ে মোর মনে ॥
 যা বলো যা কহ নাথ তুমি মোর পতি।
 আলিঙ্গন দিয়া স্নিগ্ধ করহে ভূপতি ॥
 রতিরঙ্গ মোর সঙ্গে কর অবিরোধে।
 পাইবে পরম প্রীতি আশু হৃদবোধে।
 রাজা তাবে ছিল পূর্বে মৃগীকপ ধরা।
 সে দেহ বিগতে হোলো ভূবী মনোহর ॥

হাব ভাব লাবন্যে অংপাজে মোহে মন ।
 রমণী অংগনী আসি যাচিছে রমণ ॥
 বিদ্যাধরী হবে কণ্ঠে করিনু বিতর্ক ।
 দুখপন্থে ওষ্ঠধর প্রভাতেহর অর্ক ॥
 মনে মনে ভাবে রাজা একি পরমাদ ।
 রমিতে উহার মনে মনে হয় শাধ ॥
 কিন্তু ইথে ধন্যভাবে মজিব কলঙ্কে ।
 লোভে কি ডুবিয়ে রব পাপরূপ পঙ্কে ॥
 শৌর্য বলে বঁচুহে কি ভাব মনে মন ।
 বড় যে গেলয়ে অধোভুবনে বদন ॥
 মনবুকে দেখে রাজা বাধ্য কি অবাধ্য ।
 দ্বিগু কবি বলে রামা নহে মোর সাধ্য ॥

পর্যায় ॥

রাজার বচনে বিদ্যাধরী কিছু কয় ।
 কি বলিলে একমুখ তোমার সাধ্য নয় ॥
 রমণ রমণী হোয়ে যাচি পুনঃ পুনঃ ।
 সাধিতে সাধিতে শাধ বিষাদেতে খুন ॥
 রাজাহোয়ে ধন্যধন্য না করে বিচার ।
 কিসে ধন্য কিসে হয় অধন্য সধার ॥
 ধন্যভরে মোরে নাহি আলিঙ্গিতে চাও ।
 রাজ ধন্যে সাক্ষাতে অধন্য কত পাও ॥
 মোরসঙ্গে রমণে নহিবে লঘুপাপ ।
 কেমনে সহিবে মহাপাতকের তাপ ॥

প্রথমেতো ইচ্ছাবাক্য দিবে বিবৰ্জন ।
 দ্বিতীয় উপযাচিকা শ্রী বিবৰ্জন ॥
 তৃতীয় পাতকে রাজা মহাপাপ গনি ।
 তোমার উপরে বধ দিবহে এখনি ॥
 তোমার বিচ্ছেদ নাথ ত্যজিব পরাণ ।
 শ্রী কৃত্য পাতক যে ভুঞ্জিবে মত্তমান ॥
 নাব নার পায়েরধরি সাধিনু রমণ ।
 সখ্যাহোয়ে ভুগি নাথ হইলে শমন ॥
 বধুনা পালক ভুনি দানে কর্ণ দাতা ।
 অরিতে কৃতান্ত প্রায় প্রগল্ভের জাতা ॥
 দেই যাচ চাহে তাহা দেহ সেইক্ষণ ।
 নাহি চাহি বন আমি তুরঙ্গ বারণ ॥
 নাচাহি বিমান গনি যুক্ত রত্নগণ ।
 বস্ত্র অলঙ্কার অন্ন নাচাহি রাজন ॥
 ধেন আলিঙ্গন মাত্র একবার চাই ।
 তথৈ অসামর্থ হৈলে বলিহারি যাই ॥
 বিদ্যাধরী বচনে লজ্জিত নরনাথ ।
 হ'সিয়া ঈষদাপাঞ্জে কৈলা দৃষ্টিপাত ॥
 মনে মনে বিবেচনা করি বহুক্ষণ ।
 এরে ত্যাগ অনোচিত ভাবি কহে ভূপ ॥
 আইস প্রীয়া তোমারেতো আলিঙ্গন দিয়া ।
 চক্ষাধিক শীতল করিব তব হিয়া ॥
 মন্থনের বাক্যে তবে ধড়ে এলো প্রাণ ।
 বলে প্রাণ তুরিতে আমারে কর ত্যাগ ॥

এতবলি ছুই জনে হইল মিলন ।
 উত্তরে উত্তরে ঘের প্রেম আলিঙ্গন ॥
 শুনহ রসিক জন রসের সত্তাষ ।
 বিরচিত খ্রীউমাচরণ কালীদাস ॥

মলাবতীর বিলাপ ও ইন্দ্রউক্তি ।

লঘু-ত্রিপদী ।

গুরুকে তদন্ত, জিজ্ঞাসে অনন্ত,
 কহ কহ গুরুভূপ ।
 গুরু তনয়, মম্বথ তো হর,
 গৌরী যদি যুগীকপ ॥
 কহ এই বাণী, তবে তার রাণী,
 কি কপেতে মনোহিনী ।
 বহে গুরুবর, শুন শিষ্যবর,
 অপকৃপ সে কাহিনী ।
 বাসবের শাপে, দোহে পরিতাপে,
 জীবন ত্যজিল যবে ।
 প্রিয়ঙ্গল সতী, মলাবতী অতি,
 মগ্নহোলো শোকগর্বে ॥
 অশ্রুজলে ভাসি, ইন্দ্রস্থানে আসি,
 বিনয়ে কহিছে সতী ।
 পতিধন জন, পতিসে জীবন,
 পতি যুবতীর পতি ॥

পতির বিহনে, সতীর জীবনে,

কিবা কাষ মুরেশ্বর ।

হোয়ে আত্মঘাতি, হবো পতি সাধি,

পাতক গ্রহণ কর ॥

একপ বিলাপ, করি পরিতাপ,

সতী মরিবারে যার ।

হেরিয়া তখন, সহস্র লোচন,

নিবারণ করে তায় ॥

কন মুরপতি, শুন গুণবতি,

পরিহর পরিতাপ ।

তোমার যে পতি, পাপে দিল মতি,

এই হেতু দেই শাপ ॥

রাজার নন্দন, হবে সেই জন,

কেন দুঃখ ভাব আর ।

দগ হাড়ি ভূনি, জন্ম লোকে ভূনি,

দারা হও গিয়া তরুণ ॥

এখানে, যেকপ, তথা সেইকপ,

মুনাধিক্য নাহি হবে ।

শত্রু বাক্যে ধনী, গঙ্গায় তখনি,

জীবন ত্যজিল তবে ॥

সরোজ নগরে, হেমাক্ষের ঘরে,

মালাবতী জন্ম নিল ।

কপ গুণবতী, মনোহিনী সতী,

দ্বিজ কবি বিরচিত ॥

পয়ার ।

শ্রীপতি বলেন পরে শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 এক পতি দুই পত্নী বিহার যেমন ॥
 গৌরীরে আনিয়া রাজা রাখে উপবনে ।
 নিত্য গভীরাত করে অতি সঙ্গোপনে ॥
 নৃপতি চইলা যেন শরত ভ্রমর ।
 নিশি দিশি মধুপানে মগ্ন নিরন্তর ॥
 দিনে কার কমলিনী সঙ্গে কাম খেলা ।
 বানিনীতে কুমদিনী সঙ্গে হয় মেল ॥
 এইরূপ নৃপতি ভাসয়ে রতি সুখে ।
 নিশাতাগে মনোহরী সহ বুকে মুখে ॥
 দিনে গৌরী সহ রতি হাস পরিহাস ।
 এইরূপ করে রাজা আনন্দ বিলাস ॥
 রাজকার্যে ভূপতির নাহি আর মন ।
 সর্বদা মনস তার করিতে রমণ ॥
 বিদ্যাবতী সনে প্রীতি বাড়িল রাজার ।
 সহজে অযত্ন হোলে সতী বনিতার ॥
 নিজ তাচ্ছল্যতা তবে বুঝি মনোহরী ।
 এক দিন পতি প্রতি কহিলেন তিনি ॥
 কহ নাথ সর্বদা বিমন থাকে কেন ।
 নব প্রেমে প্রেমী হোলে মনে লাগে কেন ॥
 কহ নাথ কোন রামা ভুলাইল মন ।
 সর্বদা করহ ধ্যান তাহার রমণ ॥

মনুখ বলেন প্রিয়া কিছু জানি নাই ।
বল দেখি কবে ছাড়া আছি তব ঠাই ॥
অনিভা সংসার মুখ বলেন ভূপতি ।
দ্বিজ কবি বলে সার কোরেছি ত্রিপতি ॥

মনুখের গৌরী বিহার ।

পয়ার ।

একদিন রাজা গিয়া গৌরীর আলয় ।
মনের আবেশে মজা লোটে রসময় ॥
সায়ং কাল উপস্থিত রায় বলে আসি ।
থাক মুহূর্ত্তেক গৌরী বলে হাসি হাসি ॥
নিত্য নিত্য তার সঙ্গে পোহাও যামিনী ।
ভোমারে লেগেছে ভালো সেই বিলাসিনী ॥
একদণ্ড এলে পরে যাই যাউ বল ।
সে নারী বেঁধেছে মন কোরেছে পাগল ॥
হোক্‌মেনে ঘেরো এখন খেরো গিরে মধু ।
ভালো যত্ন হীনা মোরে পাঠয়াছ বঁধু ॥
তুই পত্নী পতির উদয় এই দোষ ।
রাখিলে একের মন একে করে রোষ ॥
যেন পক্ষে গেলে অলি রোষে কুমুদিনী ।
কুমুদে আইলে মান করে কমলিনী ॥
নরেন্দ্র বলেন মোরে ঘটিল কিদার ।
শঙ্খের কুরাতে তুইদিকে কাটাযার ॥

পুনঃ দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়াতারে রায় ।
 অতি অরাস্তিত হোয়ে নিকেতনে যায় ॥
 হইল রজনী বৃদ্ধি হয় ছাড়াছাড়ি ।
 মনোহিনি সমীপেতে গেল তাড়াতাড়ি ॥
 পতির হেরিয়া সতী বেশ ছিন্ন ভিন্ন ।
 নিরথে পতির অঙ্গে সব রতি চিহ্ন ॥
 দ্বিজ কবি ভণে বাঙ্গা বাক্যে কহে সতী ।
 তিজ্রাসিয়া সবতত্ত্ব জানে রসবতী ॥

খণ্ডিতাব ।

দীর্ঘ চৌপদী-ছন্দ ।

হেরিতে পতির বেশ, কামিনী করিয়া ভেষ,
 মনেতে পাইলা ক্লেশ, বলে একিএকি হো ।
 মনের মানসে রক্ত, বিহারিলে কারসজ্জ,
 রতিচিহ্ন সব অঙ্গে, অনুপম দেখিছে ॥
 কে লুটিয়া সুখভাগ, ভালে সিন্দূরের রাগ,
 অধরে অঙ্কন দাগ, অনুরাগে দিয়াছে ।
 কোন্ নিদারুণ বধু, নখে ক্ষত কৈল বধু,
 নিরস করিয়া মধু, নিঙড়িয়া নিয়াছে ॥
 চুষনে করিয়া ছিন্ন, নেত্র গণ্ডে তিম্র তিম্র,
 দিয়াছে তাঙ্গুল চিহ্ন, ভালো ভালো বেসেছে ।
 পেয়ে সে নারীর ধ্যান, কামে হোয়ে হতভ্রম,
 তার বস্ত্র পরিধান, করিয়া তো এসেছে ॥

প্রাণিয়া কমলহৃদ, মনুলোভে বট পদ,
কেনকোভে প্রায় বধ, বিধি নিগী রোটেজে ।
প্রাটমাচরণ ভবে, শুন শুন চক্ষুমনে,
বতি করি গৌরীমনে, এইদশা ঘোটেজে ॥

পতিপ্রতি সতীর তৎনম ।

সঙ্গার ।

কোন ভরে মনোহী কহে হোরে ফির ।
এট কি সকল নাথ ভজনের চিত্র ॥
কোন ভাষারে নাথ ভাজি ভাস্ম পাঠ ।
ভাষার সাধন ইল সুরাত লক্ষ্যট ।
বনায় ভুলোভে মোরে বারে বারে চাও ।
কোরে'না চাকুরি আর যাও যাও যাও ॥
কেনন কথার কথা ভুলোবাস মোরে ।
কোননু অনুভবল সর্বদাই চে'রে ॥
কোথা যাও আনন্ডাথ মোরে দিয়া কঁকি ।
সকল চক্ষু আমি দেখি তব আঁখি ॥
চক দেখে বুঝায় ভাব যে সকল ।
ভাষাতে পেয়েছি চিত্র মিছে কর ছল ॥
হবেভাব মো'রসঙ্গে ভাদৃশীতো নাই ।
নবনারী রঞ্জিনী পেয়েছ কোন টি ই ।
ভাষাতে হবেনুবি সে নারী মুক্তা ।
নতুন মজিবে কেন মোরে পরিত্রি ॥

ভাবে বলি কুলটা সে মারী অভিপ্রায় ।
 তাই আর নাহি লাগে ভালোহে আমার ॥
 আমি হৈনু পুরাতন নবীনা সে জন ।
 আমার কাছেতে আর নাহি রহে মন ॥
 রতিচিহ্ন দেখি ভাবে বুঝি অনুমানে ।
 বেশ্য হবে হেন কুলবধু নাহি জানে ॥
 চটকে আটক প্রিয় হোলে তারকাইছ ।
 এই জনো আমারে তাছল্য হইয়াছে ॥
 কুলটা সহিত যে জনার প্রেম হয় ।
 কুলবধু শ্রীত তার মনে নাহি লয় ॥
 ভাবের বিষট নাথ দেখি দিনে দিন ।
 কতদিনে মোরশ্রীতে হবে উদারীন ॥
 মুখেথাকো প্রাণনাথ প্রেমসীর সনে ।
 আমার যাহোকু নিবেদন ও চরণে ॥
 ইহাবলি অভিমানে কান্দিছে যুবতী ।
 দেখিয়া মন্থ কহে মধুর ভারতী ॥
 বদন সম্বর প্রিয়ে মুখেদেহ জল ।
 মিথ্যা মিথি কেন শোকে হইলে বিকল ॥
 নিতাস্ত তোমার আমি দিব্যকোরে কই ।
 তোমাছাড়া অন্য রমণীর বশ নই ॥
 কতকষ্টে তোমারে পেয়েছি নাহি ওর ।
 তোমারে তাছল্য কি কখন আছে মোর ॥
 বিনয় বচনে রাজা ভুযিছে ওথ ।
 শ্রীউন্নতারণ চটু করিল রচন ॥

কেন নরপতি তুমি এত নিদারুণ ।
 ভালো ভালো বুঝিলাম তব গুণাগুণ ॥
 ভালো তজা তজিয়ে তজনে দাগা দিলে
 তজনের চিত্র গুলি লুকাতে নাহিলে ॥
 যা হোক তা হোক তুমি তজন প্রদীপ ।
 ঠাকুরাণী প্রতি হোলে এতেক কঠিন ॥
 প্রাণাধিক যে জন য হারে ভালোবাসে ।
 সে নাকি তাহারে ছাড়ি যায় অন্য পাশে ॥
 এ দেন কামিনী ছাড়ি অন্যেতে বিহার ।
 পদ্ম ত্যজি কেতকিনী অনির স্বীকার ॥
 গোপনে করিয়া চুরি না রাখো গোপনে ।
 বল দেখি ঠাকুরাণী কি ভাবিবে মনে ॥
 স্বীয় ছাড়ি পরকীর্য্য কাছে পতি যান ।
 আছে যে স্ত্রীধর্ম্ম তাতে কোরে থাকে মান ॥
 তাতে যদি মনিনীর মানে মোহে মন ।
 পতিকে করিতে হয় সে মান ভঞ্জন ॥
 একবার সাধা মাত্র না সাধিলে নয় ।
 কথার কথায় কোথা মান ভঙ্গ হয় ॥
 জীতেন্দ্রিয় বলিতাম দেখে তব ধ্যান ।
 কপট দক্ষিণ মত এবে হোলো জ্ঞান ॥
 ভাবিয়া তোমার ভাব ঠাকুরাণী দুখি ।
 না হেরিবে তব মুখ আর বিধুমুখী ॥
 রাজা বলে বল তবে উপায় কি হবে ।
 কহ সখি কিসে মোর দুই কুল রবে ॥

সখী বলে যে মান কদাচ বা খণ্ডায় ।
 চরণে ধরিলে রাগ যায় কি না যায় ॥
 আমি কোরে দিতে পারি প্রীতি তার সনে ।
 যদ্যপি পালন কর আমার বচনে ॥
 মন্থ্য বলেন তুমি যখন যা কবে ।
 না করিব আমি তাতে শুন সখি সবে ॥
 সহচরীগণে বলে শুন হে রাজন ।
 অদ্য যামিনীতে তথা করিহ গমন ॥
 ক্রীড়মাচরণ বলে মান হবে জীবন ।
 গেল তথা করিতে সংবীর্ণ ॥

মন্মোহিনী প্রতি সখীগণের উক্তি :

চুতীন্দ্র ।

শুন শুন শুন গো' পতিব্রতা ।
 নায়কে সাধিতে হইনু রতা ॥
 কহিতে বিশেষ, অনল কি শেখ,
 হৃদয়ে লাগিল তাহার কথা ॥
 সাধিয়া সাধিয়া সপূটপানি ।
 কাঁদিয়া কতক কহিনু বাণী ॥
 তোমার লগিয়া, যামিনী জাগিয়া,
 ক্ষেদ্যমানে বসি আছেন রাণী ॥
 তোমা প্রতি একে আছিল বামে ।
 অধিক জ্বলিল তোমার নামে ॥
 শেষে সবে গিয়া, চরণে ধরিয়',

‘মতী’ চিত্রভাস্কর কবি । ১২৫

শুন ওগো সহচরি, এখন বল কি করি,
 না বুঝে করিনু তারে হেলা ।
 মান করি পরিহারি, সে সাথে চরণে ধরি
 বিনয়ে যাচিল রতি খেলা ॥
 কোপে মানে মজি আসি, তাজিলাম নিজ স্বামি,
 সে যদি করিয়া ইথে রাগি ।
 অন্য ভবনেতে গিয়া, সেই বিলাসিনী নিয়া,
 করে যদি সুখে কাম যাগি ॥
 কলীমানিনী রয়, অলির কি ভাণ্ডে বয়,
 কুমুদিনী তারে রতি যাছে ।
 অত্রৈব সখীগণ, নাথে কর অবৈষণ,
 আমার ভেমনি হয় পাছে ॥
 এদ গরাধীন যেই, কেন মান করে সেই,
 মনসার খাটে কই জোর ।
 তাজিয়া আমার স্থল, তাহার কি ক্ষতি বল,
 যে ক্ষতি সে ক্ষতি হবে মোর ॥
 কে অনাদর করে, অন্যে লয় সনাদরে,
 পুরুষ সে গরশ রতন ।
 আমি হেন প্রাণধনে, মানিনী হইয়া মনে,
 করিলাম তার অযতন ॥
 মরি মরি প্রাণ যায়, মান কোরে একি দায়,
 কি হবে সজনী মোরে বল ।
 মতিলাম প্রেমসিক্ত, না উঠিয়া সুখা বিস্ত,
 উঠিল বিচ্ছেদ হলাহল ॥

১২৬ সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য।

মনোহরে মথিছে প্রাণ, সে বিনা না দেখি ত্রাণ,
 কর সখী তাঁহার বিধান।
 কোথা গেল প্রাণধনি, কামে মুগ্ধ মুগ্ধ মন,
 পেয়ে মোর কাছে অপমান ॥
 কাস্ত বিনা প্রাণসহি, সকল বিপক্ষ ল'খ,
 অনল সমান এ অনীল।
 গুপ্তরবে হানে শূল, এ দেখ অশুকুল,
 কলরব করিছে কোকিল ॥
 বিষাক্ত বিনোদবেশ, বেণী মোর হৈল শে
 বটাইছে জীবনে বিষাদ।
 পরকীর মুখে সুগী, পরে দুখ দিলে দুখ,
 রমনীর জীবনে কি শাধ ॥
 শুন ওলো সহচরী, আর না ধৈর্যজ পরি,
 রজনী যাইছে অকারণে।
 আশ্রু মিলাইয়া কাছে, তারে দিলে প্রাণ বাঁচে,
 শ্রীউমাচরণ চউত্তরে ॥



রাজার প্রতি সখীগণের উক্তি।

পর্যায়।

একপেতে মনোহিনি বঞ্চায় যামিনী।
 কলহাস্তরিতা হোয়ে তাপিতা কামিনী ॥
 প্রভাতে উঠিয়া তাঁর সহচরীগণ।
 রাজারে বিরলে পেয়ে কহিছে তখন ॥

করিলাম রাজী স্থতি প্রণামে ॥

রমণীর কেন এতেক মার ।

পায়ের ধরিলেও অসমাধান ॥

যাহা শেষ রয়, তা করিতে হয়,

অন্যন্ত কিছুই নহে বিধান ॥

পরম চতুরা সজ্জনিগণে ।

লাগাইল ধ্যান দোহার মনে ॥

তেন গুণ ধরে, দিনে নিশীকরে,

শ্রীউমাচরণ সরসে ভণে ॥

অথ স্বাধীন তর্জুকাতার ।

সুদীর্ঘ দ্বিপদী ।

সখিবৃন্দে শুনি ধনী, আসিবেন গুণনতি,

উপজিল সুখ শাপ মনোদুঃখ নাশিয়া ।

আছে কান্দ উদ্দীপনে, পথ চাহে ফণে কণে,

হেমকালে রসরাজ মিলিলেন আসিয়া ॥

মুখে মুছছাসি ধরি, অপাঙ্গে সজ্জিত করি,

লাজতে ঢাকিল তনু নীলায়র ঝাঁপিয়া ।

পাসরিব সব দুঃখ, পতির সোহাগে সুখ,

পুলকে লোমাঞ্চ তনু বন উঠে কঁপিয়া ॥

শুনহে নাগর রায়, নিবেদন রাজাপায়,

দিলাম যৌবন ধন মনে সাধি করিয়া ।

না চাহিও অন্য পানে, না বাইও অন্য স্থানে;

তা যদি করিবে নাথ প্রাণে বাবে মরিয়া ॥

নারকোক্তি ।

লঘু-চৌপদী ।

কহিছে নাগর,	ওগের সাগর,
আপনি যা কর,	শুনলো ধনী ।
বিহনে তোমার,	সব শূন্যাকার,
ধন কোন ছ'র,	প্রাণে না গণি ॥
দিল তোমা বিধি,	হৃদয় সন্নিধি,
অলনিধি নিধি,	অধিক মানি ।
কথা বলো একি,	মৃত্যুদারে ঠেকি,
তবু বলি দেখি,	বদন থানি ॥
মনের মতন,	হৃদয় রতন,
কতেক যতন,	অঁখির মণি ।
শোভয়ে একপ,	কি কব সে কপ,
মণিতে যে কপ,	ভূষিত কণী ॥
বিচ্ছেদ অনবে,	মদ্য হবো তবে,
রক্তগত যবে,	হইবে শনি ।
দ্বিজের রচিত,	পীরিত ললিত,
কবিতা ভুলিত,	কনকাবনি ॥

দম্পতির পুনঃ প্রণয় ।

পর্যায় ।

কামিনী বলেন কাস্ত কত কর তান ।

যত ভালোবাসো নাথ তাবে গেল জানা ॥

তুমি আমি ভিন্ন নহে কহিছে রাজন ।
 অন্যোতে প্রবর্তি মোর না হয় কখন ॥
 আইনলো প্রেমনি আগে হই এক অঙ্গ ।
 পশ্চাতে কহিব আমি ইহার এসঙ্গ ॥
 পতিপ্রতি সতী ক্ষমা করি সর্ব দোষ ।
 রতিদানে করিলা পতির পরিতোষ ॥
 রসলাপ কলাপের সমাপ্ত সময় ।
 বিদ্যাধরীর কখন রাজা সব কর ॥
 কুনিয়া কিবা আশ্চর্য লাগে তাঁর মনে ।
 পূর্ব দ্বন্দ্ব দুঃখ যত মরিল জীবনে ॥
 যতেক তাঁহার প্রতি আছিল বিরাগ ।
 জ্বনি বিদ্যাধরী কথা বাড়ে অনুরাগ ॥
 কুনিয়া আশ্চর্য লাগে হেরিলে কি হয় ।
 তেরিব তাহারে প্রভু আনো নিজালয় ॥
 রাজা বলে তবে তুমি পরাণ ধরিবে ।
 হেরিলে চক্ষেতে প্রিয়া হিংসার মরিবে ॥
 পতির বচনে তবে কহিতেছে রামা ।
 সুবণ সদৃশ নাকি হোতে পারে তামা ॥
 আর দেখ জমরের কামিনী অনেক ।
 কতু নাকি হয় পদ্মিনীর প্রেমে ঠেক ॥
 ইন্দ্রের শতেক বিদ্যাধরী আছে যদি ।
 শচির যে ভাব সেই ভাব নিরবধি ॥
 আহসে সহস্র গোপী মাধবের রাধা ।
 তেমতি তোমার আমি শতীরের আধা ॥

সত্যসত্যচন্দ্রভাস্কর কাব্য ।

একতো শতক কেন হোক না রমণী ।
অমি যে সে আমি নাহি শুন গুণমণি ॥
প্রিয়ার বচনে হর্ব উপজ্ঞে অশেষ ।
হৃদ কবি কহে গৃহে আনিল নরেশ ॥

নরমথের রাজ্য ভোগ ।

অতি ক্ষুদ্র পরার ।

প্রিয়ের সঙ্গ । কত রক্ত তঙ্গ ॥
সুখাঙ্কুরে দেহ । নাহি হর শ্বেহ ॥
রাজ্য করে সুখে । পরম কৌতুকে ।
নব দেব আদি । কেহ নহে বাধী ॥
করি বহু বল । শাসে ভূমণ্ডল ॥
রক্ষা শিষ্টজন । দুর্জয়ের দমন ॥
পূজা হোম যাগ । ব্রতে অনুরাগ ॥
দেব পুত্র ইন্দ্ৰ । পদে মনোনিষ্ঠ ॥
জ্যোতির্দীপ দীপ । সত্য যুধিষ্ঠির ॥
অতি শান্ত দান্ত । নানা গুণে প্রাস্ত ॥
মহা বীর্যবন্ত । চৌর্যবন্ত ক্ষন্ত ॥
সবে গায় যশ । আরাধনে বশ ॥
হেন মহে রাজ্য । করে নানা কার্য ॥
বিজ্ঞ কবি শিষ্ট । রচিত সুনিষ্ঠ ॥

পরার ।

মহা পুণ্যে রাজ্যভোগ করে নরমাথ ।
সদা মহাপ্রাণ বুধ বন্ধুবর্গ সাত ॥

অকাতরে মহারাজা করে ধন দান ।
 ছফের দমন পণ্ডিতের রাখে মান ॥
 ভাগবত ভূদেবেষ্টপদে মনোনিষ্ঠা ।
 কালীকান্দ প্রতিমূর্ত্তি করিল প্রতিষ্ঠা ॥
 কিবা হোম যাগ তাঁর নানা মহোৎসব ।
 দিনে দিনে রুচি হোলো অতুল বৈভব ॥
 ভাগবত শুনে ভক্তি করি গরিসী ।
 রাখে বৈষ্ণবের ধর্ম করি একাদশী ॥
 নাগোহিনী সতী আর সহ গৌরীবতী ।
 দুজন্য প্রতীতি রাখে নরপতি ॥
 নানা সুখভুঞ্জি ভূপ সহ বিদ্যাপরী ।
 ভোগপূর্ণ হৈল গেল অমরনগরী ॥
 নিজ কাম্য সফল রঞ্জে রমণ বিলাশ ।
 নিত্যা নিত্যা নবমুখ নৃহন উল্লাশ ॥
 এইরূপে দম্পতী ভুঞ্জিতে কিছুদিন ।
 সুসঙ্গ যুত সুত জন্মিল তিন ॥
 বালাপরে পৌগণ্ডে সুবিদ্যা উপার্জন ।
 ক্রমেতে যৌবন প্রাপ্ত তাই তিনজন ॥
 কটাকরি নৃপতি দিলেন পাণিগ্রহ ।
 স্থাপন করিল। এক বিষ্ণুর বিগ্রহ ॥
 নানাস্থানে নানা দান রাজা গদ গদ ।
 পুত্র পৌত্র পৌত্রবধু ইত্যাদি সম্পদ ॥
 এইরূপে কিছুকাল করি সুখভোগ ।
 অবশেষে নৃপতির রক্ষামহা যোগ ॥

প্রধান প্রধান প্রজা আনিয়া রাজন।
 জ্যেষ্ঠসুতে রাজ্যভার করে সমার্পন ॥
 সত্যশন নামে মন্ত্রী মহাভাগবত।
 নৃপতির পরমাত্ম হরিগুণে রত ॥
 প্রার্থ্যো পত্তোগ শেষে রাজা মহার্ঘ।
 মন্ত্র কাছে গিয়া ভুগ চাহে পরামর্শ ॥
 উচিত কর্তব্য মোরে বল মন্ত্রিবর।
 ক্রিপে পাইব আমি প্রভু দামোদর ॥
 দিবর বাধনে মম নাহি শাধ আর।
 বিশ্বকবি কহে হরি ভরসা তোমার ॥



সত্যশন মন্ত্রির রাজার প্রতি হরিভক্তি উপদেশ :

ত্রিপদী।

মন্ত্রিবলে মরণশয়, সংসার অনিত্যময়,
 অর্থ তাতে অনর্থের মূল।
 বাড়াইয়া মিছামায়া, তাই বন্ধু মুক্ত জায়া,
 সেই ভদ্র বস্ত্র প্রতিকূল ॥
 মর্ত্যের জানিহ ছায়া, নশ্বর আপন কারা,
 জীবন জীবন বিদুপ্রায়।
 কবে আছে কবে নাই, নিশ্চয় জানিহ তাই,
 রাখোনন সেট রাজাপায় ॥
 যেই প্রভু নারায়ণ, নিরাকার নিরঞ্জন,
 বিদ্যাময় সত্যসনাতন।

সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য । ১৩৫

সর্বব্যাপ্য সর্বৈশ্বর, তাঁরপদ সারকর,
 এড়াইবে ভবের বন্ধন ॥
 একান্তিক করিমনে, যেই তজে নারায়ণে,
 সেই পায় তাঁহার চরণ ।
 ক্রীড়াচরণ বলে, হরির চরণ তলে,
 দীনে রূপা কর নারয়ণ ॥

বন্দ্যের তীর্থযাত্রা ।

ত্রিপদী ।

পাত্রব্যাক্যে করিভর, স্বস্তীকেষে নৃপবর,
 চলিলেন তীর্থ পর্যটনে ।
 বারানসী রূদাবন, আদি তীর্থ দরশন,
 করে রাজা আনন্দিত মনে ।
 নাথ্যেতে প্রয়াগে স্নান, করিয়া বিপুলদান,
 কহদিনে অযোধ্যা যাইল ।
 গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, প্রভাস পুরুষোত্তমে,
 নরপতি সুখেতে ভ্রমিল ॥
 এবস্তিধ তীর্থ যত, ভ্রমিয়া নৃপতি কত,
 অবশেষে গেলা তপোবন ।
 সাধিতে তপস্শাবিত্ত, হরি পাদ পদ্মোচ্চিত্ত,
 একান্তত করিয়া রাজন ॥
 অতঃপরে জায়া পতি, যোগধর্ম্মে দিলামতি,
 যোগাসনে বসিল দুজন ।

কলিত্বসে হোয়ে মন্ত, চেষ্টাকরে সারত্ব,

করে দৌহে বিষ্ণুর স্তবন ॥

জীউমাচণ কম, কৃপাকর কৃপাময়,

মম বাক্য তোমার অযোগ্য।

কহি হে ভক্তি জোরে, এই ভিক্ষা দেহ মোবে

এই স্তব হোক তব যোগ্য ॥



ত্রিচরিত্রিশং বর্ণে বিষ্ণুর স্তব।

পর্যায়।

অচ্যুত অনন্ত অহর্য মি অনন্ত ক্ষেত্র।

অদীনে অতর দেহ অরবিন্দ রেত্র ॥

অক্ষরূপ আদি নিরঞ্জন আপময়।

আকার আকার হীন আকাশ আশ্রয় ॥

ইচ্ছাকরি ইচ্ছাময় দেহ পদছায়া।

ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রনাথ ইন্দীবর কার্য ॥

ঈশ্বর ঈশান আয় ঈশ ত্রিভুবনে।

ঐদৃশ ষাতিনে রক্ষা ঐবৎ ঐক্ষণে ॥

উপেন্দ্র উল্লাস দাতা উৎপাতক অন্ধি।

উত্তমে উত্তম কপে উগ্র উপলক্ষি ॥

ব্রহ্মত! উপরত্বা তুমি উদ্ধৃগামি।

উকার স্বরূপ উনপঞ্চাশের স্বামি ॥

ঋতব্রত ঋকৃরূপ ঋষিগণার্চিত।

ঋদ্ধিকপা তুমি ঋদ্ধিপতির বন্দিত ॥

সতীষ চিত্তভাস্ত্র-কাব্যঃ

স্বরূপ কিন্তু ক্রীড়া সদা ঝর তলে ।
 স্বপতির রিপুকে না স্ব অর্পিলে ছলে ॥
 এক একাধিক তুমি একান্ত অনন্ত ।
 একে একে সৃষ্টি এককালে কর অনন্ত ॥
 ঐহিক ঐশ্বর্য ঐন্দ্র জালিকের প্রায় ।
 ঐরি তুল্য ভাবে মন ঐ রাজ্যপায় ॥
 ওষ্ঠাধর রক্ত প্রভা ওদন প্রদাতা ।
 ও বর্ণে ও শব্দবাগে জিহুবন জাতা ॥
 উষ্ম স্বরূপ গুণ উদারো উৎসব ।
 উরষে উদ্ভৃতি তব ইন্দ্র পাতা অর্ক ॥
 কক্ষ রূপাসিকু তুমি কুতাস্ত্র ক্রীন্দন ।
 কিসের কণিকাদানে কেন হে রূপণ ॥
 খণ্ডেছে বাহন স্বর্গী খলে খর্বকারী ।
 খিন্ন জাছি তব খেদ খণ্ডাও মুরারি ॥
 গোপশিশু গাবি বৎস গোকুলে পালন ।
 গৌরবে গোপনে লীলা সহ গোপীগণ ॥
 ঘনশ্যাম ঘনাক্ষে চন্দন ঘন সার ।
 ঘৃণ্যে ঘৃণা তাজি অশ্রি দেহ এইবার ॥
 ঢকী চক্রপানী চতুর্ভুজ ফিরে চাও ।
 চিন্তামণি চিন্তি চিন্তে নিশ্চিন্ত করাও ॥
 হস্ত ছাত্র তুমি তুমি গুরু চারি বেদ ।
 হলে ছোট কৈলে বলি দর্প করি ছেদ ।
 ক্ষয় জ্যোতির্ময় জগন্নাথ জগন্ময় ।
 জন্মে জন্মে জঠর যাতনা নাহি সর ॥

বুনু রুণু রুণু বুনু মঞ্জীর ব্যক্তিহ ।
 কর কর করে নেত্র নিবার ব্যক্তিহ ॥
 টলাটল আমি পাপে প্রাণ টল টল ।
 টলিলে টানিয়া টিকি লবে যম বল ॥
 ঠেলনা ঠাকুর ঠাঞী দেহ রাজাপদে ।
 ঠিক নই ঠিক হই ঠেকিয়া আপদে ॥
 ডরকূপে ডুবিয়া ডাকিলে যার শঙ্কা ।
 ডগমগ হর তনু বাজে তার ডকা ॥
 ঢঙ্গ আমি ঢলেছি তারিতে নাহি কেউ ।
 ঢলাঢল অঙ্গে লাগে ঢেবু ছুঃ ছেউ ॥
 তনু তব হরজিণী তব্ধে তব্ধস্ত্রীম ।
 তনয়ে তুরিতে ত্রিগুণেশ কর আশ ॥
 থর থর কাঁপি হির নহি তব দায় ।
 হিঁচিন্ধ হিঁচি হুল দেহ রাজাপদে ॥
 দমনে দর দনুজ কুমল দয়াময় ।
 দুঃখ দূর কর দীনে দিয়। পদাশ্রয় ॥
 ধর্ম্যপক্ষে পরাধর খারি ধরাজাত্য ।
 ধানে ধায়াহীন পরা ধরা ধীশ ধাত্য ॥
 নন্দসূত নরসিংহ নিত্যান্ত নিষ্ঠুর ।
 নরক নাশন দীনে নহ নিদাক্ষণ ॥
 পরম পুরুষ পূর্বাপর পরাৎপর ।
 প্রপন্ন প্রসন্নপক্ষে প্রভু রক্ষা কর ॥
 ফণি রাজশায়ী ফণি ফণার্চিত পদ ।
 কল দেহ কলী তুমি কৈবল্য কলদ ॥

ভগবান ভবভাব্য নাশি ভুবিভার ।
 ভিন্ন ভাব ভাগিতত্ত্ব এমহে বিচার ॥
 মহোদধি মন্থনে মন্দার পৃষ্ঠদেশে ।
 নাগাতে মোহিনী হোরে মোহিলে মহেশে ॥
 যত্ননাথ যজ্ঞেশ্বর যশসী মন্দর ।
 যথার্থ যুদ্ধদ যথার্থ সনাতন ॥
 রম্যনাথ রম্যরমা রক্ত পদ ছবি ।
 রক্তমী রক্তক রাগ রঞ্জে লুক্ক রবি ॥
 লক্ষ্মী তি লক্ষ্মী লুক্ক ললিত লাবণ্যে ।
 লোভে লোভ লোভহীন লীলা বিন্দ রণ্যে ॥
 বিষ্ণু বরদাতা বিনাপানি বিবন্দন ।
 বিপাক নাশক বিধি বৃষভ বাহন ॥
 শঙ্ক শঙ্ক শঙ্ক শিশ্য শাশ্য শঙ্কু গুরু ।
 শরীরে শরীরীশ্বর শরাশন ভুরু ॥
 বডলুক বডশাস্ত্র বডরিপু বধ ।
 বটকম্ব স্বকপ শ্রীমুখাজে বটপদ ॥
 সর্কীয়াপী সর্কীসীল সর্কী সারাৎসার ।
 সদরে সম্প্রতি কর সঙ্কট সংহার ॥
 হলানুধি হোরে হল হস্তে অরিকর ।
 হরি হরি হয় গ্রীব হবে কি সদর ॥
 ক্ষেত্রক কিরোদ শায়ী ক্ষেত্র কর কর ।
 ক্ষেত্রে ক্ষমিতা ক্ষেত্রে দেহ পদাশ্রয় ॥

দম্পতির কৈবল্য প্রাপ্ত।

ত্রিপদী।

এইকপে যোগাশনে, স্বব করি নারায়ণে,
ধ্যানযোগে তাজিল জীবন।
আইল কুমুম রথ, দোহে হোয়ে বিষ্ণুবত,
বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥
কেহবা মুকুতুহলে, পুষ্পমালা দিল গলে,
কেহ দেয় শীতল জীবন।
এইকপে লয়ে সঙ্গে, বিষ্ণু দূতগণ সঙ্গে,
উত্তরিল কৈকুট ভুবন॥
বিষ্ণু দূত করিম্বেহ, চামর ঢুলায় কেহ,
কেহ দিল মুগন্ধি চন্দন।
গোবিন্দের গুণগান, গ্রাহ হৈল সমাধান,
হরি হরি বল সর্বজন॥
শ্রীগুরু চরণে মন, করি এই নিবেদন;
পূর্ণকর মন অভিলাষ।
অবগে মধুর আবা, রচিল ললিত কাব্য,
শ্রীউন্যচরণ কালীদাস॥

সমাপ্তোঃ গ্রন্থঃ॥

শ্রীশ্রী দুর্গা ।

শরণং ।

সতীত্‌চিত্রভানুকায় ।



ইন্দ্রাজি নিবাসি

কণ্ঠস্থিত দ্বিমুখ টমচরণ চট্টোপাধ্যায়

কাব্য মহাশয় কত্‌ক

অসংখ্য প্রবন্ধে আলাবিধ হইলে বিরচিত ।

ইদানী

শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর লাহার

আদেশানুসারে । -

কলিকর্তা ।

চিৎপুর রোড্‌ ২৭১২ নম্বর কবিতারত্নাকর

যন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশ্য হইল ।

শকঃ ১৭৮২ মাহ-২৩ কার্তিক ।

আমি বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন পূর্বক এই অতি নব কাব্য
 প্রস্তুত করিলাম । ইহার অধিকাংশই মজ্জাচিত এবং
 ক্রিয়দংশ ত্রুটিবিশিষ্ট ও অম্যান্য মান্য গ্রন্থোদ্ধৃত । এই পুস্তক
 সুবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে
 সন্দেহ রহিত সম্বোধিত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ বঙ্গীয়
 স্রীলোক ইহার বিবরণ বিশেষ রূপে জানিলে সতী হের
 উদাহরণ স্বরূপে ধর্মজ্ঞান শিক্ষাকরিতা তদনুসরণে সমর্থ
 হইবে । এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সন্নিধানে ক্ষুতি সম্বোধনে
 আমার নিবেদন এই, যে তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃ
 সর এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এক এক বার পাঠ করেন,
 তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা হয় ॥

এই পুস্তক খানির রচনা সমাপ্ত হইবা মাত্রই
 প্রকাশ করিয়াছে, সুতরাং সমরাতাবে কোন পণ্ডি-
 তর দ্বারা সংশোধন করানো হয় নাই, অতএব ইহাতে
 চিনার কিম্বা ভাবের দোষ থাকিবার সম্ভাবনার ভাবনা
 দ্রষ্টব্য করিতে হয় কেন না আমার অল্প বুদ্ধি অর্থাৎ
 ক্ষেত্র পুস্তক রচনা বিষয়ে দোষ বিরূহ এমন কোন মতে
 হইতে পারে না, কিন্তু তদোষোদ্ধার বিষয়ে সাহস এই,
 যে সরল স্বভাব সাধুলোক শূর্ণের ন্যায় স্বভাব গুণে গুণ
 হরণ পূর্বক দোষ পরিত্যাগ করিতে ক্রটি করিবেন না ।
 কিন্তু আশঙ্কা ও হইতেছে পাছে অসাধুরা চালনের ন্যায়
 ভাব বশতঃ সারভাগ ত্যাগ পূর্বক অসারাত্মক গ্রহণ
 করেন, তা, কি করা যায় ॥

ঐতিমাচরণ শর্মা ।

শ্রীশ্রীভূগ।

শরণং ।



মঙ্গলাচরণ ও চিত্রাভাষা :

শ্রী কালীর পদাঙ্কুজে, মজরে স্ব মন ।
উদ্ধার হইবে তবে, ছেঁবেনা শমন ॥
নায়াতে কি নক্ষ হোয়ে, রবে চিরদিন ।
চরমে কি হবে, নাহি ভাব কোনে দিন ॥
রক্ষা ছ নিশ্চিন্ত কেনে, ওরে মূঢ় মন ।
গঙ্গকপ কালী কপ, চিন্তা অনুক্ষণ ॥
চঞ্চল স্বভাব তব, বুঝালে বুঝনা ।
টুলাটল পাপে তুমি, জেনে কি জাননা ॥
টলিলে টানিয়া টিকি, লবে যম বল ।
পার হোতে চাও যদি কালী কালী বল ॥
য্যায় যারে যোগীগণ, নরন মুদিয়া ।
যমের সমস্ত পদ, যে পদ পূজিয়া ॥
করেন যে গুণোগান লিখ পঞ্চ মুখে ।
বিধাতা জপেন যেই, নাম চতুশ্চুখে ॥
বিশ্বময়ী তারা যিনি, সংসারের সার ।
রতি নতি রাখ মন, শ্রীচরণে তাঁর ॥
চি-স্তিত হোয়ো না মন, এ তবে ভরিতে ।
ভরিতে অরার কালী ভজ এক চিত্ত ॥

ব্রহ্মবর্ণন	...	৩
সবুস্বামী বন্দনা	...	৫
কালীকায় স্তব	...	৭
গ্রন্থকারের পরিচয়	...	৫
গ্রন্থ সূচনা	...	৭
শ্রী শিখো কথোপকথন	...	৯
গ্রন্থাবলি	...	১৬
মন্মোহিনীর স্বপ্ন দর্শন	...	১৭
কুমারী প্রতি সখীগণের প্রবেশ দান	...	২২
মন্মোহিনীর দ্বিতীয় স্বপ্ন দর্শন	...	২৫
নিজাভ্যন্তে মন্মোহিনীর বিশ্রাম	...	২৮
মন্মোহিনীর আক্ষেপ উক্তি	...	৩০
সমরগ রাজার ইতিহাস	৩২
মন্মোহিনীর শিবস্বামী	...	৪০
মন্মোহিনীর বিবাহ	...	৪৩
মন্মোহিনীর কামল ভোজন	...	৪৫
সুক সম্রাট	...	৪৭
মন্মোহিনীর বিরহ বিষাদ	...	৪৮
মন্মোহিনীর বিরহ ও বসন্ত বর্ণনা	...	৪৮
রাজমহিষীর প্রতি সখীগণের উক্তি	...	৫৪
সমরগ উদ্যোগ	...	৫৬
মন্মোহিনীর সরোজ নগরে যাত্রা	...	৫৭
উদ্যান বর্ণন	...	৫৯
নাটক নাট্যকার পদসম্পন্ন দর্শন	...	৬০
মন্মোহিনীর ইচ্ছাবলী	...	৬২

গাঙ্গে হরিজাদি প্রদান	...	৬
পানি গ্রহণ বর্ণনা	...	৮
দম্পতীর স্বদেশে গমন	...	১১
মনোহিনীর কুলশয্যা ও বাসর বর্ণন	...	১২
অক্ষয় বিহার	...	১৫
প্রণয় বর্ণনা	...	১৭
রাজার ও রাণীর কানন বিহার এবং রাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ ও ব্রাহ্মণের প্রতি রাণীর শাপ	...	১৮
মহারাজের যোগাবলম্বনে জীবন ত্যাগ	...	৮৩
রাণীর কাননে বিলাপ	...	৮৪
মনোহিনী কর্তৃক শিব স্তুতি	...	৮৬
রাণীর সহিত মন্ত্রির সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে রাজ্যত্যাগে ওয়া	...	৮৭
মনোহিনীর প্রতি এক যুবকের কট্ট উক্তি এবং তাহার প্রতি মনোহিনীর উক্তি	...	৮৯
মনোহিনী কর্তৃক কালীকার স্তব	...	৯২
সর্পাঘাতে যুবকের প্রাণত্যাগ	...	৯৩
মনোহিনীর দেবতাদিগকে শাপ দানোদ্যম	...	৯৩
দেবতা কর্তৃক বিকুর স্তুতি	...	৯৫
দেবগণের বিকুর প্রতি উক্তি ও দৈববাণী প্রাপ্ত এবং মনোহিনীর নিকটে আগমন	...	৯৬
বিকুর বিশ্বালক বেশে মনোহিনী নিকটে আগমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন	...	৯৭
বিশ্বালক মনোহিনীর পতির মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করণ এবং তাহাকে মৃত্যুকন্যা ও কাল যমাদি	...	৯৭

বিশ্ব বালক বেশে বিষ্ণুর দেবগণের সহিত মনোহিনীর	
পতির প্রাণদান নিমিত্ত কথোপকথন	১০৪
মনোহিনীর পতির জীবন প্রাপ্তি ও দেবগণের স্বহানে গমন	
ও মনোহিনী পতি সহিত গৃহে আগমন ও পৌলব ঘৃনির	
বাক্যক্ষুর্তি	১০৭
মনুখের মৃগয়া ও গৌরীর মৃগীদেহ ত্যাগ	১০৯
গৌরী বিদ্যাধরীর পরিচয়	১১১
বিদ্যাধরীর প্রতি রাজার প্রভাস্তর	১১৩
মালাবতীর বিলাপ ও ইন্দ্রউক্ত	১১৬
মনুখের গৌরী বিহার	১১৯
খণ্ডিতাভাব	১২০
পতিপ্রতি সতীর ভৎসনা	১২১
মানিনী বর্ণন	১২৩
কলহাস্তরিতা বর্ণন	১২৪
রাজার প্রতি সখীগণের উক্তি	১২৬
মনোহিনী প্রতি সখীগণের উক্তি	১২৮
স্বাধীন ভর্তৃকাতাব	১২৯
মায়কোক্তি	১৩০
দম্পতির পুনঃ প্রণয়	ঐ
মনুখের রাজ্যভোগ	১৩২
সত্যশন মন্ত্রির রাজার প্রতি হরিতত্ত্ব উপদেশ	১৩৪
মনুখের তীর্থ যাত্রা	১৩৫
ত্রিচক্রাঙ্কিত বর্ণে বিষ্ণুর স্তব	১৩৬
দম্পতির কৈবল্য প্রাপ্তি ও প্রস্থ সমাপ্ত	১৪০

পাত্রে হরিজাদি প্রদান	৬৩
পানি গ্রহণ বর্ণনা	৬৬
স্পর্শের স্বদেশে গমন	৬৮
মনোহিনীর ফুলশয্যা ও বাসর বর্ণন	৬৯
মঞ্চ বিহার	৭৫
মণ্ডপ বর্ণনা	৭৭
রাজার ও রাণীর কানন বিহার এবং রাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ ও ব্রাহ্মণের প্রতি রাণীর শাপ			৭৮
রাজার যোগাবলম্বনে জীবন ত্যাগ	...		৮০
রাণীর কাননে বিলাপ	...		৮৪
মনোহিনী কর্তৃক শিব স্তুতি			৮৬
রাণীর সহিত মন্ত্রিসম্মেলন এবং তাঁহাকে রাজ্যভারদেওরা			৮৭
মনোহিনীর প্রতি এক যুবকের কটু উক্তি এবং তাঁহার প্রতি মনোহিনীর উক্তি			৮৯
মনোহিনী কর্তৃক কালীকার স্তব			৯২
পাঁচাতে যুবকের প্রাণত্যাগ			৯৫
মনোহিনীর দেবতাদিগকে শাপ দানোদ্ভব			৯৬
দেবতা কর্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি			৯৫
দেবগণের বিষ্ণুর প্রতি উক্তি ও দৈববাণী প্রাপ্ত এবং মনোহিনীর নিকটে আগমন			৯৬
বিষ্ণুর বিশ্রাবলক বেশে মনোহিনী নিকটে আগমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন			৯৭
বিশ্রাবলক মনোহিনীর পতির মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করণ এবং তাঁহাকে মৃত্যুকন্যা ও কাল যমাদি			৯৯

বিশ্ব বালক বেশে বিষ্ণুর দেবগণের সহিত মনোহিনীর	
পতির প্রাণদান নিমিত্ত কথোপকথন	১০৪
মনোহিনীর পতির জীবন প্রাপ্তি ও দেবগণের স্বহানে গমন	
ও মনোহিনী পতি সহিত গৃহে আগমন ও পোলব ঘুরির	
বাক্যকুর্চি	১০২
মনুখের মৃগয়া ও গৌরীর মৃগীদেহ ত্যাগ	১০৯
গৌরী বিদ্যাধরীর পরিচয়	১১১
বিদ্যাধরীর প্রতি রাজার প্রত্যুত্তর	১১৩
মালাবতীর বিলাপ ও ইন্দ্রউক্ত	১১৬
মনুখের গৌরী বিহার	১১৯
খণ্ডিতাভাব	১২০
পতিপ্রতি সতীর ভৎসনা	১২১
মাবিনী বর্ণন	১২৩
কলহাস্তরিতা বর্ণন	১২৪
রাজার প্রতি সখীগণের উক্তি	১২৬
মনোহিনী প্রতি সখীগণের উক্তি	১২৮
স্বাধীন ভর্তৃকাতাব	১২৯
নাগকোক্তি	১৩০
মল্পতির পুনঃ প্রণয়	ঐ
মনুখের রাজ্যতোগ	১৩২
সত্যশন মন্ত্রির রাজার প্রতি হরিভক্তি উপদেশ	১৩৪
মনুখের তীর্থ যাত্রা	১৩৫
জিচ্ছারিংশৎ বর্ণে বিষ্ণুর স্তব	১৩৬
মল্পতির কৈবল্য প্রাপ্ত ও গ্রহ সমাপ্ত	১৪০
চতুর্কাব্য	

শ্রীশ্রীহর্গ। ১

শরণং ।



মঙ্গলাচরণ ও চিত্রকাব্য ।

শ্রী কালীর পদাযুজে, মজরে স্বমন ।
উদ্ধার হইবে তবে, ছোঁবেনা শমন ॥
না-রাতে কি মুক্ত হোয়ে, রবে চিরদিন ।
চরমে কি হবে, নাহি ভাব কোনা দিন ॥
র-য়েছ নিশ্চিন্ত কেনে, ওরে মূঢ় মন ।
গ স্বরূপা কালী রূপ, চিন্ত অনুক্ষণ ॥
চঞ্চল স্বভাব তব, বুঝালে বুঝনা ।
টুলাটল পাপে ভুজি, জেনে কি জাননা ॥
টলিলে টানিয়া টিকি, লবে যম বল ।
পা-র হোতে চাও যদি কালী কালী বল ॥
ধ্যা-য় যারে যোগীগণ, নয়ন মুদিয়া ।
স্ব-মের যমত্ব পদ, যে পদ পূজিয়া ॥
ক-রেন যে গুণোগান শিব পঞ্চ মুখে ।
বি-ধাতা জপেন যেই, নাম চতুক্ষুখে ॥
বি-স্বময়ী তারা যিনি, সংসারের সার ।
র-তি নতি-রাখ মন, শ্রীচরণে তাঁর ॥
চি-ন্তিত হোয়ো না মন, এ-তবে ভরিতো ॥

ব্রহ্মবর্ণন	৩
সরস্বতী বন্দনা	৫
কালীকায় স্তব	৪
ঐশ্বর্যের পরিচয়	৫
ঐশ্বর্য সূচনা	৭
গুরু শিষ্যে কথোপকথন	৯
ঐশ্বর্য স্তব	১৬
মন্মোহিনীর স্বপ্ন দর্শন	১৮
কুমারী প্রতি সখীগণের ঐবোধ দান	২২
মন্মোহিনীর দ্বিতীয় স্বপ্ন দর্শন	২৫
নিদ্রাতত্ত্বে মন্মোহিনীর বিলাপ	২৫
মন্মোহিনীর আক্ষেপ উক্তি	৩০
সম্বরণ রাজার ইতিহাস	৩২
মন্মোহিনীর শিবস্বাধনা	৪০
মন্মুখের বিবরণ	৪২
মন্মুখের কানন ভোজন	৪৩
সুক সম্বাদ	৪৫
মন্মুখের বিরহ বিবাদ	৪৫
মন্মোহিনীর বিরহ ও বসন্ত বর্ণনা	৪৮
রাজমহিষীর প্রতি সখীগণের উক্তি	৫৪
সম্বরণ উদ্যোগ	৫৬
মন্মুখের সরোজ নগরে যাত্রা	৫৭
বিদ্যান বর্ণন	৫৯
সারক মারিকার পরম্পর দর্শন	৬০

একাবলী ছন্দ ।

হেরষ স্বরভু শব্দু উপেন্দ্র ।

কণীন্দ্র যুনীন্দ্র মনু মহেন্দ্র ॥

স্তুতদা শারদা পদ্মা যে জনে ।

নিরত ভাবেন একই মনে ॥

সেই সর্বেশ্বর অচ্যুত অজ ।

সেই ব্রহ্মোম্ন সদাই ভজ ॥

তপ পরায়ণ একান্ত মন ।

অমর অমুর মনুজ গণ ॥

যোগীকৃত যোগী সাধু যে যত ।

জপিরা জনম কাটালে কত ॥

তথাপি যারে না হেরে স্বপনে ।

স্মরণারে মন সে সার খনে ॥

নিগুণ নিরীহ নাহি বিকার ।

ভক্তের কারণে হন সাকার ॥

প্রকৃতি প্রকাশ যার ইচ্ছায় ।

মজ ওরে মন তাঁহার পায় ॥

সরস্বতী বন্দনা ॥

ভোটক ছন্দ ।

“জয় ভারতী শ্বেত সরোজ পরে ।

বসি শ্বেত বীণা ধরা বামকরে ॥

চরণাবুজ লোহিত পদ্ম জিনি ।

মণি মঞ্জির সিঞ্জিত অঙ্গ ধনি ॥

স্বামরস্তা উরু গুরু নিতম্বিনী ।
 শ্বেত সুন্দর বাস পরিধারিণী ॥
 মণি মেখলা কিঙ্কিণী তাহে সাজে ।
 কটি হেরি মৃগেন্দ্র পলায় লাজে ॥
 কুচভার বিনম্রিত শ্বেত তনু ।
 শত চন্দ্রমুখী ভুরু কাম ধনু ॥
 মৃদু কজ্জল উজ্জলিতো নয়নে ।
 দেখি তঙ্কি কুরঙ্গী পলায় বনে ॥
 চারিবেদ চতুর্দশ শাস্ত্র ময়ী ।
 যেন মানস নিত্যস থাকে ব্রহ্মি ॥ ১০

== ==

কালীকার স্তব ॥

তোটক ছন্দ ।

মা স্তুতকারী শকট শাস্তি করা ।
 ভয়ী দীন দয়াময়ী দুঃখ হরা ॥
 পরমেশ্বরী শকরী সিদ্ধি দাত্রী ।
 সমনস্ত ভরে ভয়ী জাগ করী ॥
 ভয়ী মুক্তি বিধারিণী তত্ত্ব প্রদা ।
 নরাধম জনে স্তুতদে স্তুতদা ॥
 হের হৈমবতি, বারেক নয়নে ।
 ভব বন্ধনে বন্দি জ্ঞানাক্ষ জনে ॥
 ভয়ী ব্রহ্মময়ী ত্রিলোক তারিণী ।
 শ্রী উষাচরণে জাহ্নমে তারিণি ॥

সুরধুনী পূৰ্ণ পারে অতি ভদ্র গ্রাম ।
 মূলাষোড় সন্নিকটে নগপাড়া নাম ॥
 তথায় বসতি নাম শ্রীরাধামোহন ।
 চাটুতি উপাধি যার বিখ্যাত ভুবন ॥
 বেদজ্ঞ তদ্বজ্ঞ ইষ্ট নিষ্ঠ অতিশয় ।
 ছিলেন সুশীল সুপণ্ডিত সদাশয় ॥
 জীতেন্দ্রিয় ধীর দাতা সত্যপরায়ণ ।
 আশ্চর্য্য ব্যাপার যার লীলা সম্বরণ ॥
 নিমগ্ন করিয়া দেহ জাহ্নবীর নীরে ।
 যোগাবলম্বনে প্রান ত্যজেন অচিরে ॥
 তাঁহার তনয় অয় বড় পুণ্যধর ॥
 আদ্য শ্রীশ্রীনাথ যিনি গুণের সাগর ॥
 দ্বিতীয় শ্রীনিলকমল কোমল হৃদয় ।
 তৃতীয় শ্রীরামরত্ন রত্ন সম হয় ॥
 তদন্তর কহি সবে কর অবধান ।
 জাহ্নবীর পূৰ্ণ তটে নৈহাটি আখ্যান ॥
 অতি অনুপম গ্রাম ত্রিদীব সমান ।
 শিব-রূপে যথা বিরাজেন ভগবান ॥
 নৈরামীক মুখিগণ বসিয়া যেখানে ।
 সন্তত হর্ষিত হন শান্তের বাধানে ॥

শ্রীমান যতেক নর ধর্ম পরামণ ।
 বাগ যজ্ঞ দান ধ্যানে রত অনুক্ষণ ॥
 শ্রীকাশীনাথ নাম এখানে বসতি ।
 বন্দো উপাধি যিনি শান্ত শীল অতি ॥
 পরগণা হাবিলিসহর মধ্যস্থিত ।
 জমিদারি আছে তাঁর লোকে বিস্তারিত ॥
 পৃথিবীতে সন্তানেতে ইহঁরা নৈরাশ ।
 দৌহিত্র সকলে আনি করালেন বাস ॥
 শ্রীনাথ শ্রীরাম রত্ন শ্রীনিল কমলে ।
 তদবধি বাস করিলেন এই স্থলে ॥
 শ্রীনাথের তিন সূত নগেন্দ্র মধ্যম ।
 কনিষ্ঠ শ্রীভগবতী চরণ উত্তম ॥
 উভয়েই শান্ত দান্ত সূঠাম সুনর ।
 সর্বগুণে গুণাবিত স্বধর্মোত্তম ॥
 এ দোহার জ্যেষ্ঠ আমি শ্রীউমাচরণ ।
 অহ রহ হৃদে স্মরি শ্রীউমাচরণ ॥

গ্রন্থ সূচনা

হেম শূক্ৰ পৰ্ব্বতের নিম্নস্থ সত্য সেতু দেশেতে জ্ঞান সিদ্ধ
নামা এক অতি বিনীত পরব্রহ্ম পরাম্ণ সত্যাচারি ব্রাহ্মণ
বসতি করিতেন, তাঁহার ভাষ্যার যৌবনাতিক্রম হই
তখাচ সম্ভাানা দি হয় নাই, তজ্জন্য বিপ্র ঐতিদিন বিরল
স্থলে যোগাবলম্বনে কহিতেন, “হে পরমেশ্বর; ধরাতে
তবতুলা মহা শিম্পী অচিস্তনীয় বিচিত্র নিৰ্ম্মাণকারী আ
কেহই নাই, অতএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার
বর্ণন করা পণ্ডিত বর্গের ক্ষমতাভীত, আর তুমি জগৎ
চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ রূপে তোমার স্বরূপ কে
জানেনা, ভূত তবিষাদ্বর্তমান স্থাবর জঙ্গম চরাচর জীব
জীব ক্রিয়া শক্তি সকলই তোমার শক্তির অধীন, ব্রহ্মা
বহির্ভূত যে তোমার অনন্ত শক্তি তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সব
লই হইতে পারে, অনতিদূর স্থল দর্শিরা তোমার শক্তি
মাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ করিমানান্তিকতা প্রকাশ পূর্বক পৌর
ণিক বর্গকে উপহাস করে, কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয়
জানেন সর্কাস্তর্য্যাস্তে পরমেশ্বর বাজীকরের বাজীর নাম
জগন্মণ্ডলে নামা বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএ
তোমার শক্তি মাহাত্ম্যে যদি আমার সম্ভান জন্মে
তবে আমি জানিব সর্কশক্তিমান পরমেশ্বর আমা

প্রবন্ধ সূচনা।

প্রতি, অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন “ ব্রাহ্মণ
প্রতিক্রম পরমেশ্বর সমীপে এই রূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ
করিবাত্তে বহুকালের পর তাঁহার এক পুত্র হইল তাহাতে
পূর্ণেন্দু সদৃশ নন্দন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দিত হইল
বর বহুবারন্তে জাতক্রিয়া সমাপন পূর্বক নবকুমারের নাম
অনন্ত রাখিলেন; অনন্তর ক্রমিক বর্দ্ধিত বিপ্রনন্দন পঞ্চম
বর্ষীয় হইলে পর তাঁহাকে নীতি বিশারদ শ্রীপতি নামক
আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন তাহাতে
বিপ্রকুমার বাল্য কালাবধি নীতি শাস্ত্র, ন্যায় বেদান্তাদি
নানা দর্শন পাঠ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর গুণিগণ মধ্যে
গণ্য হইলেন এবং কিস্তকাল গতে তাঁহার পিতা স্বীয়
শ্রেয়সীর অভিলাষ মতে ঐ মনোহর পর্বত শিখর বাসি
যোগেন্দ্র নামা মহর্ষির রত্নবালা নামী কন্যার সহিত প্রিয়
কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, কিন্তু পুত্র এই রূপ
বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সংসার অসার বোধ করত
তপস্তপ্য অরণ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে
ব্রাহ্মণ হুঃখিতান্তকরণে শিক্ষাচার্য্য শ্রীপতি মহাশয়ের
সন্নিধানে গমন পূর্বক পুত্রের বিবাহের অসম্মতি বিবরণ
বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীপতি মহাশয় অনন্তকে ডাকিয়া দার
পরিগ্রহার্থে হিত বাক্য কহিতে লাগিলেন; শিষ্যও স্বাভিমত
বাক্য করিতে লাগিলেন ॥

পরার ।

ওরু কন শুন শিষ্য আমার বচন ।

পিতার আদেশ বাণু করহ পালন ॥

সংসারের সার পিতা জন্মদাতা হন ।

পিতৃ আজ্ঞা করু বাণু কোরোনা কেমন ॥

পুত্রের সমান বহু মাছি কোম জন ।

পুত্রের কারণে হয় কাত্য প্রয়োজন ॥

পিতার সকল ধন সন্ধান রতন ।

বাহার কারণে হয় সংসারে যতন ॥

পিতার ভূমিহে দেখি কেবল সন্ধান ।

গৃহ তালি বনে ঘাবে কেমন বিধান ॥

একান্ত বনেতে যদি করহ গমন ।

নিভান্ত তোমার পিতা তালিবে জীবন ॥

তাই বলি কর বাণু রমণী প্রদান ।

বুথেতে হুইবে তব জীবন বাপন ॥

কুমার শুনিয়া সব ওরুর আদেশ ।

কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া বিশেষ ॥

বুঝিতে মাগোনি ওরু কহিলে কেমন ।

আপনি শিখালে কুনি বেদের বচন ॥

দয়াবান পিতা তিনি সন্তানে যে জন ।

ধর্মপথে সতি দেন করিয়া যতন ॥

সেই পিতা সেই ওরু বহু হয় সেই ।

হরি পদ তঁজিবারে সতি দেন যেই ॥

যদ্যপি বালক করে কুপথে গমন ।
 কল্পনা সাগর পিতা করে নিরুপদ ॥
 পিতা হোরে হরি পূজা করিয়া নিবেদ ।
 বিষয়ের প্রবৃত্তি দেন এই বড় খেদ ॥
 এ সংসার মহা ঘোর অন্ধকূপ ময় ।
 পড়িলে নিস্তার গুরু কতু নাহি হয় ॥
 নিস্তারে বীজ সেই পুরুষ প্রধান ।
 নিরাকার নির্বিকার সর্ব শক্তিমান ॥
 ভক্তপ্রিয় ভগবান সকলের সার ।
 ভক্তি বিনা ভব হোতে নাহিক নিস্তার ॥
 এমন আশারে তাজি মূঢ়জন গণ ।
 বিষয়ে নিযুক্ত হয় নাশের কারণ ॥
 ধর্মের অমৃত তাব কেন বা তাজিয়া ।
 বিষয় গরল খায় নাশের লাগিয়া ॥
 কষ্ট দেন ছীপ শিখা কোরে দরশন ।
 শীত্র গিয়া তাহে পড়ি হারায় জীবন ॥
 আহ্লাদে প্রকুল মীন আহার দেবিতা ।
 ভক্ষণ করিতে যায় কিছু না ভাবিতা ॥
 গিলিলে চৈতন্য পায় বিক্লিলে গলার ।
 পরিপোষে অসন্তোষে করে হার হার ॥
 বিষয়ির সেই কপ হয় এ সংসার ।
 বিষাক্ত বিষয় হতে নাহিক নিস্তার ॥
 অতএব বিষয়র বিষয় বিষয় ।
 জানিয়া এই বিষ পান উচিত তো ময় ॥

রমণী কুহক দ্বার জ্ঞানের মন্দিরে ।
 প্রবেশ করিতে তার পারে কোন বীরে ॥
 অনায়াসে মুক্তি ইচ্ছা করিলে বিনাশ ।
 কাম উপভোগ হেতু বাড়ায় প্রয়াস ॥
 মহা মোহে মন বদ্ধ করে অবিরত ।
 তপস্যা কেমনে হবে জ্ঞান হলে হত ॥
 এসংসার কারাগার একে ঘোরতর ।
 যাহাতে রমণীগণ পাপের আকর ॥
 সুবুদ্ধি করিলে ছেদ কুবুদ্ধি বাড়ায় ।
 অনিত্য বিষয় ভোগে সদা মতি যায় ॥
 গৃহির গৃহিণী হয় ভূতীর প্রকার ।
 সাধী ভোগ্যা কুলটা বিখ্যাতা নাম যার ॥
 পরকালে সুখ আর ইহকালে বশ ।
 সদা সাধী বাঞ্ছা করে পতি করি বশ ॥
 ভোগ্য ভোগার্ধিনী কাম স্নেহেতে কেবল ।
 পতির করমে সেবা বাঞ্ছে ভোগ ফল ॥
 বস্ত্র অলঙ্কার ভোগ পায় যতক্ষণ ।
 কৃত ক্রম নিজ স্বামি করয়ে সেবন ॥
 জানতো বিশেষ গুরু কুলটার ভাব ।
 কপটে স্বামিরে সৈকে মনেতে কুতাব ॥
 পর পুরুষের মন সদাই যোগায় ।
 নূতন নূতন করে নিত্য মন যায় ॥
 উগপতি লাগি নিজ পতিরে বিনাশে ।
 হিহিছি এমন জনে কেমনে বিশ্বাসে ॥

মানুষ জানিতে পারে ললনার মন।
 কেবল জানেন বিহু নিত্য সনাতন ॥
 হৃদয়ে কুরের ধার অমৃত বদনে।
 সুধাময় বাক্য স্বার্থ সিদ্ধির কারণে ॥
 নর হৈতে নারী দেহে কাম আট গুণ।
 তাহার দ্বিগুণ আর বুদ্ধি চতুগুণ ॥
 ইত্যাদি অনেক আছে নারীর লক্ষণ।
 কহিয়া অনন্ত করিছেন নিবেদন ॥
 বিষ্ঠা মুত্র পুত্র স্থানে কিবা সুখ হয়।
 তেজ হানি দিবালাপে হয় যশ ক্ষয় ॥
 অতি প্রীতে অত্যাশঙ্কে ধন দেহ নাশ।
 বিশ্বাস করিলে শীঘ্র হয় সর্বনাশ ॥
 যত ক্ষণ দেহে তেজ লক্ষী থাকে করে।
 ততক্ষণ পুরুষের নারী সেবা করে ॥
 অতএব ইচ্ছা নাই গৃহিণী গ্রহণে।
 মনেতে বাসন আরাধিব নিত্যধনে ॥
 তুমি গুরু কণ্ঠহরু সমান আমার।
 তোমার নিকটে চাহি করুণা অপার ॥
 এত বলি কহিছেন ধরিয়া চরণ।
 আজ্ঞা দেহ তপস্যাতে করিব গমন ॥
 পুত্র দারা শিষ্য ভৃত্য বান্ধবের প্রতি।
 দেখাইলে সাধুপথ হয় সাধু গতি ॥
 গুরুর উচিত হয় করিমা বিশেষ।
 শিষ্যেরে দেখান পথ দিয়া উপদেশ ॥

মদ্রুবানরক ধামে করেন গমন ।
 যতকাল চক্ষু সূর্য্য প্রকাশে কিরণ ॥
 ইত্যাদি সকল গুরু বিদিত ভোক্তার ।
 পিতারে কহিয়া মোরে করহ বিদায় ॥
 জগতের সার যেই পরম ঈশ্বর ।
 দয়াময় বলি তাঁরে মুখের আকর ॥
 কেমনে এমন জনে তুলিয়া গ্রহিব ।
 সংসার স্রার মদে প্রমত্ত হইব ॥
 ভাই বন্ধু আদি করি কেহ' নহে কার ।
 মরিলে প্রণয় কোথা কোথা প্রেমাচার ॥
 জানোতো বিশেষ গুরু কি রূপ সংসার ।
 তবে কেন বনে যেতে মানা কর আর ॥
 শিষ্য বাক্য শুনিয়া ত্রীপতি মহাশয় ।
 কহিতে লাগিলো তাঁরে হইয়া বিস্ময় ॥
 তুমিতো পণ্ডিত বাপু ধার্মিক সুজম ।
 বিবেচনা কোরে দেখ সংসার কেমন ॥
 সর্বাশ্রম মধ্যে প্রেষ্ঠ গৃহির আশ্রম ।
 পুণ্যবান কেবা হয় গৃহস্থের সম ॥
 স্বধর্ম পালনে গৃহী হয় জীবন্তু ॥
 কীর্ত্তিমান পুণ্যবান সুখী যশোযুক্ত ॥
 কীর্ত্তিমান শশস্মির মরণে জীবন ।
 যশ কীর্ত্তি বিহীনের জীবনে মরণ ॥
 দারার গ্রহণে তুমি দুঃখ যে কহিলে ।
 সভ্য বটে প্রশংসিত কুতাব্য হইলে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ

মহৎকুলেতে যেই নারীর জনম ।
 স্বামির সেবার সে কি কভু করে কম ॥
 পতিব্রতা পুতি দুঃখ না সহে অন্তরে ।
 পতিসখা পতিগতি নিরন্তর হেরে ॥
 পতি যদি হয় তার পতিত কি দীন ।
 পতিব্রতা সতী নাহি হয় প্রজাহীন ॥
 অসৎকুলেতে যদি নারী জন্মিল ।
 প্রায় সে অসৎ হয় জানিহ নিশ্চয় ॥
 কুলটার পতি যদি হয় গুণবান্ ।
 সর্বজন সমীপে সর্বদা পায় মান ॥
 তথাপি তাহার ভার্য্যে নিন্দে অনুক্ষণ ।
 ভ্রান্তিতেও সেবা নাহি করে কদাচন ॥
 সৎকুলে হয় সতী না হয় অন্যথা ।
 পদরাগ আকরে কাচের জন্ম কোথা ।
 সতের স্বভাব কভু অসৎ কি হয় ॥
 বিবাহ করিতে বাপু কোরো না কো ভয় ।
 বেদের বচন বাপু করহ অবগ ॥
 সংসারিও হোতে পারে ধার্মিক সুজন ।
 পুত্রের কারণ বাপু যত সাধুজন ॥
 সতের কুমারী দেখি করেন বরণ ।
 অবশেষে ব্রহ্মকালী সংসার ত্যজিয়া ॥
 তপস্যা করয়ে সাধু কাননে বসিয়া ।
 বৈষ্ণবের হরি পূজা তপস্যা কেবল ।
 হুহ ত্যজি বনে গেলে কি হইবে ফল ॥

গুণবতী গুণাবতী, পতিপ্রতি সদা মতি,
পাতিব্রত্য ব্রতেতেই রত ॥

তার গর্ভ সমুদ্ভূতা, সর্ব গুণে গুণযুতা,
রাজ সূতা নাম মনোহিনী।

তাহার কপের তুল্য, অমৃত অধিক মূল্য,
সমতল্য কামের কামিনী ॥

কাঞ্চন লাঙ্ঘিয়া তনু, হেরি মোহে কুলধনু,
চঞ্চলাকে চঞ্চল রাখিল।

কুশতর কটিদেশ, তাহাতে মদনাবেশ,
নীলাম্বর নিরদে টাকিল ॥

কামের কলস ছুছ, কুচযুগ পানিউচ্চ,
লোহিত কাঁচলী তাতে শোভা।

একল কমলদল, মুখোৎপল ঢল ঢল,
মধুলোভে ভ্রমে মধুলোভা ॥

তিল পুষ্প জরজর, লজ্জিত বিহঙ্গবর,
নেহারিয়া নাসার বলন।

কুন্দ কুমুমের পাতি, রদনে রঞ্জন ভাতি,
ওষ্ঠাধর অরুণ দলন ॥

মুন্দর কুরঙ্গ অক্ষি, অথবা ধঞ্জন পক্ষি,
নৃত্যকরে কমল উপরে।

কুরু মনোজের ধনু, কুলধনু নিজ তনু,
অপাঙ্গে লুকায়ে দর্প করে ॥

মৃগ চির ভিন্ন ইন্দু, তালে মৃগ মদবিন্দু,
মুখেতে মধুর মৃদু হাস।

বনোপ্রিয় জাফা জিনি, ভাবধূতিবে বিনোদিনী,
কাদম্বিনী জিনি কৈশ পাশ ॥

এই কপ তার কপ, তরুণ রসের কুপ,
রকে রকে মাধুর্য গমন ।

নিরখি মাতঙ্গবরে, অপমানে বনে সরে,
মরালের গমন দমন ॥

দ্বাদশ বরষি বালা, নাজামে মম্বথ জ্বালা,
মুখে কাল করয়ে যাপন ।

কবি করে অনুরোধ; যাতে তার রসবোধ,
সেই কথা করি বিজ্ঞাপন ॥

মম্বোহিনীর স্বপ্ন দর্শন ।

পয়ার ।

শুন শুন প্রিয় শিষ্য অপূর্ব কথন ।

কন্যার আছিল প্রিয়সখী চারিজন ॥

শশীমুখী সৌদামিনী কমলিনী রমা ।

এই চারি সখী তার ছিল অনুপমা ॥

থাকিত এ চারি সখী সদা তার সঙ্গে ।

করিত সকলে গীত বাদ্য নৃত্য রঙ্গে ॥

মহী মধ্যে প্রশংসিত কন্যা গুণ কপা ।

প্রাণ তুল্য তারে ভালো বাসিতেন ভূপ ॥

যমকম হোরেছিল বৎসর দ্বাদশ ।

জানে নাই তদবধি রতিরঙ্গ রস ॥

যুগ্মহাতে অস্তরে তার প্রেমের উদয় ।
 সেই কথা বিস্তারিয়া শুন সমুদয় ॥
 এক দিন ইতোমধ্যে শুন সমাচার ।
 মনোহিনি নৃপবান্ধব সুখার আধার ॥
 দিবস হইল গত নিশী সমাগত ।
 হীমাংশু উদয় প্রভাকর অন্তর্গত ॥
 কমলিনী স্নানমুখী তাহে ছুঃখনীরে ।
 কুমুদ উল্লাস পায় হেরিয়া শশীরে ॥
 আপনার অধিকার করিছে রজনী ।
 শয়ন আগারে গেল কমল বদনী ॥
 কোমল শয্যারোপরে কোমল বালিস ।
 তাতে কোমলাঙ্গি ধনী রাখিল আলিশ ॥
 অরুণ অতাবে পদ্ম মুদিল নয়ন ।
 রাজকন্যা এই কালে করিল শয়ন ॥
 সহজে পঙ্কজানন সেই ভাব পায় ।
 উদয় হইয়া নিজা চৈতন্য হারায় ॥
 বাহ্যে দেখে অশিষ্য হইল মুদিত ।
 অন্তর্গত নেত্রে প্রেম শশীক উদিত ॥
 স্বপ্নে যোগেতে ধনী করে নিরীক্ষণ ।
 মুচ্যক পুরুষ এক নম্র রজন ॥
 উরুঠাম দেখিয়া কদলী কম্পাশ্রিত ।
 তনু দেখি অতনু হইল কম্পাশ্রিত ॥
 পূর্ণ অঙ্গ ক্ষীণ কক্ষ বিধির ঘটন ।
 করিবর কর জিনি বাহুর গঠন ॥

নাভিকূপ সরোবর ভাঙে রোমাবলী ।
 নব ভঙ্গি ধরিয়াছে তরঙ্গ জিবলী ॥
 শুক পক্ষি লইয়াছে নাসার ভঙ্গিমা ।
 অরুণ মেখেছে অঙ্গে অধর রঙ্গিমা ॥
 ভুরু অর পরাসম নেত্র ফুলবাণ ।
 ষারে হানে তার আর নাহি পরিভ্রাণ ॥
 কপের ছটায় হয় হকিতা দামিনী ।
 ভজিবারে পতিসহ চলিল কামিনী ॥
 ললাট চক্রমা পূর্ণ কুন্তল কুঞ্চিত ।
 বাক্যে অমৃতের হোলো গৌরব মুঞ্চিত ॥
 নবিন পুরুষ সেই রূপে গর গর ।
 দৃষ্টিমাত্রে বাল্য কামে হোলো জর ॥
 সেইরূপে কামিনীর অন্তর হরিল ।
 পতি ভাবে বাল্য তারে বরণ করিল ॥
 রতি হেতু রসবতী দিয়া রতি মতি ।
 পতি সহ রতি সুখ বঞ্চে কলাবতী ॥
 মনোহিনি বাল্য এই রূপ রজনীতে ।
 স্বপ্ন দেখি নারীরে লাগিল ভাবিতে ॥
 জাগরণে হলো তার স্বপন বিচ্ছেদ ।
 অনুভাব করি বুঝে প্রেম পরিচ্ছেদ ॥
 স্বপ্নের বিচ্ছেদে হলো বিচ্ছেদ মনের ।
 মরমে মরম কাম লাগিল প্রেমের ॥
 কোথা স্বর্গ উপভোগ কোথায় রৌরব ।
 কোথায় দুর্গন্ধ কোথা পদ্মের সৌরভ ॥

সীতাব চিত্তভানু কাব্য ।

২

কোথা পুর্ণিমার শশী কোথা অন্ধকার ।
 মহানন্দে হলো নিরানন্দ পারাবার ॥
 যেমন দরিদ্র ব্যক্তি হারারে রতন ।
 তদ্রূপ কুমারী হুঃখ হৃদেতে পতন ॥
 সেই যুবরাজে চিত্ত কোরেছে বিশ্বাস ।
 না হেরিয়া প্রাণকান্তে ছাড়িছে নিশ্বাস ॥
 অপ্রধারে অঙ্গ হৈতে নিক্ত হলো শয্যা ।
 দূরে গেল শরীরের যত পরিচর্য ॥
 বিষাদে বিশীর্ণা বাল্য ভাবিছে স্বপন ।
 একালে রজনী গত উদিত তপন ॥
 উঠিল বালিকা হৈতে শয়ন সদন ।
 রোদনে মলীন ভাব চন্দ্রমা বদন ॥
 হেরিয়া অরুণ আঁখি লজ্জিত অরুণ ।
 অধর হমেছে শুষ্ক যা ছিল তরুণ ॥
 আলু খালু ভুষা বাস কবরী খসেছে ।
 প্রখর বিরহ শর হৃদয়ে পসেছে ॥
 রোদনে অলকাবলী কিবা ছিন্ন তিন ।
 তাপেতে উত্তপ্ত চিত্ত ভাব ধরা কিন্ন ॥
 অন্তরে দহিছে জ্বালা বাহিরে গোপন ।
 দ্বিজ কবি প্রেম বীজ করিল রোপন ॥

সতীষ চিত্তান্ত কাব্য।

কুমারী প্রতি সখীগণের প্রবোধ দান।

ত্রিগুনী।

প্রভাতে উঠিল সতী, হিন্ন ভিন্ন বেশ অতি,
রসবতী মানস বিদীর্ণ।

মৌন আসি হলো বঁধু, তক্ষিল বচন মধু,
নাগরের বিরহে বিশীর্ণ।

মনোহিনী রাজবালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মনে কৈল করিব গোপন।

প্রেম কি গোপন হয়, কন্তুরী কি ছাপা রয়,
মানিকে কি ভিমীরাঙ্কন।

বসিল ধনী বিমনে, কাছে আসি সখীগণে,
কুমারীকে করিল সত্কাষ।

কাছে হেরি সখিচর, বালিকা না কথা কর,
না করিল হাস্য পরিহাস।

তা দেখি সন্ধিনী গণ, হইল বিস্ময় মন,
কারণ বুঝিতে নাহি পারে।

সবে বলে এলি রীত, কন্যা অতি অনোচিত,
দেখি ঠাকুর কীর ব্যবহারে।

শেষে কোরে অনুভাব, কন্যার বুঝিয়া ভাব,
ঘোড়করে সবিনয়ে কহে।

একি দেখি রাজসুতা, কেন হেন দুঃখযুতা,
স্বভাব অতাব হয়ে রহে।

কান্তি চুরেছে মলিন, শুক বদন নলীন,
কি জন্য গেছে হরহ বিবদ।

কি কারণে আছি দুঃখি, বলনা সুখাংশু মুখী,
সখী প্রতি হইয়া প্রসন্ন ॥

ঐশ্বর্যের নাহি ওর, রজ রসে থাকে ভোর,
তবে কিসে গাঢ় ক্লেশোদর ॥

আমরা সজিনী তব, চিন্তি তব সুখাংশব,
হাল দেখি হয়েছি বিস্ময় ॥

তব দুঃখে দুঃখি হই; মজলে মজলে রই;
তোমা বই আর কারু নই ॥

সেবা করি চিরকাল, বল কেন হেন হাল-
তব দুঃখ পরাণে না সই ॥

বুকে গো তোমার মর্ম, করিতে দুর্ঘট কর্ম,
সাধ্য আছে আমা সবা কার ॥

দেখিতে কেবল নারী, আজ্ঞা হলে কি না পারি
বলে আনি জলধীর সার ॥

এই মতে সখীগণ, জিজ্ঞাসিছে বিবরণ,
কত কষ্টে কহিল রজিনী ॥

শুনিয়া স্বপ্ন কাহিনী, বলে ওগো মনোহিনী,
অনুন্বে সকল সজিনী ॥

স্বপ্ন কহু সত্য নয়, চিত্তের চাঞ্চল্য হয়,
বাসু ধন্যে স্বপন দেখায় ॥

কলতঃ এ নহে সত্য, শুন বলি তার তথ্য,
স্বপ্ন হারাবালী অতিশ্রায় ॥

স্বপনে বরিয়। কার, ভাবিতেছ হার হার,
কেবল খেয়াল মার্জি সার ॥

পরিহরি এ মোচন, মানসে কর মোচন,
 মিছা মিছি কেন অগ্রধারা ॥
 এই মতে সখিগণ, করিল অনুরঞ্জন,
 সেবা হেতু সেবিকা সকল ।
 শীতল সলিল দিয়', তারি মুখ ধোয়াইয়া;
 নিতাইতে চাহে চিন্তানল ॥
 প্রেমোত্তে যাহারি মন, করিতেছে জ্বালাতন,
 তার শাস্তি হয় কি সেবনে ।
 হোলে দাবানলোদয়, তা নাকি নির্মাণ হয়,
 বিনা ইন্দ্র বারি বরিষণে ॥
 এই কপে দিন গতে, বিতাবরি সমাগতে,
 নৃপমজা করিল শরন ।
 ক্রীডমাচরণ কর, নিদ্রা যে সুঘৃণ্তি নয়,
 পুনঃ স্বপ্ন করে দরশন ॥

মনোহিনীর দ্বিতীয় স্বপ্ন কথন ।
 পয়ার ।
 অপূর্ব প্রাণ্যার ধনী শরনে আছিল ।
 বিরহ সস্তাপে শীঘ্র নিদ্রা না হইল ॥
 কতক্ষণে কত কষ্টে নিদ্রা উপজিল ।
 পুনঃ সেই গুণাকরে স্বপ্নে দেখিল ॥
 হুঃ হুঃ তাব দেখি হুঃ হুঃ দূরে গলাইল ।
 নিঃসঙ্গ লয়ে মুখ তুরিতে আইল ॥

সতীত্ব চিত্ততানু কাব্য ।

২৫

পরম্পর মনে২ সন্তোষ পাইল ।
 পতি পরিচয় হেতু, সতী জিজ্ঞাসিল ॥
 প্রিয় বাক্যে মনে তার আনন্দ অন্বিল ।
 নায়ক নায়িকা প্রতি কহিতে লাগিল ॥
 রূপাক নামে ভূপতি অতি পুণ্যশীল ।
 কালীপুরে যেই নিজ পুণ্য প্রকাশিল ॥
 তার পুত্র আমি নাম দ্বিতীয় না ছিল ।
 মন্থন আমার নাম সকলে কহিল ॥
 আমার কপের বশ জগতে ঘূষীল ।
 শুনিয়া উমাচরণ পুলকে পুরিল ॥

নিদ্রাভঞ্জে ময়োহিনীর বিলাপ ।

ত্রিপদী ॥

নাথকের সঙ্গে সঙ্গ, কত কথা কত রঙ্গ,
 হেনকালে নিদ্রা অসঙ্গতি ।
 নিদ্রা যদি গেল ছুটে, নাগরী জাগিয়া উঠে,
 বলে কোথা গেল প্রাণপতি ॥
 কে এমন বন্ধু আছে; যাইব কাহার কাছে,
 কে মিলাবে মোরে রমণিব ।
 কে করিবে এ সুসার, সে বিনে সব অসার,
 কেবা হেন কার কাছে কব ॥

॥ ৩ ॥

সতীত্ব চিত্রতানু কাব্য ।

কে বুঝিবে মোর দুঃখ, কে জানিবে নব মুখ,

কে করিবে মোর উপকার ।

যে করিবে এই হিত, কহি আমি সুনিশ্চিত,

মাসীত্ব করিব আমি ভার ॥

নিশা হোলো শেষ ভাগ, নাগরের অনুরাগ,

করিতেছে কতক সুন্দরী ।

হেন কালে ডাকে পীক, দুখ পেয়ে কিম্বদিক,

প্রত্যহ হইল বিভাবরী ॥

মনোদুঃখ তরঙ্গিতে, আর নেত্র কুরঙ্গিতে,

নৃপবাল্য ভাবে কুল হীনে ।

উঠে বসে বিনোদিনী, যেন অতি অনাধীনী,

কুমুদভী যেন ইন্দু বিনে ॥

কণী যেন মণি হীন, বসু বিনা অতি দীন,

যেন মীন সলিল বিহনে ।

বিনে ক্রক যেন ধরা, চাতকী জীয়েন্তে মর,

দিনা ঘন বারি বরিষণে ॥

মুখাবলোকন করি, কহিতেছে সহচরী,

মরি মরি মলীন চন্দ্রাস্ত ।

কহিতে বিদরে হিরা, মা বাপে না দিল বিরা,

সেই তাপে সম্ভাপ প্রকাশ ॥

খেদে কহে শশীমুখী, শশীমুখী হও মুখী,

জানিয়াছি তোমার মরম ।

বল দেখি বিশেষিরা, শীতল করিব হিরা,

যার যাবে সরম তরম ॥

রাজা রাজ কাষে মত্ত, রাণী নাহি করে ভক্ত।

ভ্রুংখ দেখি হিয়া ফাটে হার।

ধাকিতে আমরা সখী, যাতনা পাবে আর কি,

ভোম্বাঙ্গ বিরহে গেলে দার।

একপ যৌবন নব, না মিলিল পতি তব,

পতি দিনা সব নিরর্থক।

হৃৎকার পরাস যারে, যদি ঘটাইতে পারে,

পারি তবে সকলি সার্থক।

এতে, শুনি বলে রামা, ভোম্বাঙ্গ সে জানে, আমি,

তাই করি শুন সহচরী।

কত রাজে শয্যাভূলে, নিজা ঘাই কুতুহলে,

শুন তাহে সঙ্গে দৃষ্টি করি।

তোই সুবরাজ আমি, একাধিরা প্রেমহাশী,

নাম ধাম कहিল আমার।

অনন্তপুত্ৰ ভদ্রবধি: নয়ন হোমেছে নদী,

সে বিনে এ দেহ শব প্রায়।

অতএব তার তরে, পরাণ কেমন করে,

কিসে পাব বলনা সজনী।

কালেতে সকল করে, যারে সখী কালে ধরে,

নাহি মানে দিবস রজনী।

স্বপন হইল কাল, শয্যালো কটক জাল,

নিদ্রা মোর হোলো যমদুত।

কর সখী অবধান, কিসেতে বাঁচিবে প্রাণ,

সাজিয়া আইল কৃষ্ণসুত।

বাপমামে বিজ্ঞাপনে, বলো ঘটবে বেসনে,

মত যদি মায়ের না হয় ।

মায়ের সম্মতি মতে, বাপের বিচার পথে,

হয় কি না হয় করি তর ।।

একারণ পায় পায়, মানা আছে হার হার,

কি দায় ঘটলে মোরে বিধি ।

কবে পাব যুবরাজ, যুড়াবে অন্তর মাজ,

হৃদয়েতে ধোব রসনিধী ।।

সখী সৌহারিদ্য কর, কথাশ্রুনে লাগে তর,

এ যে কথা অনর্থের মূল ।

গোপনে আনিতে সাধ, শেষে হবে পরমাধ,

রাজ্য হৈতে সমূলে নির্মূল ।।

তোমার মনে মনে কত, সঙ্গ দেখি এইমত

কেবা না কোয়েছে বাপ মাম ।

মমরসী স্বপ্নে নলে, বরিলেক কুতূহলে,

পরে বিয়া কৈল এনে তার ।।

ভূমি ধনী সেইরূপে, কহ গিরী রাজী ভূপে,

তবে সিদ্ধি হবে মনরথ ।

গোপনেতে দায় মানা, প্রকাশে কে করে মানা,

এই শুন সুহীতের পথ ।।

রামামোহন ব্রাহ্মণ, ধাঞ্চিক অতি মূজন,

আদ্য পুত্র তাঁর ত্রিঐনাথ ।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ বর্জন, বিজ্ঞ ত্রিঐনাথ

কহিতেছে স্মরিয়া ত্রিঐনাথ ।।

সতীত্ব চিত্রভাসু কাব্য ।

২২

সৌদামিনী সখীর সঙ্গে কুমারীর কথা ।

পয়ার ১১

হেনকালে সৌদামিনী, সখী উপনীত ।

কহিতে লাগিল তারে, কুমারী কিঞ্চিৎ ॥

নরেন্দ্র নন্দিনী বলে, সৌদামিনী শুন ।

‘হি কব মরম কথা, পরম দারুণ ॥

বিত্ত নাহি লাগে ভাল, প্রাণে মূহু নাই ।

সেইবনেতে না মিলালে, ঠাকুর যামাই ॥

গোপনে স্বপনে যারে করিলাম দৃষ্টি ।

চিতে রোয়ে সেই নেত্রে করে প্রেম হৃষ্টি ॥

কদম নিরস মোর বিরস বদন ।

কিরসে সে জনে পাব কহ সে কখন ॥

আমি দেখিমাতি প্রায়, প্রাণ সেই জন ।

সে বিনা হোয়েছি শব সব অকারণ ॥

সখী বলে স্থির হও কি হবে কাঁদিলে ।

বল কি করিব আমি উত্তল হইলে ॥

উপায় করিয়া আমি ঘটাব নিশ্চয় ।

উপায়ে জন্মুকী স্থানে হরি বর্জ হয় ॥

রাজারে রাণীরে আপে কহি স্ববিশেষ ।

গোপনে আনিলে পরে উপজীবে ত্রেশ ॥

অপ্রকাশে যদি কর একান্ত নিকাশ ।

প্রকাশিলে প্রকাশে অপ্রকাশে প্রকাশ ॥

যেবে নারী যখন কোরেছে এমন ।

কি কব দুর্ঘট দায় ঘটেছে তেমন ॥

সতীত্ব চিত্রভাসু কাব্য ।

করিলে এমন কাষ বশ হবে তব ।
স্বটাবে কি শেষে উষাকরণের রস ॥
কবি কহে ধৈর্য্য হও স্ত্রী রসবতী ।
মন্মথেরে মিলাইব তব নিজ পতি ॥



মন্মোহিনীর অংগেপ উক্তি ।

লঘু চতুষ্পদী ।

এসব বচন, স্ত্রীনিরা তখন,
করিয়া ক্রন্দন, কামিনী কয় ।
কিহবে আমার, বল সখী তার,
কান্তবিনা আর, প্রাণ নারায় ॥
জীবন বিহীন, থাকে যেন মীন,
তেন নিশীদিন, রোদনে থাকি ।
পাইল তাকার, হুথ দূরে যার,
যতনেতে তর, হৃদয়ে রাখি ॥
বিরহ পাথার, বাড়িছে আমার,
ধৌবনের ভার, সহিতে নারি ।
সেহ তরীতুল, নাহি পায় কুল,
ভাসিছে বিপুল, বিনা কাণ্ডারি ॥
বল সহচরী, উপায় কি করি,
ধৈর্য্য নাধরি, সেজন বিনে ।
সেই গুণময়, হইল নিদ্র,
তাত্তে হুখেদয়, রজনী বিনে ॥

মদনে আকুল, যৌবন যুকুল,
কুটিয়া সে ফুল, পুরিল মধু ।
দ্বিজ কবি কয়, এমন সময়,
কোথা রস ময়, ভ্রমরা বধু ॥

—o—

পরায় ।

শুনিয়া সজিনী গণ কহিছে বচন ।
শুন ওগো মনোহিনী করি নিবেদন ॥
দৈববিনা কোন কর্ম নাহি হয় সিদ্ধি ।
দৈব উপাসনে পাবে মনোমত ঋদ্ধি ॥
ইচ্ছাভিন্ন বহু কিছু অন্য অক্ষিণ ।
কিরা ত্যজি করায়ের কাঁচেতে যতন ॥
শশিমুখী সখী বলে শুন গুণবতী ।
তাবিলে কি হবে শুন আমার ভ্রান্তি ॥
বিশাকুল্য বন্ধ আর নাহি কোনোজন ।
রোগের সমান টেরি নাহি ত্রিভুবনে ॥
মুহুত সম স্নেহ বল কার প্রতি হয় ।
দৈবপর শক্তি নাই জানিহ নিশ্চয় ॥
দৈববলে শুক্র দেয় মরাকে জীবন ।
কাশিবাস নহিল দুর্দ্দৈবে দ্বৈপায়ণ ॥
অতএব দৈবশক্তি হয় গরীমণী ।
দৈবপর বল নাই শুনলো কপণী ॥
কমলিনী বলে শুন শুন মনোহিনী ।
তারতে বিস্তার আছে, অদ্ভুত কাহিনী ॥

সম্বরণ মহারাজে-হলো দৈব দয়া ।
 মুখে পানি গ্রহ কৈল সূর্য্যের তনয়া ॥
 বটে বটে বটে বলি দিল সায় রমা ।
 শুনিতে করিল স্পৃহা কথা মনোরমা ॥
 বাগ্র হয়ে কহে তারে ভূপাল বালিক : ।
 রবিকন্যা হলো সম্বরণের নায়িকা ॥
 দেবকন্যা মনুষ্যের, হলো সিমন্তিনী ।
 এ অতি আশ্চর্য্য কথা কহলো সজিনী ॥
 শুনে কমলিনী তবে কহিতে লাগিল ।
 পুরাণ প্রমাণে দ্বিজ কবি বিরচিত ॥

সম্বরণ রাজার ইতিহাস ।

ত্রিপদী ।

ভারতবংশ কাহিনী, শুন ওগো মনোহিনী,
 বিশেষিয়া কহি সে তদন্ত ।
 চন্দ্রবংশে যশকুপ, উদ্ভব পৌরব ভূপ,
 সেই বংশে জন্মিল ছগন্ত ।
 সকুম্ভলা নামে কন্যা, ছগন্ত প্রেমসী ধন্য,
 ভারত জন্মিল যার গর্ভে ।
 ভারতের জনা মর্দ্য, শুন যত ধর্ম্ম কর্ম্ম,
 বিস্তার ভারতে আদিপর্বে ॥
 এ রূপে ভারতবংশ, সেই বংশ অবতংশ,
 মহারাজা নাম সম্বরণ ।

কীতেন্দ্রিয় ধীর দাম্ভ, তপনের তপেবাস্ত,
 প্রতিদিন সূর্য্যের অর্চন ॥
 এক দিন ক্ষতিপাল, সঙ্গে পারিষদ জাল,
 মৃগ হেতু বনে উপনীত ।
 কানন ভ্রমণ ক্রমে, ক্লাস্তিমুক্ত পথশ্রমে,
 নরপতি নীর পিপাসিত ॥
 নিকটে হেরিয়া শৈল, নৃপতি সম্ভোধ বৈল,
 উঠে দিক নিরূপন হেতু ।
 সোপানে উঠিতে রায়, দীপ্তি এক দেখি তার,
 অন্তর মানিল ধর্ম্মকেতু ॥
 কন্যা এক নিরূপমা, ত্রিভুবন মনোরমা;
 রোহিণী নিন্দ্রিয়া রূপ ছবি ।
 আলিঙ্গন গুঞ্জ গুঞ্জ, তীক্ষ্ণতর ভেজপুঞ্জ,
 উদয় ভূধরে যেন রুবি ॥
 ঈশানী ইন্দ্রানী রমা, তুলনায় হয় সমা,
 কিম্বা হবে মদন যুবতী ।
 তরুণ দেহের রস্ম, হর কোপে কাম ভস্ম,
 অব্বেষণ করে বুঝি পতি ॥
 বদন শরদ শশী, মস্তকে কলঙ্ক মসি,
 ধরিয়াছে শিরোকাহ ছল ।
 হেরে ওষ্ঠাধর ছদ, নিরবাসি কোকনদ,
 সে গগু মগুলা ঢল ঢল ॥
 কামেরে কি মিয়া কাকি, নিম্না তার সুখগাধি,
 কোঁরৈছে কি নাগার বলন ।

কিবা এই অনুমানি, বুঝি তিলকুল আনি,
নির্মাণেতে বিধিরাযতন ॥

দেখিয়া ভুরুর দাপ, ফণি ফণা পার তাপ;
কামচাপ বুঝি গেল রাখি ।

নেত্রে ভরা হলাহল, দৃষ্টে মন টলাটল,
বিনাশে পুরুষ প্রাণ পাখি ॥

নবঘন কেশ জাল, পূর্ণচন্দ্র জিনি তাল,
কঙ্কালে বিচিৎর বাস পরি ।

পীনতর পয়োধর, রাজীব মকুল বর;
ক্ষীণ মাঝে তাতে ক্রোধোদয়ী ॥

নিভয় জঘন স্থল, মহিধর সমতুল,
মনোজ বিলাসে সেই স্থান ।

কড়ি কর পরিপাটি, চারি খণ্ড করি কাটি,
উন্নত হুজ খাতার নির্মাণ ॥

একপে কন্যার কপ, হেরি নহরগ ভূপ,
মোহ গেল ফুলবান বাণে ।

হারাইল মন জ্ঞান; মলিন তনুর ধান,
ব্রিজ কবি সরস রাখানে ॥

লঘু চতুঙ্গদী হন্দ ।

হেরিয়া সে কপ, নহরগ ভূপ,

নিজকাম কূপ, উথলী ধার ।

কে তুমি কামিনী, কাহার নন্দিনী,

আহ একাকিনী, কাননে তার ॥

স্বরূপে বলনা, তাজিমা হলন',
 কাহার ললনা, হরিলে জ্ঞান ।
 তোমার শরীর, বুঝি কাম ভীর,
 করিল অস্থির, আমার প্রাণ ॥
 হেরি তোমর অঙ্গ, মন নিল সঙ্গ,
 যেমন কুরঙ্গ, পড়িল ফাঁদে ।
 পীড়নের পাখি, প্রাণ হলো না কি,
 গেল ছুটি আঁখি, বদন চাঁদে ॥
 ও কুচ মণ্ডল, দহে দাবানল,
 লাবণ্য গরল, মলীল নয় ।
 যৌবন সম্পদে, ফেল প্রেম হৃদে,
 পুরুষের বধে, না কর ভয় ॥
 অহা মরিঃ; যৌবনের তরি,
 ভাবিছে সুন্দরী, অনঙ্গ জলে ।
 তাতে মোর মন, প্রমত্ত বারণ,
 করি আত্মোৎসর্গ, ভাবিয়া জলে ॥
 স্থির নহে জল, করি করে বল,
 তরি টলং, নারিক বিমো ।
 কহি শুন সার, হইবে সুসার,
 কর কর্ণধার, এই অধীনে ॥
 ডুমি লো কামিনী; ভুবন মহিনী,
 প্রকুল নলিনী, রসের তরা ।
 কমলের গন্ধে, অলি মকরুন্দে,
 মানস আনন্দে, খাইছে স্বরা ॥

ঘটিল স্বযোগ, বুচারে এ রোগ,
কর উপভোগ, আমার সনে।
বদন ফিরাও, বারেক বাচাও,
জীবন বাঁচাও, অধীন জনে॥
নানা রসে ভুপ, কহে কত কপ,
মদনে কুতুপ, মগন রসে।
ছিজ কবি কহে, নৃপ হিন্ন নহে,
মোহ হোয়ে রহে, অনঙ্গ বসে॥



পর্যায় ॥

কামোন্মেষে ভূপতির বচন শুনিয়া।
অস্থান হোলো কন্যা কিছু না বলিয়া॥
কন্যার বিচ্ছেদে তার শূন্য হোলো জীব।
অচতন হোয়ে তবে পড়িল পার্থিব॥
নৃপরে মুচ্ছিত দেখি থাকি শূন্য ভরে।
গৃহে যাহ রাজা কন্যা কহে উচ্চৈশ্বরে॥
কেমনে আলরে যাবো কহে নর রায়।
মন প্রাণ মোর তব পীছু পীছু ধায়॥
অধীনের প্রতি দয়া নাহি তব লেশ।
কি জনো নিদয় এত না জানি বিশেষ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য রবিকন্যা কর।
এখন তোমাকে দিই নিজ পরিচয়॥
তপন তনুকা আমার ছান মতিমান।
তপতি বলিয়া দাখ্য মোর অভিধার॥

রাজা বলে কপবতি যে হও সে হও ।
 এ অধীনে আপনার কান্ত করি লও ॥
 তপতি বলয়ে শুন অজমীড়াপত্যা ।
 যে কথা कहিলে তুমি ইহা নহে কথা ॥
 তুমি হোলে মানব দেবতা কন্যা আমি ।
 অতি অসম্ভব তুমি হবে মোর স্বামী ॥
 স্বরূপ বলে শুন তাকর কুহিতা ।
 তোমারে হইতে হবে আমার বনিতা ॥
 একান্ত ভাবেতে মোর তব প্রতি মন ।
 তোমার বিচ্ছেদে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 তবে ভূপ প্রতি কহে অরুণ অকজা ।
 তুরা তজি তুলিব কি কলঙ্কের ধ্বজা ॥
 রাজা বলে অবগতি করলো সুন্দরী ।
 নারির কলঙ্ক কিবা হোলে ইচ্ছাবরী ॥
 কন্যা বলে পিতা যদি হয়েন সম্মতি ।
 তবে যা বলিলে তাহা হয় নরপতি ॥
 জনক তোমারে যদি করেন প্রদান ।
 হইব তোমার জারী শুন মতিমান ॥
 ইহা বলি অন্তর্ধান হইল তপতি ।
 দ্বিজ কবি কহে তপে গেল নরপতি ॥

লঘু ত্রিপদী ।

অজমীড় সুত, হোরে ছঃখসুত,
 অদৈশে না গেল আর ।

সৈন্যগণে রার, করিল বিদায়,
 তারা গেল রাজাগার ॥
 দেশে গেল পাত্র, এক মস্ত্রি মাত্র,
 রাখিল আপন সঙ্গে ।
 হোয়ে এক মন, অরাধে তপন,
 নরপতি নিরাতক ॥
 দিন অবসানে, কল মূল আনে,
 প্রথমে আহার তাই ।
 দ্বিতীয়ে আহার, হোলো নীর ধার,
 অন্য চিন্তা মনে নাই ॥
 দেবলোক পালে, পূজে তিনকালে,
 কল কুল জল দিয়া ।
 এক মনে তপ, শংখ্য লক্ষ জপ,
 ধ্যানে জ্ঞান যার নিয়া ॥
 এমতে তাকর, ধ্যায় নৃপবর,
 কিছু দিন গত হৈল ।
 দেব নিবাকর, তাতে ভুক্তভর,
 তথাপি প্রত্যক্ষ নৈল ॥
 তবেতো রাজন, করিয়া স্মরণ,
 বশীষ্ঠকে তথা আনে ।
 কুল পুরোহিত, আসিয়া ত্বরিত,
 বিশেষ ব্রহ্মান্ত জানে ॥
 লইয়া বারতা, দিবাকর যথা,
 ফোলে গেল তপোধন ।

সত্যচিহ্নভাষ্য কাব্য।

ভাৰ্য্যা সহ শেখ, স্বদেশে নরেশ,
 প্রবেশিল মন রত্নে ॥
 গৰ্ভে ভূপতির, এক পুত্র ধীর,
 কুক নামে জনমিল।
 ভূমে অনুগাম, কুরুক্ষেত্র নাম,
 নিজ পুণ্যে প্রকাশিল ॥
 কুরু হৈতে যত, বংশ হোলো কত,
 বিস্তার আছে ভারতে।
 ভাবি পদ ইষ্ট, কবি কহে মিষ্ট,
 পাঁচালি প্রবন্দ মতে ॥

মধ্যে মিনীর শিবারাধনা।

পর্যায় ।

স্বরূপ ভূপতির স্ত্রী ইতিহাস।
 সখি প্রতি কহে রামা মূঢ় মূঢ় ভাষ ॥
 স্ত্রী সহচরীগণ বল যুক্তি সার।
 দেব মধ্যে উপাসনা করি আমি কার ॥
 রমা বলে স্ত্রী ওগো রাজার কুমারি।
 রাধা চন্দ্রাবলী আনি যত জননারী ॥
 কাত্যাবলী পূজাকরি কৃষ্ণে পায় পতি।
 শিব আরাধিয়া বর পায় উদ্যাবতী ॥
 মহেশ আরাধা আন্য মহেশানী যিনি।
 আরাধিয়া মহেশে মহেশে পায় তিনি ॥

মার্তণ্ড নিকটে, কহিছে একটে,
 যা বলিল সত্বর ॥
 রাজার সাধনে, তুষ্ট ছিল মনে;
 মনোবর্তি ছিল যাহা ।
 তাহে রূপাবর্তি, হইয়া বশীকৃত,
 আসিয়া কহিল তাহা ॥
 হোয়ে ওষ্ঠ চিত্ত, রাজার নিমিত্ত,
 নিজ কন্যা দিল রবি ।
 বসন ভূষণ, অঙ্গে সুশোভন,
 ভুবনমোহন ছবি ॥
 রবিকন্যা লয়ে, মুনি দ্রুত হোয়ে,
 নৃপবরে দিল দান ।
 পাইয়া তপতি, রাজা হর্ষ মতি,
 শবেতে সঞ্চরে প্রাণ ॥
 ধৈর্যমন চকোর, আনন্দে বিভোর,
 হেরি পূর্ণিমার শশী ।
 সুখেতে মিলন, হইল দুজন,
 বিচ্ছেদে হানিয়া অসি ॥
 দুঃখ গেল দূর, আনন্দ প্রচুর,
 জন্মিল উত্তর মনে ।
 এই স্থানে বাস, মদন বিলাস,
 সুখে করে সুই জনে ॥
 আদশ বৎসর, জীড়া নিরন্তর,
 করিয়া তপতি সজ্জা ॥

শিব কৃষ্ণ এক আত্মা শক্তি ছাড়া নয় ।
 তিনে এক একে তিন জানিহ নিশ্চয় ॥
 অতএব দৃঢ় করি পূজা শত্ৰু পদ ।
 মনের বাঞ্ছিত পাবে বাড়িবে সম্পদ ॥
 শুনিয়া সখির বোল অজ্ঞানতা টুটে ।
 এক কালে সব সখি সায় দিয়া উঠে ॥
 ছেন যুক্তি দিল যদি রমা সহচরী ।
 পরম আত্মাদি চিত্ত হইল সুন্দরী ॥
 স্বয়ম্ভু সাধনা হেতু নানা অবা লয়ে ।
 সখি সঙ্গে শিবালয়ে চলে অত হয়ে ॥
 নৈবেদ্য লইল কেহ নানা উপহার ।
 বসন ভূষণ যেন সূর্য্যের আকার ॥
 ধূপ দীপ মধুপক্ক সুশীতল জল ।
 চন্দন কুসুম মালা নব বিলম্বল ॥
 ইত্যাদি বিবিধ অবা লয়ে গুণবতী ।
 বোড়োশপচারে পূজা করে পশুপতি ॥
 নৈবেদ্যাদি নানা অবা করে নিবেদন ।
 করিল মানস পূজা হয়ে এক মন ॥
 করে করে করতালী গাল বাদ্যগৎসব ।
 পূজা অবসানে করে ঘন ঘণ্টা রব ॥
 স্তুতি পাঠান্তরে করে বরের প্রার্থনা ।
 বলে প্রভু শীঘ্র যেন পুরমে বাসনা ॥
 একপে প্রত্যাহ কন্যা পূজে জিলোচন ।
 বর কাছে মদ্য করে বরের প্রার্থন ॥

নারকের কথা কিছু শুন অতঃপর ।
কহিছে উমাচরণ শঙ্কর কিকর ॥

মন্মথের বিবরণ ।

পরার ।

কালীপুত্রে রূপাক্ষ নামেতে নৃপমণি ।
পরম পৌরুষাশ্রিত নানাধনে ধনি ॥
একহস্তে বসুমতি করিল শাসন ।
বহুমূল্য কিরীট কুণ্ডল নৃপাসন ॥
অবনিতে মহারাজা যেন পুরন্দর ।
পরম ধার্মিক বিদ্বত্ত্বজ্ঞিতে তৎপর ॥
এক পুত্র ভূপতির সংসারে বিজয় ।
মনুধ ধরেন নাম রূপ গুণ ময় ॥
জানিয়া নরেন্দ্র রক্ষাবহা আপনার ।
বিচারিয়া মন্মথেরে দেন রাজ্যভার ॥
কিছু কালান্তরে রাজা গেল পরলোক ।
হাহাকার শব্দে পুরজনে করে শোক ॥
ত্রিাদশে পিতৃশ্রদ্ধা কৈল যুবরাজ ।
যশোভে পূর্ণিত হোলো অবনির মাঝ ॥
মন্মথ হইয়া উপবিষ্ট সিংহাসনে ।
সদালাপ করে সদা যক্ষুজম মনে ॥
প্রজার পালন আর রক্ষাকরে রাজা ।
বিচার পূর্বক রাজা করে রাজকাৰ্য্য ॥

দানেতে পুরিল দেশ প্রজা সুখে রয় ।

দুই জনে যমসম দ্বিজ কবিকর ॥



মন্মথের কানন ভোজন ।

পর্যায় ।

একদিন মহারাজা আনন্দিত মনে ।

বন্ধুবর্গ সহ চলে কানন ভোজনে ॥

অশ্ব আরোহণে রাজা চলিল কোড়ুকে ।

জাম্বু উত্তরিল গিয়া উদ্যানেন্তে সুখে ।

বনোভূমে সর্বজনৈ করে উপবেশ ।

তন্মধ্যে সুধাংশু তুল্য বসিল নরেশ ॥

স্নানকালে গন্ধতৈল মাখে সবেমেলি ।

কেহ কেহ সরোবরে করে জলকেলি ॥

অপ জলে থাকি স্নান করিতেছে কেহ ।

দাসেতে মার্জ্জন করে নৃপতির দেহ ॥

স্নানপরে ইষ্টদেবার্চন করে সবে ।

কেহ তাবে কতকণে জলখেতে হবে ॥

কতকণে পূজা সাজ রাজার হইল ।

জলপানি দ্রব্য হেতু অনুজ্ঞা করিল ॥

লুচি পুরি ও কৌচুরি আনি দিল পাতে ।

দিলেক মোহনভোগ কাচাগোলা তাতে ॥

বরফি বাদামভক্তি শেবে দিল ক্ষীর ।

মহাসুখে রায় নর হইয়া সুস্থির ॥

সতীষ চিত্তাঙ্গ কাব্য ।

মধ্যম সময়ে অন্ন আনে সুপকার ।
শাক সুপ অল্পল পায়স পুপ আর ॥
ভোজন করিল ছন্ন রসে তবে সুখে ।
আচমন করিয়া তাহুল দিল মুখে ॥
কেহবা শয়ন কৈল কুমুম শয্যাগর ।
কেহবা পরম খোসে সেতার বাজায় ॥
ঢোলক বাজায় কেহ কেহ ছাড়ে তান ।
কোনজনে উপবনে ধুসিতে বেড়ান ॥
বৈকাল সময়ে ভূপ করেন ভ্রমণ ।
স্থানে স্থানে নেহারিছে তরুর শোভন ॥
হেনকালে গেল রাজা কদম্বের তলে ।
কেমন সুন্দর পুষ্প মৈত্রগনে বলে ॥
সেই ব্রক্ষে বসি ছুটি পক্ষি সুক সারী ।
পাখি দেখি বিমোহিত রাজ্য অধিকারি ॥
সুক বলে দেখ সারী কিবা রূপ ধাম ।
দেখেছিলা সেই আর এই দেখিলাম ॥
তাঁতে এঁতে মিলন করার যদি বিধি ।
মিলনে শোভিয়ে ভাল দুই রূপ নিধি ॥
রাজাবলে বল বল সুক কি বলিলে ।
কি দেখেছ সেই আর এই কি দেখিলে ॥
সুক বলে মহারাজ করো অবধান ।
হেমাঙ্গ নামেতে ভূপ সরোজেরে স্থান ॥
মন্মোহিনী নামে তার কন্যা প্রমোদিনী ।
কি কহিব রূপ যেন কামের কারিণী ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

৪৫

তোমার এ রূপ রাজা সেই রূপে সীমা ।
একপে জানিবে সেই রূপের মহিমা ॥
রাজাবলে কেমন সে রূপ সুক বলা ।
দ্বিজকবি কহে মনো হইল চঞ্চল ॥

সুক সম্বাদ ।

বিপদী ।

সুক বলে মহাশয়, তার রূপ কথ্যানয়,
সেই রূপ সেই রূপে সীমা ।
রসানে মার্জিত স্বর্ণ, সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ,
তুণুখানি রতীর প্রতিমা ॥
অকলক মুখ চাঁদ, কিবা ছুটি শুভ্র চাঁদ;
কিবা নব ঘন কেশ পাশ ।
রঞ্জিত মল্লিকাকূলে, সদাকামি জনে ভূলে,
মদনের হৃদয়ে উল্লাস ॥
কিবা নেত্র ঢল ঢল, নীরে ভাবে নীলোৎপল,
ভুরুতে ভৎসন অরধনু ।
ধর বন্ধুক ঘটা, সুখাশীত হাফ ছটা,
পদ্মজিনি সুকোমল তনু ॥
যিহ্নে করিতে নাশ, ধরেছে কামের কাম,
ভুজমাত্র এই অতিথার ।
তব পীরর তর, কৃষ কটি মনোহর,
খেলে খেলে খেলে মন্দ বার ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

জুন জুন ওহে ভূপ, হেরিলে তাহার কপ,

যোগীজনে লেগেখ্যার বন্দ ।

বসন ভূষণ অঙ্গে- চলে কত রঙ্গে ভঙ্গে,

গজনিন্দি গতি অতি মন্দ ॥

যেমন কপসী সেই, তেমনি কপক এই,

তার যোগ্য তুমি মহাশয় ।

সেই কন্যা তোমার মিলে, তোমাকে তাহারে দিলে,

মাণিকে সুবর্ণ জড়া হয় ॥

নতুবা পদ্মের মেল', যেন ভেক সঙ্গে খেলা,

ভাবন্ত নিষ্ফল হয় ভূঙ্গে ।

আর দেখ হিরারত্ন, লৈকে তারে করে যত্ন,

ভাঙ্গে খার পিড়ি ঘেঘ শূঙ্গে ॥

জুনিয়া মুকের বোল, রাজা কোলো উত্তরোল,

মন তাতে হইল চঞ্চল ।

কি মোহন কপ রাশি, পানিল অন্তরে আসি,

ভুলবে কি ভুলিল সকল ॥

মরমে মরম লাগে, সেই কপ হৃদে জাগে,

রাজা ভাবে সকলি অসার ।

কি কাপে পাইব তারে, এমন স্বপ্নাব কারে,

দ্বিজ কবি ভাবিত অপার ॥

সম্মুখের বিরহ বিষাদ ॥

অন্তর্যামক পরারী ।

অস্থির হইয়া গৃহে চলেন মন্থর ।

পশ্চাতে সমর সাজে চলেন মন্থর ॥

পাঠাইল তলবার বেড়ি রাজ্যালয় ।

মনো দুঃখে বিচ্ছেদীয় বেড়ি রাজ্যালয় ॥

লজ্জা পেয়ে যুদ্ধ নাহি করে ভূপসহ ।

কাম বলে বিরহ যন্ত্রণা ভূপসহ ॥

বিচ্ছেদ তরঙ্গে রাজ্য দিবানিশী ভাসে ।

পাত্র মিত্র বান্ধবেতে তোষে মিষ্টভাবে ।

রাজ্য বলে স্মৃতেছ র যাইনু আরাম ।

আরাম করিতে হত হইল আরাম ॥

অন্য অন্য অনল নিকরান হয় জলে ।

বিরহ বাড়বানল জলে আরো অলে ॥

কেবলে শীতল মন্দ বহে সদাগতি ।

মোর হৃদে বজ্রহানি করে সদাগতি ॥

একে হৃদাকুল অধিকস্ত পীকরবে ॥

তাতে ভ্রম রবে প্রাণ কি কপেতে রবে ॥

ক্ষমাকর কর পুটে বলি হীম কর ।

অগ্নিভূলা কর তব নহে হীম কর ॥

নানা রত্নে নানা ধনে হই আমি ধনি ।

তথাপি নির্ধন অতি বিনা সেই ধনী ॥

সুখ অলি ছিল মোর হৃদি পদ্ম দলে ।

বিচ্ছেদ স্নাতকে এবিধ বল করি দলে ॥

স্নানার্থে আবেশ বহু চতুষ্ক বল ।
 তথাচ আমাত্রেপরে কাম করে বল ॥
 সাবধান হও স্নান কুলশর শরে ।
 পারে ধরি কবু নাকি কুলশর সরে ॥
 যে কপ কহিল শুক ধন্য। সেই নারী ।
 সে প্রেমসী বিনা আজি রহিবারে নারী ॥
 সে কন্যা কমল প্রায় আশা মোর বিশ ।
 সে মধু বিহীনে মনে সব লাগে বিব ॥
 জাগ্রত স্বপনে কিবা হেরি তার কপ ।
 কবে পাব ত্বিঞ্চ কবি তাবে এইকপ ॥

—

মন্মোহিনীর বিরহ ও বসন্ত বর্ণনা :

পয়ার ।

এখানে বিচ্ছেদাশ্রমে কণা সদা সহে ।
 অবলা সরলা প্রানে আলা কত সহে ॥
 এইকপ বিরহেতে শীত গভ হয় ।
 সময় পাইয়া শুভু বসন্ত উদয় ॥
 বসন্তের আগমনে কামিনী বিকল ।
 কান্ত হেতু মনে উঠে মনন করল ॥
 এক দিন মন্মোহিনী সখি গণ মেলি ।
 উদ্যানে চলিল সবে করিবারে কেলি ॥
 বসন্তের আগমনে মত তরু গণ ।
 কল কল বলে শাখা পতি সুশোভন ॥

বসন্ত ভূপতি বুঝি হোলো বনোভূমে ।
 শীরে ধরে হেমছত্র কেশর কুমুমে ॥
 করিছে শিরীষ পুষ্প চামর ব্যজন ।
 ছেরিতে ব্যাকুল হোলো কামিনীর মন ॥
 ফুল হয়ে নিশীগন্ধা উড়ার পতকা ।
 বিকট মল্লিকা কপে সলজ্জিত রাকা ॥
 বিরহিণী বিনাশেতে মল্লিকার কলি ।
 শুভাচার হেতু শঙ্খ বাদয়ন্ত অলি ॥
 হাস্তমুখী কমল বিমল শোভা করে ।
 ভ্রমরের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিহরে ॥
 রসভরে কুল্লভর গোলাবের দল ।
 ছেরি ভ্রমরার মন করে টল মল ॥
 আমোদে লবঙ্গ লতা ফুটেছে করুণ ।
 কামিনী করিতে নার কন্দর্পের তুণ ॥
 মালতী চম্পক চারু পলাশ কাঞ্চন ।
 জাতি যুথি যবা গন্ধরাজ সুশোভন ॥
 কুমুদা কেতকী কিংকর রক্তবক ।
 প্রক্ষুতিত কুরুটক ঘোণা ভূচম্পক ॥
 দোলন কস্তুর কিবা পিবাতি পূর্ণাগ ।
 বিরহিণী সদয়েতে সংশে যেন নাগ ।
 শালযুলী মেউতি সুন্দর শীলিযুথ ।
 অসোক অপরাজিতা বাসক বন্ধুক ॥
 সুগন্ধিত গন্ধরাজ গুলাল পারুল ।
 আর আগমনে কুটে কদম বকুল ॥

রামা বলে ফলগণ কাম পারিষদ ।
 সকলে কি হোলে রত করিতে স্ত্রী বধ ॥
 নকির কুকারে ঘন কোকিল ভ্রমর ।
 'ঐ' বহু মন্দ মন্দ গতি নিরন্তর ॥
 সারী সুক বুথে বুথে মদন লালস ।
 স্থানে স্থানে পকিগণ ভুঞ্জে কত রস ॥
 বসন্তের শোভা বুকে লাগে ঘেন শূল ।
 দ্বিজ কবি কহে রামা হইল আকুল ॥



ললিত প্রবন্ধ-ছন্দ ।

কুটিল নানা ফুল, কুটিল অলিকুল,
 ছুটিল সুকুম্ম পুঞ্জ ।
 মগন মধুপানে, মগনে মাতি গানে;
 সগণে গুণ গুণ গুঞ্জ ॥
 পেরবে সুরা দেহ, সৌরভে মজে কেহ,
 পৌরব হটিল একটে ।
 রমণী ঐ হলে, অমনি কোষে বলে,
 এমনি ঘটবে লক্ষ্যটে ।
 মধুপ স্তন স্তন, অনুপ ভব গুণ,
 লোলুপ তুরি হে নিতান্ত ।
 বনোজ মধু খেয়ে, বনোজ গুণ গেয়ে,
 নৈরব্দে ব্যক্তিতে সুখান্ত ॥
 কুমরে কুমারীক, গুণেতে ভক্তোদিক,
 নিপুণ তুরি হে মরমে ।

সতীত্ব চিত্রতাম্বু কাব্য ।

৫৯

ভক্টারে তোর আর, বক্টারে ভ্রমরার,
 টক্টারে কোদণ্ড অন্তরে ॥
 আলিহে শুন বলি, তালিহে বিষ আলি,
 জ্বালিহে কোকিল কৃষাণু ।
 নির্দির মনোমীজ, হৃদয় সারাসীজ,
 মহর ভাবিয়া সে স্থাণু ॥
 কিসেতে বাঁচে বালী, বিবেতে দেহ জ্বলি
 রিবেতে বসন্ত অরীক্ষ ।
 দহিছে কামবল, বহিছে অক্রমল,
 কহিছে দ্বিজ কবি মিষ্ট ।

পর্যায় ১

কামিনী কান্তরা অতি পেরে কামজ্বালা ।
 কুণ গন্ধে অধিকন্তু মহে নৃপবালা ॥
 শুন হে তমালতরু শুন হে অশোক ।
 তোমা সবাকার মূলে স্নিদ্ধ হয় লোক ॥
 অভাগিনী হেরি সব হোলে প্রতিকূল ।
 দল জ্ঞেয় রক্তস পাবক পরি তুল ॥
 রসাল বুকুল তুমি বরিষ আশুগণ ।
 কাম নৃপ হই বণ্ড বকুল প্রহর ॥
 কেশর তাহাকে হই কামিনীর কাল ।
 হোয়েছ বদনাক্ষন অরবিন্দ জাল ॥
 ধোরেছ কানের কেশ তুমি কে নিরীশ ।
 এই হেতু অবলারে মহ অহর্নিশ ॥

বুঝিনু চম্পক কলি তব অভিপ্রায় ।
 অনঙ্গ অঙ্গুলি হোরে বিনাশ আমার ॥
 খরতর স্মর নখ তুমি হে কিংকর ।
 বিদারিছ বিরহিনী কামিনীর বুক ॥
 মদন বদনাকৃতি কুন্তের বিকাশ ।
 কেতকী হইয়া দন্ত মোরে কর গ্রাস ॥
 শুন নিদারুণ যব। শুন হে বন্ধক ।
 কামের অধর হোরে প্রসারিছ দুখ ॥
 শুন হে করুণ তুমি বড় নিদারুণ ।
 হানিতেছ কুলবাণ হোরে কামভূণ ॥
 হোরেছ রজনীগন্ধা কামের নিশান ।
 এই হেতু নিশী প্রিবা দহ মোর প্রাণ ॥
 নাগের ঈশ্বর তুমি নাগেশ্বরক্ষুট ।
 সেই গুণে অঙ্গে মোর লাগে কালকুট ॥
 সকলে বিপক্ষ কি হে হইলে আমারে ।
 বিজ কবি কহে তবে ডাকিবে কাহার ॥

ত্রিপদী ।

কন্দর্প কটক যত, করিছে কামিনী হত,
 অধিকন্তু মলয়া সমীরণ ।
 গন্ধবুস্ত স্নিগ্ধ গতি, 'দেহে লাগি রূপবতী,
 কামশরে হইল অস্তির ॥
 রামা বলে গন্ধবহ, কি হেতু আমারে দহ,
 কি অহিত কোরেছি তোমার ।

সতীষ চিত্তভাঙ্গ কাব্য ।

৫৫

নাহি মোর আশনাথ, সদা হান বজ্রাঘাত,
হইলে কি কৃতান্ত আমার ॥

নলয় শীথরে রক্তে, থাকহ ভুজঙ্গ সঙ্গে,
তুমি বহি বহিসখা বায়ু ।

জুঁহু ধর্ম চাই রাখা, হোরে বিধানল মাখা,
বিনাশ করিহ মোর আয়ু ॥

কম হে মকরধ্বজ, কম অত্রিক অঙ্গজ,
ধরি আমি দুজনার পার ।

কামিনী করিলে বধ, বল পাবে কি সম্পদ,
হিংসা টেকে হিত নাহি তায় ॥

শুন ওহে রত্নরাজ, ত্যজহ সমর মাজ,
আমি বালা পতি বিনা শব ।

দেখ তব বৈরী নরী, আমারে হইলে জরী,
বল দেখি পাবে কি বিতব ॥

শুন ওহে হীমকর, তোমার কীরণ ধর,
হীমকর কে বলে তোমার ।

তা ছোলে এসন কেন, লাগে দাবানল হেন,
নিরবধি সহ মোর গার ॥

সুধাকর তব নাম, মিতাক আমারে বাম,
দেখ মোর ছলে কানামল ।

এইতো তোমার কার, তাতে তুমি বিজরায়,
বৃত্ত দিয়া করিহ প্রবল ॥

জুনগো সন্তাপ নথী, যে দিক যখন লখি,
সেই দিকে কামের নামক ।

কবি কহে চুল ঘর, ভব যবে দিবে ব
সেই দিন কেশ হবে অস্ত ॥



শার্ঙ্গিল বিক্রীড়িত-হৃদ ।

সে প্রণয়ি, বিহীনে ধনী । হৃদয়ে সংশিছে বিচ্ছেদ কী ॥
সখীকে বলে, পদনা চলে । বিরহ ছতাসে শরীর টলে ॥
সখিরা রেছে, আনিয়া গেছে । চন্দন মাখায় তাহার দেহে ॥
যাতনা জানি, উদক আনি । ধৌত করাইল বদন খানি ॥
বিরহাশ্রু, কামিনীখুনে । বাড়িছে তাহাতে আঠারোগে ॥
শুনলো অলী, কোথায় পালি । শরীরেতে দিলি গরল ঢালি
সজলী শুন, মদনাশ্রুণ । মমোপরে ধরে স্বকীর গুণ ॥
কিহোলো মরি, ধরানা ধরি । ধরণা ধরণা ও সহচরী ॥
সখিরা ভাবে, তার অভাবে । নিতান্ত ইহার জীবন যাবে ॥
বলোকি হবে, উপায় তবে । রাণীর নিকটে চললো সবে ॥
কতক জ্বলি, সহিবে বাল । ভেবে ভেবে দেখ শরীর কাল ॥
উমাচরণ, চটু ব্রাহ্মণ । রাণীকাছে কহে মিষ্ট বচন ॥



রাজ মহিষীর প্রতি সখী গণের উক্তি ।

দীর্ঘচতুষ্পদী ।

ধনীর সরস জানি, সখীগণ অনুমানি,
যথাহিল রাজরাণী, তথাসবে যাইয়া ।
নিবেদয়ে পুটপাণী, শুন মাগো শুন বাণী,
জ্বলিলে কি ঠাকুরাণী, ঠাকুরেয়ে পাইয়া ॥

মনোহিনি তব কন্যা, কাপে গুণে মান্য ধন্য,
 তাহার দুঃখের জন্য, মাভাবিলে কিছু গো ।
 তিনি যেই ধীরা মেয়ে, তবু এত দুঃখ পেয়ে,
 আছেন তোমারে চেয়ে, না রবেতো পীছু গো ॥
 হইয়া বলুতহীন, বিরহিণী চিরদিন,
 তেবে তেবে তনুক্ষীণ, অন্ন জল রুচে না ।
 মরমে মরম ভেদ, কালে করে কামে ছেদ,
 কান্তবিনা জনৈশ্বেদ, যাতোনাতে ঘুচে না ॥
 যৌবনে যাতনা যত, স্মরে করে প্রাণ হত,
 তোমারে কি কব কত, তুমি কি তা জান না ।
 জান আপনার বেলা, কেমন কামের খেলা;
 মেগেরে করহ ছেল', এবে বুঝি মান না ॥
 শুনিয়া সখীর বাণী, মৌন যুত মুখ খানি,
 লজ্জাপেয়ে রাজরাণী, কহে গিয়া রাজারে ।
 শুন দেখি মহারাজ, কেমন তোমার কায;
 কহিবারে পায় লাজ, কি কহিব তোমারে ॥
 এতবড় মেয়ে হর, বল কার ঘরে রয়,
 না হইল পারমর, বালা ভাসে দুখেতে ।
 মনোহিনি স্বর্ণলতা, হইল যৌবন গত,
 তবু তার বিয়াকথা, নাহি আনো মুখেতে ॥
 কর্যাকাল বহিভূত, হইল স্বধর্মচ্যুত,
 পিতৃলোকে ক্রোধযুত, আর খেদ্যমান হে ।
 যদি হর রক্ত যোগ, কুলে ভুঞ্জে পাপরোগ,
 পিতৃলোকে অপভোগ, করে রক্ত পান হে ॥

ভূমিতো পৃথিবী পতি, বৃক্শহ কন্দের গতি
 আমি কি বলিব অতি, অণুবুদ্ধি নারী হে।
 করতুমি হুবিচার, যাতে হয় প্রতিকার,
 তিন কবি কহে আর, সহিতে না পরি হে ॥

সরসরা উদ্যোগ ।

লঘু ত্রিপদী ।

শুনি রাণী মুখে, রাজা মহা দুঃখে,
 বাহিরেতে দিলাবার।
 পাত্রে ডাকাইয়া, তাট আনাইয়া;
 জানাইল সমাচার ॥
 করিল লিখন, নিজ বিবরণ
 সরসরা সবিশেষে।
 লইয়া লিখন, যত ভাটগণ,
 চলি গেল নানা দেশে ॥
 অঙ্গ রঙ্গ রাই, কলিক শৌরাই,
 মল্লভূমী মিথিলার।
 অবিড় দরদ, মাণ্ডব্য মগধ,
 মহারণ্যে দ্রুত যার ॥
 কৈকেয়্য করল, চলিল সিংহল,
 কুরুক্ষেত্র কামরূপে।
 কিরাত কণাট, গিরী সব ভাট,
 সমাচার দিল ভূপে ॥

বিরাট পঞ্চাল, চলে দূত জাল,

জানার কবোজে আরি ।

গম্য অযোধ্যায়, দ্বারিকাতে যার,

মথুরা প্রয়াগ কাশী ॥

কালীপুরে শেষ, করিল প্রবেশ,

নরেন্দ্র মনুখ যথা ।

নৃপের লীখন করিয়া অর্পন,

জানায় সব বারতা ॥

শূনি নরপতি, হরষিত মতি,

পুলকিত হোলো অঙ্গ ।

দ্বিজ কবি কয়, চল রসময়,

মনোজুখ হবে তজ ॥

মনুখের সরোজ নগরে যাত্রা ।

পর্যায় ॥

রাজাবলে কি কলিলে বল ওরে দূত ।

স্বনিত্তে শীতল মম হোল অন্তর্ভূত ॥

আশার বাড়িল অঙ্গ জুড়ালো জীবন ।

করিব সরোজ পুরে তুরিত গমন ॥

মনে মনে নৃপতির পরম উল্লাস ।

সত্বরে যাইতে হবে হেমাঙ্গ নকাস ॥

যদি মোহের সেই কন্যা মালা মান করে ।

পাবে স্বর্গাধিক সুখ পৃথিবী তিতরে ॥

এত ভাবি যুবরাজ্ঞান আচরিয় ।
 দৃঢ় মনে হইল তার প্রীতিকে অর্চিয় ॥
 গলনগ্নি কৃতবান যুড়ি দুই হাত ।
 একান্ত ভাবেতে স্তুতি করে নরনাথ ॥
 হে কংসারি হে মুকুন্দ হে মধুসূদন ।
 কিসেরে করুণা কিছু করো বিহরণ ॥
 ব'ঞ্ছা কম্পতরু নাম দীন বরাময় ।
 এ অধমে যেন কিছু রূপাটুটি হয় ॥
 কমলা সেবিত তব চরণ কমল ।
 তঙ্ক রক্ষা হেতু লীলা জগতে নিম্নল ॥
 প্রহ্লাদে করিলে রাজ্য দৈতা করি হত ।
 ভ্রজে ব্রজাঙ্গনার পুরালে মনোরথ ॥
 কুমি নিতা নিরাকার আশা নিরঞ্জন ।
 রূপ বরি কর মম সংশয় তঞ্জন ॥
 হেন মতে স্তুতি যদি কৈল নরনাথ ।
 হইল আকাশ বাণী শুনে অকস্মাৎ ॥
 সত্তর গমন করো ব'ঞ্ছা সিদ্ধি হবে ।
 শুনিয়া মম্বথ ভাসে পুলক অনবে ॥
 হরি পদারুজে করি বহু প্রণিপাত ।
 গমন সাজিন হুয়া করে ক্রিতিমাথ ॥
 আপনি মন্তুরা মথো করিয়া প্রবেশ ।
 বাহিয়া উত্তর বাজী লইল নরেশ ॥
 নানা পরিচ্ছদে করে আপনার সজ্জা ।
 শোভা ছেঁরি করি শরদীন পার লজ্জা ॥

অর্থ আরোহণ রাজ্য করে ত্বর করি।
 শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি করিল শ্রীহরি।।
 অশ্বের হেরিয়া বেগ তারার তরঙ্গ।
 ক্রমে গিয়া উত্তরিল সরোজ নিবাস।।
 অবিশ্রাম গমনে নৃপতি পরিগ্রাস।
 নিকটে উদ্যান এক দেখে নবকান্দ।।
 বিরাম কারণে করে আরামে প্রবেশ।
 রচিল উমাচরণ ভাবি হৃদিকেশ।।

উদ্যান বর্ণন।

রসাবলি-ছন্দ।

ক্ষিতি তলে উজ্জল বিনোদ বিপীনঃ।
 মনোমোহে সুনিজন মতি উদাশীনঃ।।
 জাতি যুগ্ম মল্লিকা মালতি কদম্বঃ।
 তমাল তরু শ্রেণী তাল গরিলম্বঃ।।
 সরোবর সুন্দর শোভে চারি ভিতে।
 সরোজ বিকশিত ভুবন মোদিতঃ।।
 বহতি সমীরণ নানা কুল গন্ধঃ।
 বর সুখ অর্জনে গতি অতি মন্দঃ।।
 শত শত গাভারী কত দেবদারু।
 বিকশিত চম্পক গোলাব সুচারু।।
 নিম্নল সলীলে কমল দল শোভা।
 মধুকর আবলী ভাঙে মনে লোভা।।

২০. সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

কল কল কোকিল শুণ শুণ শুঞ্জং ।
 কুসুম সুশোভিত ক্রম লতা পুঞ্জং ॥
 সরোবরে ক্রীড়তি হংসিনী হংস ।
 ভাঙ্কক কারুন্ডব সারসের বংশ ॥
 নৃত্যতি খঞ্জর শিখি শিখি বনিতা ।
 শূক সহ সারিকা মতি হরষিতা ॥
 উল্লাসে বঞ্চতি রতি উপযোগী ।
 সতত কামানলে দহন্ত বিরোগী ॥
 ক্ষুণ্ণতি কুসুম চর হৃদয়ত সেলং ।
 মলয় সমীরণে বিগলিত চেলং ॥
 নরপতি মনুখ তরুতল বসতে ।
 কুল্লভাবে কুল উপহাসে হাসতে ॥
 অন্তর্গত রিপু নহি নহি দুরং ।
 জ্বলতি মলয়া নীলে মানস পুরং ॥
 রচরতি শ্রীউমাচরণ প্রবন্দং ।
 রসিক মনোহর রসাবলী ছন্দং ॥

নারক নারিকার পরম্পর দর্শন ।

পরার ॥

উদ্যানেন উল্লাস হত কৈল বান কুলে ।
 বিরহে অধৈর্য্য ভূপ বৈসে তরু স্থলে ॥
 একালেতে মনোহিনি লয়ে সখীগণ ।
 শিবালয়ে প্রজাহেতু করিল গমন ॥

হৃকের তলেতে হেরি শশীর উদয় ।
 চমকিত হোয়ে ধনী সজ্জিনীরে কয় ॥
 একি একি কপ সখী কর নিরীক্ষণ ।
 দেখহ প্রত্যক্ষ ইহা দেখিনু যুগল ॥
 যে কপ অস্তরে-মোর জাগে নিরবধি ।
 হেরিতে ও কপ সিদ্ধু ধায় নেত্র নদী ॥
 মমথ রাজকন্যারে করি দরশন ।
 তনু হোলো পুলকিত গেল অক্ষি মন ॥
 কদম্ব কুমুদাকার শীহরিছে তনু ।
 দেখিতে দেখিতে অঙ্গে বাড়ে মনোজ্ঞনু ॥
 কান্তে হেরি কামিনীর মন টল টল ।
 ভগমগ তনু রসভরে ঢল ঢল ॥
 বিকর্তন হোরি যেন সুখি কমলিনী ।
 শশী হেরি যেন প্রকলিত কুমদিনী ॥
 উভয়ের কপে মগ্ন উভয়ের মন ।
 পরস্পর প্রেমকাণ্ডে লইল বন্ধন ॥
 উভয়ের সঙ্কেত বিবাহ এই স্থানে ।
 হুই জন জানে মাত্র অন্য নাহি জানে ॥
 পরস্পর মনোমালা বদল হইল ।
 দেখা দেখি হইতে অক্ষিতে অক্ষি নিল ॥
 মরম বসন পরস্পর পরিধান ।
 কামভেব আপনাই করে কন্যা দান ॥
 এই কপে হুইজনে হইল মোহিত ।
 শিবপূজা করে রামা হোয়ে এক চিত ॥

পূজা সাক করি তবে যার ধীরে ধীরে ।
 যার যার মাথ পানে চারি কিরে কিরে ॥
 শরে বহু কুরঙ্গিনী দেখে যেই মত ।
 তদ্রূপ রামার চক্ষু নিমেষ নিহত ॥
 চলিতে না চলে পদ গদ গদ কারা ।
 বলে কবে হবোলা উহার আমি জায়া ॥
 প্রাণ রাখি শূন্য দেহ লরে ধনী যার ।
 রচিল উমাচরণ মিষ্ট রচনার ॥



মন্মোহিনীর ইচ্ছাবরী ।

পরার ।

ওখানে হেমাঙ্গ নৃপ করে আরোজন ।
 করয়ে অপূৰ্ণ সভা বিবাহ কারণ ॥
 অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি যত রাজাগণ ।
 ক্রমে ক্রমে সকলেতে দিল মরশন ॥
 হেনকালে আইল মন্মথ মতিমান ।
 হেরিয়া আপনি রাজা করয়ে সম্মান ॥
 সিংহাসনে বসিল যুবক ক্ষিতিপাল ।
 বকের সভায় যেন শোভিল মরাল ॥
 হেমাঙ্গ সভায় ভূপ হেন শোভা করে ।
 কাপের হুটীতে ঘোর অককারি হরে ॥
 মনে ভাবে রাজাগণ পথভ্রম সভা ।
 এই পারে বরমান্য বুঝিলান কথ্য ॥

সতীষ চিত্তভানু কাব্য ।

৬৩

ওখানে হেমাঙ্গ পুজী করিয়া সুবেশ ।
 সত্য মাঝে কপবতী করিল প্রবেশ ॥
 শশিবুধী সখী নিল কুম্বমের মালা ।
 সত্য মধ্যে সৌদামিনী সহ ভূপবালা ॥
 কন্যা হেরি নরক জনে হলো চমকিত ।
 হেরিতে হেরিতে হলো নয়ন স্থকিত ।
 রাজাগণ অতিমুখে কন্যা উপনীত ।
 সখী পরিচয় দেয় কন্যার বিদিত ॥
 পদ্মিনীর মন কি ভ্রমর বিনা চায় ।
 ঘন বিনা চাতকিনী অন্যে নাকি যায় ॥
 সকল ভূপতিগণ অতি হুঃখে তাসে ।
 সখী লয়ে গেল তারে সম্মুখের পাশে ॥
 নারায়ণ সন্নিধানে লক্ষী পান শোভা ।
 রতিপতি হেরিয়া রতির মন লোভা ॥
 দরিদ্র হেরিয়া যেন বহু প্রাপ্য ধন ।
 বারি হেরি ধার যেন পিপাসিত জন ॥
 সেই কপ নিজ নাথে হেরিয়া কামিনী ।
 পুলকে কম্পিত কারা যেমন দামিনী ॥
 করে নিরা কুলমালা মহা কুতূহলে ।
 প্রদান করিল বরমালা বরগলে ॥
 অধমুখে রাজাগণ পেয়ে অপমান ।
 বিজ কবি কহে সবে করিল প্রহান ॥

গায়ে হরিদ্রা দিগদান ।

পয়সার ।

মহা স্বখে মজাধেয়ে দিয়া বরমালা ।

গমন করিল তবে নৃপতির বালা ॥

মম্বথ পাতেতে যদি কন্যা স্বম্বর ।

বিবাহ উৎসাহে তবে রাজা দিল ভরা ॥

শুভদিন জানি ভূপ কন্যা বরপাতে ।

কহিল হরিদ্রা দিতে উভয়ের গাত্রে ॥

হরিদ্রা ও তৈল লয়ে কুলাঙ্গনাগণ ।

রাজ অঙ্গে মাখাইতে করিল গমন ॥

বরের হেরিয়া কপ নারীগণ মত ।

দণ্ডাইয়া রহে সবে বুদ্ধি কোয়ে হত ॥

রসে ডগমগ তনু নবিনা মারিকা ।

দণ্ডাইয়া রহে যেন চিত্র শুল্লিকা ॥

যে অঙ্গে যখন যার পড়িল লেচন ।

কি সাধ্য সে অঙ্গ হৈতে হইবে মোচন ॥

অনন্দের রসে সব রমণী অধরা ।

হত হৈতে গেল পোড়ে হরিদ্রা কটরা ॥

কারো কর হৈতে পোড়ে গেল তৈলবাতি ।

সদালসে যেন কারো পরিধের নাটি ॥

কাছে থাকি হোলো তার মাখাবে কি অঙ্গে ।

উৎসাহে পড়ে স্বপ্ন কামের তরঙ্গে ॥

নমোত্তরে মনেতে করিয়া নমস্কর ।

বপাতে হরিদ্রা তরল মিলে কুলাঙ্গণ ॥

মতীষ চিত্রভানু কাব্য ।

২৫

পরদিন প্রভাতেই উঠে মরুপতি ।
 অধিবাসে আরোহণ করে শীত্ৰগতি ॥
 রাজার মহিষী তবে কন্যারে সাজায় ।
 হেরিয়া মোহন বেশ কাম মোহ যায় ॥
 বিচিত্র বসন আর নানা অলঙ্কার ।
 বলমল করে যেন ভড়িত আকার ॥
 শুদ্ধাচারি হোয়ে রাজা বসে নান্দ্রিযুখে ।
 পূজিলা গণেশ গৌরী কেশবে কোতুকে ॥
 ষোড়শ মাতৃকা যতী মার্কণ্ডে অর্চিলা ।
 কন্যাভালে ছোঁয়াইল। মহিগন্ধ শীলা ॥
 ধান্য তুর্কী কল পুষ্প গোরচনা দধি ।
 সন্তুক মিন্দুর শঙ্খ আর সর্কৌষধি ॥
 সিদ্ধার্থ কজ্জল আর রক্ত কাঞ্চন ।
 সূত ছীপ পূর্ণ পাত্র চামর দর্পণ ॥
 হুজিআজ করে রাজা হোয়ে আনন্দিত ।
 পূজে পিতৃলোক গণ বিধির বিহিত ॥
 করেতে বাঞ্ছিত সূতা যেমত বিধান ।
 আরোপি কদলীতরু করাইল। স্নান ॥
 একপে কন্যার কৈলা গজাদি বাসন ।
 ততোধিক বস্ত্রের সিরস সমাপন ॥
 গোমূলি হইল তার সর্ক দোষ সীন ।
 আগমন কৈলা তার যুবক সরির ॥
 দোখণ্ডি যুগল চেল কাড়পড়া কঁসি ।
 বাজিছে-রংগেরচৌকী-কপিনাভ রাশী ॥

৬৬ নতুন কলকাতা কাব্য ।

বরেরে বসার রাজা মইলন্দোপর ।
রচিত উমাচরণ সারদা কিঙ্কর ॥

পানি গ্রহণ বর্ণনা ।

লঘু-ত্রিপদী ।

কুল পুরোহিত, বিধির বিহিত,
পীঠোপরে বসাইলা ।

বরেরে বরণ, করিয়া রাজন,
বস্ত্র অন্তরণ দিলা ॥

বলে পুরোহিত, করহ তুরিত,
ত্রী আচায়ে যাহ লয়ে ।

যেন মহাশয়, বিলম্ব নাহর,
লঘুপাছে যায় বয়ে ॥

তবে মহারাজ, নিজ পুর মাক,
লইয়া চলিল বয়ে ।

দেখি মহীপালে, থাকিয়া আড়ালে,
সারীরা লোকন করে ॥

হেমকারি হাতে, সুর্ণ কার মাথে,
রাণী সঙ্গে কত বালা ।

খড়্গার তুল, আলিয়া বিগুল,
কেহবা বরণ ডালা ॥

স্বাক্ষরালী সঙ্গে, সারীগণ সঙ্গে,
বরে যায় আনন্দিত ।

সতীষ চিত্তভানু কাব্য ।

৩৭

কন্যারে আনিয়া, উলু উলু দিয়া,

করে যথা বিধি নীত ॥

ছাউনি নাড়িয়া, উত্তরে হেরিয়া,

উত্তরের মনটলে ।

শ্রী আচার পরে, বাহিরেতে বরে,

বন্ধুগণে লয়ে চলে ॥

কন্যারত্ন খানি, সতামাকে আনি,

রাজ্য করে সম্পদান ।

জয়জয় রুব, মহা মহোৎসব,

দ্বিজে করে বেদ গাণ ॥

প্রদক্ষিণ পরে, দৃষ্টি পরস্পরে,

বদল করিল মাল ।

স্তম্ব বাদ্যনাদে, দ্বিজে গ্রন্থিবাধ,

বরসহ বর বাল ।

করে ধরি পুঁথি, করে লাজাচ্ছতি,

বিধান প্রমাণে সব ।

শত শত ঢোল, মন্দিরা মাদোল,

শিকাবেণু শংখরব ॥

উলু উলু দিয়া, বর কন্যা নিয়া,

বাসরে বসায় রাণী ।

শ্রীউমাচরণ, তাবি নারায়ণ,

বলে মধুরস বাণী ॥

সতীষ চিত্রভানু কাব্য ।

সম্পত্তীর স্বদেশে গমন ।

পয়ার ।

পরম আনন্দে হোলো বিবাহ সম্পন্ন ।

ভুঞ্জিল সক্ষীর নৃপ পরমান্ন অন্ন ॥

বাসরে ভূপতি সহ ভূপাল বালিকা ।

পরিহাস করে রামাগণ সুরসিকা ॥

বিবাহ বাসর বঞ্চে সুখে নরনাথে ।

বিদার আগে মন্থথ উঠিয়া প্রভাতে ॥

রাজার রমণী তবে কন্যা কোলে করি ।

গদ গদ ভাসে কহে তার খুঁটি ধরি ॥

মায়াতে মোহিতা রাণী শোকাকুল দেহ ।

স্বতাবত জানে সবে অপত্যের স্নেহ ॥

বরে দিলা যৌতুক করিয়া পুরস্কার ।

নানা রত্ন রথ হস্তি বস্ত্র অলঙ্কার ॥

শস্ত্র শাশ্ত্রী পদে করি প্রণিপাত ।

অগ্নোহিনী সহ চলিলেন নরনাথ ॥

বাজে জগৎসম্পদে ল খোল খরতাল ।

কাঁহাল মন্দিরা বীন বেণু সুরসাল ॥

আগে আগে নহবত বালিছে টিকরা ।

মধুরি বজ্রকি শঙ্খ দোখরি দোতরা ॥

মধুর সংগীত কেহ গায় কাছে কাছে ।

মদ্যলসে রঞ্জে ভঞ্জে বারাদণী মাচে ॥

ভূরিত গমন কৈল বিদার হইয়া ।

পুরজন সকলেতে আনন্দিত হয়।
 বরণ করিয়া বর কন্যা ঘরে লয়।।
 নিয়মিত কুলচার কর্ম যত ছিল।
 এযোগে তাহা সব সম্পূর্ণ করিল।।
 জাতি বন্ধু স্বজনেতে পায় মহাশ্রাদ।
 ধান্য দুর্গা শিরে দিয়ে করে আশীর্বাদ।।
 বরকন্যা হেরি করে নয়ন সকল।
 বলে কি শোভিল এ ইন্দ্রাণী আখণ্ডল।।
 পুরজন সকলেতে পাইল উৎসাহ।
 দ্বিজ কবি কহে হোলো বিবাহ নিরুদাহ।।



মদ্যোহিনীর কুলশর্বা ও বাসর বর্ণন।

ত্রিপদী।

কুলশর্বা পরদিবা, রাজার উৎসাহ কির,
 বলে নিশী যায় কতকণে।
 ভাবে পদ্মিনীর বঁধু, কতকণে পাবে মধু,
 নিজানাই ভাবে তাই মনে।।
 হৃদয় থাকিতে রাজ, নুপতি তুলিয়া গাজ,
 ভূত্যাগণে করেন সজাগ।
 পুরীর সাজ্জনা করে, কেহ যায় কার্যাস্তরে,
 কেহ থাকে নুপতির ভাগ।।
 শ্রীগণ কুতূহলে, কন্যারে সাজাতে চলে,
 ভূবণীর মনোমুগ্ধ লয়ে।

সতীত্ব চিত্রতাম্র কাব্য ।

কিবা সে কপের চাঁদ, যেন ঘোলকলা চাঁদ
নেহারে নয়ন স্থির হয়ে ॥

সুগন্ধিত তৈল দিশা, দিল বেশ আঁচড়িয়া,
বাঙ্কিরে কবরী মনোহর ।

মল্লিকা মালায় শোভা, শুভে জন্মে মধু লোভা,
দিল ভালো সিদ্ধুর সুন্দর ॥

বিচিত্র হুকুল আছে, পরাইয়া মনোরমে,
পরাইল নানা অতরণ ।

ভূষাভূষা রূপ যার, ভূষণে কি করে তার,
সাধমত দিল নারীগণ ॥

হৃদয়েতে মণিহার, অপকণ শোভা তার,
যেন যের শূদ্রে তরঙ্গিণী ।

কলমল কর্ণকুল, আলো করে কর্ণমূল,
রবি ছবি খরিল রঙ্গিণী ॥

মাসাষ্ট্রে নোলক দোলে, যেম তারা শশীকোলে
স্মৃতি পাতি তারার প্রকাশ ।

একে রক্তাধর ভাগ, তাতে তারলের আগ
পুরাইতে পতির প্রাস ॥

রক্তন কঙ্কন করে, দামিনীর প্রতাপরে,
শোভিছে বলয়া পৈছে তার ।

ভুজে ভুল বন্দ রত্নে, বাজুবন্দ অতি যত্নে,
নয়নরত্ন তাতে শোভাপার ॥

নিভবেকে চন্দ্রহার, কিবা কব সে বাহার,
রঙ্গিকের রূপে মন হরে ॥

সত্যচিন্তা কবিতা

নানা অন্তরঙ্গ পায়, কম কম করে তায়,

উদয় করিতে পঞ্চশরে ॥

একেতো রূপের শেষ, তাহাতে করিল বেশ,

হেম বহু যেন করি রদ ॥

হেরি রাজা হৃদোজ্জ্বল, আনন্দ সাগরে তানে,

কহে ছিঁজ কবি গদ গদ ॥

পর্যায় ।

নানা রসে সখীগণ করে আয়োজন ।

কুমুদ কল্লুরি চুয়া অঙ্কুর চন্দন ॥

কুলময় শয্যা খানি পর্য্যাক উপর ।

তার চারি ভিত্তে দিল ফুলের ঝালর ॥

ফুলের মশারি তথি ফুলে উপাধান ।

ফুলের মর কিবা রচে বিদ্যমান ॥

নানা ফুলে অলঙ্কার রচিয়া বিশেষ ।

কামিনীর করাইয়া দিল কুল বেশ ॥

খানি ভরি রাখে কুসুমের মালা গাঁথি ।

অশ্রুতীর সামগ্রী রাখিল নানা জাতি ॥

ইকু শশা রক্তা ডাব নারিকেল জল ।

পাকাজাম রসাল কেন্দ্র পাণিকল ॥

জ্বরির পেয়ারা পেঁপে আতা সুমধুর ।

আদাকুচি সহকারে সুগের অকুর ॥

মাখন মিহিরি মেওরা দধি কীর ভাদা ।

ঘনহৃদ কাঁচানর জ্বরির সর ভাদা ॥

ছানা কুচি ছানা সানি আর তার মিঠা ।
 অমৃত জিনিয়া আবাদন যার মিঠা ॥
 সন্দেশ বাদামজুতি আর ফীরপুলী ।
 বরফি কীরের গোলা রাখে কতগুলি ॥
 মণ্ডা মুণ্ডী ছানা বড় চিনি রস ভরা ।
 রাখে মনোহর সে সুবন মনোহর ॥
 রাখে কাংনি গজা মজাদারি পানিতোরা ।
 গরম পীপড় ভাজা লুচি মালপোরা ॥
 কিস্মিস্ বাদামাদি মেওরা বাটি পুষ্টি ।
 মগদ মোহনভোগ খাস্তার কৌচুরি ॥
 চক্ষ্য চোষ্য লেছ পের আদি খাদ্য যত ।
 স্বর্ণপাত্র পুরি সবী রাখে মনোমত ॥
 মনোহর খিলি বানাইরা সহচরী ।
 রাখে সাজাইরা কনকের বাটা ভরি ॥
 রাখিল জোমানি ধন্য ওবাক প্রচুর ।
 জাতিকল এলা লক্ষ আইজী কপূর ॥
 পাতরিয়া চুন কেয়া বদিরাদি করি ।
 সর্ব প্রকাৰ প্রস্তুত করিল সহচরী ॥
 এইরূপ সখীগণ কৈল আরোজন ।
 ভিজ কবি কহে হোলো মিশা আগমন ॥

লক্ষ্মীমণি ।

'তাকিহে' 'সৌম্যে'; 'ইবে' কতকনে,
 'সরাস্বত' কারিনীর ।

সতীক চিত্রকাম কাব্য ।

৭৩

হৃদি নভে শশী, পাইব প্রেমসী,
উধলিবে প্রেমসীর ॥
এমন সময়, নিশীর উদয়,
রবি গেলা অস্ত গিরি ।
কুমুদ প্রকাশে, কামিনীর পাশে,
রাজা চলে ধিরি ধিরি ॥
যত সখীগণ, আসিয়া তখন,
নৃপেপরে সেবন করে ।
চামর বাজন, করে কোনো জন,
কেহ ভাষে সমাদরে ॥
স্নিকোদক আনি, চরণ ছুখানি,
ক্ষালন করায় কেহ ।
মৃগ মদরাজ, আনি মলরাজ,
মাখায় করিয়া স্নেহ ॥
আনিয়া সজিনী, প্রেম তরঙ্গিনী,
বসাইল তার বামে ।
ঘেন কাদম্বিনী, মধ্যে সৌদামিনী,
শোভাইল রাধা আশ্রমে ॥
সহচরী তার, চামর ছুলায়,
রসে কহে রসভাষ ।
কেহ করে ঠাট, নাগরীর নাট,
কেহ করে পরিহাস ॥
দীপ্তে মুখছটা, খুলিয়া ঘোমটা,
বলে দেখ দেখ মুখ ।

দ্বিজ কবি কর, সব সখিচর,
এ কর্ণে করে কৌতুক ॥



বিহারোদ্যোগ ।

মালতী ছন্দ ।

কামের সমীপে কি রতিকে গেল রাখিয়া ।
অভিপাতে সখিগণ বাহিরেতে থাকিয়া ॥
কাছে কান্ত। হেরি ভূপ কামাশক্ত হইল ।
বদন চুম্বন করি কোলে তুলে লইল ॥
পতিকর স্পর্শে ধনী ধর ধর কাঁপিছে ।
লাজে নত চন্দ্রানন ঘন বাস কাঁপিছে ॥
চির বিরহিত ভূপ বলে একি প্রেয়সী ।
অলিকে কি মধুদানে লাজ করে সারসী ॥
কত বা গহিব আর দফে ফুলবাণেতে ।
সহেনা সহেনা ব্যাজ সহেনালো প্রাণেতে ॥
বিগলিত করে রাজ্য। হৃদয়ের দুকূলে ।
করে ধরে যুগল উন্নত কুচ মুকূলে ॥
পুলকে পূর্ণিত হোয়ে তবে নব নায়িকা ।
পতিপ্রীতি কহে কথা পতিপ্রীতি দায়িকা ॥
কি কর কি কর নাথ এত ব্যস্ত কেনেহে ।
আমরি কি করে। ঠাট ছাড় ছাড় বেনেহে ॥
নিদ্রয় হৃদয় তব মোর আঁক লাগিছে ।
অঁত তাপে যদি মাঝে দুখাসুর লাগিছে ॥

কাহ্না প্রবোধিয়া তবে কহে কাহ্না বল্লভ ।
 শুভ হেতু কুটকুন্তে দিল কর পল্লব ॥
 ভ্রূণাখা তোমার অতি সুমঙ্গল কারণ ।
 হোয়েছে যৌবন ভব কন্দপের বারণ ॥
 মদনের আগমন হবে আশু তরলো ।
 উরুদয় রস্তা তরু আরোপণ করলো ॥
 পতিবাক্য শুনি খনী মুছ মুছ হাসিয়া ।
 শূলক অর্নবে তনু তরি যায় ভাসিয়া ॥
 জীবন কটাক্ষ করি কহে শুভ বঁধুছে ।
 তুরিতে করিলে পান ফুরাইবে মধুছে ॥
 অনলের মুখেতে কি যুত থাকে কঠিন ।
 মধুকর ছাড়ে নাকি ফুলতর নলিন ।
 কথায় কথায় রক্তিরসে দোহে মজিল ।
 শ্রীউমাচরণ চুটু এই রূপ রচিল ॥

প্রথম বিহার ।

একাবলী ছন্দ ।

রমণ কখন সে কথা নয় ।

রসিকানুরোধে কহিতে হয় ॥

বুক বুক বুক ভাবক ভূপে ।

দোহার বিহার প্রথম রূপে ॥

বিধু কমলিনী একই ঠাই ।

বিপরীত রীতি বিরাগ নাই ॥

সরোজ উপরে ঝঞ্জম নাচে ।
 চকোর পড়িল চাঁদের সাঁচে ॥
 চুষক পাষাণে নিশান রাখি ।
 চুষিত লালেতে প্রবাল নাকি ॥
 কম্পদ্রুমধর আবেসে ছাঁদা ।
 উত্তর বিরূতে উত্তরে বাঁধা ॥
 ধরেছে তাহাতে চতুর দল ।
 সুখের কুসুম রতির ফল ॥
 মঘন পবনে সুহির নয় ।
 সদত কম্পিত বিটপীড়ন ॥
 সঘনে হেলয়ে খেলয়ে রাগ ।
 কছু বা পল্লব সুকূলে ধায় ॥
 আশ্রয় কি দেখে সে তরুণেরে ।
 আশ্রয় আশ্রয় শক্তি ধরে ॥
 তরুণে ছুটি মরাল স্বর ।
 উর্দ্ধে ডাকিছে কোকিলবর ॥
 অলির বন্ধার সঘনে কত ।
 অবগে করিল অবগ হত ॥
 অচণ্ড পবন ঘাইল দূর ।
 ফলের গৌরব হইল চূর ॥
 ক্রীডমাচরণ রচিল ইহা ।
 তথাপি দোহার না পূরে স্পৃহা ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

প্রথম বর্ণনা ।

পর্যায় ।

রতিশ্রীকান্ত নরপতি দারি দিল্য সুখে ।
জলপানি উপভোগ থাইলেন সুখে ॥
প্রেরসীর সহকারে তারুল তক্ষণ ।
সুজনে সুজনে মেলা অতি মূলক্ষণ ॥
দমন হেরিয়া ভূপ রতি অনুরাগে ।
কামিনীকে বসাইল নিজ কোল ভাগে ॥
মজিয়া অনঙ্গ রসে মনে মহা সুখ ।
হাস্য পরিহাস কত কহিব কোতুক ॥
কামরসে মাতিয়া কামিনী রসাধান ।
পতিশ্রুতি করে চুম্ব আলিঙ্গন দান ॥
বিরহ সন্তাপে দোহে জ্বালাতন ছিল ।
প্রেম সরোবরে এবে আনন্দে ডুবিল ॥
রতিকপ পক্ষজ হইল ফুলতর ।
মধুপানে মাতিল মদন মধুকর ॥
সুখ হংসাবলী তাতে সুখে ক্রীড়া করে ।
যুবক যুবতী দোহে আনন্দে বিচরে ॥
কামের কোতুকে কামিনীকে করি কোলে ।
রতিরঞ্জে নিশি সাক্ষ রাজ্য অঙ্গ তোলে ॥
প্রাতঃকৃত্য সাক্ষ করি নিজ কায়ে যায় ।
পাত্র মিত্র আদি সবে আইল সত্যায় ॥
রাজকায়ে গেল দিবা সমাগত নিশী ।
ওথা অথ নিরখিয়া আহরে মহিষী ॥

কতক্ষেপে নাথের হইবে আগমন ।
 রাখিল অহরি করি যুগল নয়ন ॥
 ধেনকালে পতি আসি তুরিতে মিলিল ।
 সীনে ধন নীল যেন সাগরে পশিল ॥
 একপে বঞ্চরে নিশী মদন আবেসে ।
 বিচ্ছেদাদি কুলক্ষণ গেল দূরদেশে ॥
 আশাক্রপ তরুদরে ধরিল শূকল ।
 আশাদন করিয়া মানস টলমল ॥
 প্রেমাম্বলে এই কপে সম্পতি ভাসিল ॥
 ক্রীডমাচরণ নব কাব্য প্রকাশিল ॥

রাজার ও রাণীর কানন বিহার এবং রাজার ও
 ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি রাণীর শাপ ।

পর্যায় ॥

ওক বলে জ্ঞানজানিন্দুর নন্দন ।
 পশ্চাৎ ঘটিল যাহা তার বিবরণ ॥
 এই কপে কিছুকাল নাগরী নাগরে ।
 মনেন্দোষ পূরে ভাসে সুখের সাগরে ॥
 এক দিন মনে হিনী মনুথেরে বলে ।
 ইচ্ছা হয় ত্রিম্বারে কানন মণ্ডলে ॥
 হেমন্ত হোরেছে অস্ত উদয় শিতান্ত ।
 রম্যস্থলে বিহারিতে বাসনা নিত্যন্ত ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

শ্রেয়সীর মনোমোহ পূরাতে নরেশ ।
বলে শ্রিয়ে তবে আজি করত সুবেশ ॥
পতির আদেশে সতী প্রফুল্ল হইল ।
অরাকরি মনোলোভা সুসজ্জা করিল ॥
একেত নবীনা, তাহে নগে সৌদামিনী । -
পতি সঙ্গে চলে রঞ্জে যেন আতকিনী ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নৃপ শ্রেয়সীর সনে ।
উপনীত হইলেন এক তপোবনে ॥
কুমুম কানন সেই অতি মনোহর ।
নানা জাতি ফল ফুলে শোভিত সুন্দর ॥
গোলাব চামিলী জাতি চম্পক টগর ।
সেউতি রক্তমৌগন্ধা বকুল সুন্দর ॥
মৃদু মৃদু বহিতেছে মলয়া পবন ।
সৌরভে মোহিত করে মদনের মন ॥
ডালে বসি পীক গগ ডাকে কুজরবে ।
অঙ্গারি ভসর ভ্রমে কুমুম সৌরভে ॥
তাহার নাহিতে গিয়া নবিন রাজন ।
নারী সঙ্গে রসরঞ্জে করেন রমণ ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে দশনে দশনে ।
বিহার করেন দৌড়ে মাতিয়া মদনে ॥
পৌলব নগমা খাষি, যার সেই স্থান ।
প্রাতে উঠে গিয়াছিল করিবারে স্নান ॥
পূজা জপ শ্রাদ্ধ করি দিবা অবসানে ।
উপজিত

সতীশ্ব চিত্তভানু কাব্য ।

দূরে থাকি দেখি ঋষি মন্ত দুইজনে ।
 ঐকান্তিক হইলেন ক্রোধ হতশনে ॥
 নিষ্ঠুর বচনে কন মনুষ্যের প্রতি ।
 কে তুই আমার স্থানে ওরে রে দুর্মতি ॥
 কল্ম কল মতে। তোর আপনার পাপে ।
 বৃত্ত কর্লেবর হৃদি মম অতিশাপে ॥
 শুনিলি অবনি পতি প্রমাদ গণিল ।
 মূনির চরণে আসি সম্পতি ধরিল ॥
 বিনয়ে নৃপতি স্বব করেন তাঁহারে ।
 বিপ্লবের মহিমা প্রভু করিতে কে পারে ॥
 প্রতিযুগে বিপ্রকপে বিষ্ণুর উদয় ।
 দেবগণ হোতে বিজগণ শ্রেষ্ঠ হয় ॥
 গজার সমান তীর্থ নাহি ত্রিভুবনে ।
 কৃষ্ণের সমান দেব নাহি দেব গণে ॥
 বৈকবেতে শিবসম কে আছে উক্তম ।
 সহস্রতে কেহ নাহি হয় ধরা সম ॥
 সত্যের সমান ধর্ম নাহিক কোথায় ।
 নাহি কেহ পতিব্রত। জানকীর প্রায় ॥
 দৈব সম বল নাহি পুত্র সম প্রিয় ।
 গুরুর সমান পূজ্য কে আছে ভিত্তীর ॥
 নাহি কেহ বন্ধু জেষ্ঠ ভ্রাতার সখীন ।
 প্রাজ্ঞ পিতা সম নাহি মিত্র রূপাবান ॥
 একাদশী সম ব্রত তপে অনুলন ।

সেই কপ সুর নর আদি যত জন ।
 বিশেষের সমান কেহ না হয় গণন ॥
 বেদেতে বিধাতা ইচ্ছা করিলা প্রকাশ ।
 পৃথিবীতে নরকজন ব্রাহ্মণের দাস ॥
 যে জন ব্রাহ্মণ গুরু নরনে দেখিয়া ।
 নমস্কার না করেন সজ্জন করিয়া ॥
 কল হুহ নরকেতে হয় তার বাস ।
 যত দিন চল সূর্য গগনে প্রকাশ ॥
 এ যে বিশেষের বাসে আমি করি বাস ।
 যেমন ভুলঙ্গ গৃহে মণ্ডুকের বাস ॥
 কাননে আসিয়া কছু না করি বিহার ।
 কি জানি কুবুদ্ধি আজ হোলো দোহাকার ॥
 শাস্ত্রোক্ত বচন কিছু না ভাবিয়া মনে ।
 কামিনীর সহ কেন আইলাম বনে ॥
 বিশেষ তোমার বন কেমনে জানিব ।
 জানিলে সর্পের মুখে কর কেন দিব ॥
 কামে মত্ত হোয়ে ওভুজনি হারাইয়া ।
 কুবন্দ্য কোরেছি আশু পিছু না ভাবিয়া ॥
 তুমি জানি কুমাবান তপস্বি মহাস্ত ।
 কৃপাকরি কৃপাকর, ক্রোধে হও শাস্ত ॥
 নৃপতির স্ববে ভুট্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ।
 মনে ভাবে সামান্য না হবে এইজন ॥
 ধ্যানকরি পরে জানিলেন মুনিবর ।
 অন্য কেহ নহে সর্বোচ্চতম ভগবান ॥

তখন হইয়া স্নানি খেদান্বিত অতি ।
 সবিনয়ে কহিলেন মহারাজ অতি ॥
 আপনি রাজাধিরাজ কেমনে জানিব ।
 জানিলে আপন আতি শাপ কেন দিব ॥
 রাণী বলে করি প্রভু দয়া বিতরণ ।
 মহারাজে শাপ হৈতে করহ মোচন ॥
 তুমি জগতের গুরু ওহে দয়াময় ।
 লম্বুপাপে গুরু দণ্ড উচিত তো নয় ॥
 মুনি বলে মম বাক্য না হবে লঙ্ঘন ।
 অণ কাল মধ্যে রাজা হবেন পতন ॥
 এত শুনি নম্মোহিনী কঁাদিতে কঁাদিতে ।
 তবনি মুনির অতি লাগিল কহিতে ॥
 পতিরে যেমন দিলে বিনা দোষে শাপ ।
 তোমায় শাপিব আমি ইথে নাহি পাপ ॥
 বশিতে উদ্যত জনে করিতে বিনাশ ।
 পণ্ডিতেরো নাহি পাপ শাস্ত্রে মুখকাশ ॥
 মম শাপে বাক্য লোপ হউক তোমার ।
 কার সাধ্য মম বাক্য খণ্ডিবারে আর ॥
 পুন কহু দিতেপারি পতির জীবন ।
 তবে বাক্যকুর্তি তব হইবে তখন ॥
 সতী শাপ শুনে মুনি অবাক হইয়া ।
 চিন্তিত অন্তরে গেল কুটিরে চলিয়া ॥
 শাপে মুক্ত হোতে তপ জপ আরম্ভিল ।

মহারাজের যোগাবলম্বনে জীবন ভাগ।

পর্যায় ।

ব্রাহ্মণের শাপ শুনি মম্বথ রাজন ।

ঘটচক্র ঘোল নাড়ি ভেদি সেইক্ষণ ॥

মুনাখান স্বাধিষ্ঠান মনিপুর পরে ।

অনাহত বিমুক্তা আর আজ্ঞা নাম ধরে ॥

এই ঘটচক্র ঘোল নাড়ি অবিধান ।

একে একে কহি শিষ্য কর অবধান ॥

ঈশ্বর করুন। মেধা পিকলাখা শুনি ।

সংজ্ঞান ধনা আর মনঃ সংযমনী ॥

বিশুদ্ধা বিমুক্তা আর বায়ু সঞ্চারিণী ।

বুদ্ধি সঞ্চারিণী জ্ঞান জুড়ন কারিণী ॥

তেজঃ স্কন্ধ বল পুষ্টিকরি, প্রাণ-ধারিণী ।

সর্ব প্রাণ করা পুনর্জীবন কারিণী ॥

এই দ্বাবিংশতি ভেদ করি শীঘ্রগতি ।

মনঃ সহ হংস ব্রহ্মরাক্ষু করি স্থিতি ॥

এইরূপ যোগ করি মুহুর্ভ থাকিয়া ।

আয়াতে আপন আরা। দিল সমর্পিয়া ॥

গলের ফটিক মালা লইয়া করেছে ।

জপিতে লাগিল বিষ্ণু নাম ছাকরেতে ॥

পশ্চিমে চরণ রাখি পূর্বদিকে শির ।

অস্তরে অরিয়া হরি ত্যজিল শরীর ॥

তারিণীর ত্রিচরণ হৃদয় কমলে ।

পূজিয়া পূজক ত্রিউমাচরণ বলে ॥

রাণীর কাননে বিলাপ।

গদ্য

মনোহিনী পতির মৃত্যুকণ বজ্রাঘাতে অচেতন হইয়া
 তৎক্ষণাৎ ভূমিস্থলে পতিত হইলেন এবং পুনর্জীবন চৈতন্য
 প্রাপ্ত হইয়া মগাথের মৃত দেহ কোড়ে নিবেশিত করিয়া
 উন্মত্তেরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হা! নাথ, কি হইল,
 তুমি কি অম্মাকে পরিত্যাগ করিলে, হৃদয় এত দিনে
 কি জানিতে পার নাই যে পুরুষের মন পাষণ হইতেও
 কঠিন, পুরুষের আত্মপর বিবেচনা নাই, দয়া নাই মনতা
 নাই, প্রাণনাথ উঠ উঠ, আর নিরপরাধিনী কুল কামিনীকে
 ক্রোশিত কোরোনা, একবার বিশাল মগনে বীক্ষণ কর,
 হৃদভাগিনী মনোহিনী পিতা মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ
 করিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছিল, এক্ষণে শরণ
 গতকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পলায়ন পর হস্ত
 টচিত্ত নয়, প্রেমন্তরু হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল
 একলা হতাশা সূর্য্য, বৈধব্য যন্ত্রণা রক্ষিছার! চিরকাল
 ক্রোশিত করণার্থ সমুদিত হইল, এক্ষণে জীবন বিকল
 প্রাণনাথ, অধিনীকে কি দোষে পরিত্যাগ করিলে, বুঝি
 পূর্বেকার অপমান মনে পড়িয়াছে তজ্জন্য এতক্ষণ ত্রিময়
 রহিয়াছ, প্রেমাবেশে কত মান, কত হল, কত বল, কত দোষ
 করিয়াছি তাহার প্রতিকূল প্রদানার্থ বুঝি এ অধীনীকে
 একাকিনী কানন মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিলে? প্রাণেশ
 আমি তোমার অধিনী, অতএব দাসীপ্রতি দয়া কোরে
 একবার গায়েবান কর, হা, প্রাণ বলত! তুমি এ দাসীকে

সতীত্ব চিত্রভাসু কাব্য।

প্রণব বাক্যেতে সর্বদা কহিতে যে তোমার সহিত কখনও
 বিচ্ছেদ হইবেনা, এক্ষণে সে কথা অন্যথা ভাবিয়া
 কোথায় গমন করিলে, প্রাণকান্দ, ও চাঁদমুখে দিবানিশি
 বলিতে ছে, প্রেমসি, “তোমাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিরাছি
 একথা যদ্যপি সত্যার্থ হইত তবে আমার দেহ কি কারণে
 পুড়ন হইল না, এক্ষণে অধিনী নু ক্রিতে পারিল যেনারীর
 মন । ভাবনা করিয়া ভুলাইতে ছায়, ছায়, প্রিয়নাথ তোমার
 সন্ধান আর এ অধিনী দেখিতে পাইবেন, রমণীর
 কঠিন জীবনকে ধিক, এখনও তোমার বিহনে বাঁচিয়া
 থাকি। ওরে পাপকারিণ্ প্রাণ এখনও প্রাণেশ্বর অভাবে
 আগার বেঁচেতে রহিয়াছ, তোমার তুলা নির্ভাজ্জিগে আর
 কেহই নাই, এইক্ষণে প্রাণপতির পশ্চাৎ গমন কর, ওরে
 ছে, প্রাণনাথকে হারাটরা আর কাহাকে দর্শন করিতেছ
 এইক্ষণে হুদিত হও। ওরে পদ এখানে কিজনো দণ্ডায়-
 মান আছে, যে পথে প্রাণনাথ গমন করিয়াছেন, সেইপথে
 আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, নাথ উঠ উঠ একবার অধী-
 নী ব দিকে দৃষ্টিপাত কর, নাথ অধিনীকে দয়া কোরে
 একবার গাভ্রোস্থান কর, হে বনবাসী বিনিক্রিত পক্ষিগণ
 তোমরা একবার অনুগ্রহ করিয়া নাথকে গাভ্রোস্থান
 করিতে অনুমতি কর, হে প্রাণেশ্বর, ক্রমে রজনী নিজ
 পাত ভিমীর দ্বারা বনস্থালী ব্যাপিত করিতেছ, অদূরে
 পচক কুলের অমঙ্গল ও ছুণিত চিৎকার দ্বারা এমন
 রমণীর বনস্থালীও শ্মশানবৎ বোধ হইতেছে, বৃক্ষ পঙ্খিত

শুক পত্র রাশী সর্ম্মর শব্দে অদূরস্থিত গিরিগুহার প্রতি
 বসিত হইতেছে এবিধ সময়ে কুলকামিনীকে বনমধ্যে
 অসহার রাখা কর্তব্য নয় অতএব উঠ উঠ একবার আদি
 নাকে দশন কর হা একগে কি উগার অবলম্বন করি
 মম শত্রু হও বিপদ সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করি ও না
 গোকাবেগ সহরণ করত সুযুক্তি যুক্ত উপায়ের পথ দব
 একগে শিবের শরণ লভ । ইহা কহিয়া মনোহিনী শিবের
 কব করিতে লাগিলেন ।।



মনোহিনী কতক শিব স্তুতি ।

তোটক ছন্দ ।

নয় শত্রু সুরেশ সুরাস্ত করী ।
 শশী অর্দ্ধ পীনাক ত্রিশূল ধারী ॥
 তুমি বিশ্বনাথ প্রভু বিশ্বপতি ।
 আমি কিরুরি হে তব গৌরিপতি ॥
 তব চিত্তিহ হে নহ অন্য জন ।
 পাদ পদ্মে তব মম তীত্ৰ মন ॥
 তবে কষ্ট কেন, হোরে কষ্ট তর ।
 ঘোর শকটে শকর ভাণ কর ॥
 ত্রিপুরাস্তক অস্তক শক্য হর ।
 সুর কিম্বর বন্দিত অংঘ্রিবর ॥
 তব বক্তন মর্দক মোক্ষ দাতা ।
 তোমাভিন্ন নহে সুর শক্য ধাতা ॥

রূপা কল্পতরু নাম অম্প নহে ।
 নিজ ভক্তে কেন এত নির্দয় হে ॥
 এ অপনে এসনে রাখ চরণে ।
 তোমাভিন্ন নাহি জানি অন্যজনে ॥
 কুরু দাসীরে কক্ষিত রূপাদান ।
 নহে শকর শকটে যার প্রাণ ॥
 ঘোর আপদে বিপদে রক্ষ তব ।
 উমাচরণ করুণাত্মী তব ॥

রাণীর সহিত মন্ত্রির সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে
 রাজ্য ভার দেওয়া ।

পর্যায় ।

এই রূপে সতী করে শিবের স্তবন ।
 হেনকালে পূর্ব দিকে উদয় তপন ॥
 কুকুটে কাকোক্তে করে কলরব ধনি ।
 নখের বিরহে হার হার করে ধনী ॥
 এখানেতে রাজমন্ত্রী নামে সত্যাশন ।
 ভাবিতে লাগিল রাজ্যী ভূপের কারণ ॥
 গত কল্য ধহারাজ মহিষীর সনে ।
 বিহারার্থ গিন্নাছেন নির্জল কাননে ॥
 এখনো হলোনা কেন পুনরাগমন ।
 বুঝিবা হইল কোনো বিপদ ঘটন ॥

এতক ভাবিয়া তবে মঞ্জি বিচক্ষণ ।
 বনে গিয়া করেন দৌহার অব্বেষণ ॥
 অবশেষে উপনীত হইলেন তথা ।
 রাজরাণী হায় হায় করিছেন যথা ॥
 দেখিয়া স্ত্রীনিম্ন সব সজ্জাশয় ঘর ।
 রাজার শোকেতে অতি হইলা অস্থির ।
 মনোহিনী মঞ্জিবরে করি দরশন ।
 বিগুণ শোকেতে আরো কোরেন ক্রন্দন ॥
 অনন্তর মঞ্জিবর ধৈর্য্য ধরি মনে ।
 রাণী প্রতি কহিছেন প্রবোধ বচনে ॥
 ক্রন্দন করিলে মাগো পাবেনা রাজারে ।
 দেবধীন হয় বাহা যশিতে কে পারে ॥
 অতএব আর মাগো করোম ক্রন্দন ।
 রাজদেহ লয়ে কর গৃহে আগমন ॥
 অনন্তর তদ্বিষয়ে যা হয় বিহিত ।
 রাজ্যোত্তে য ইয়া করা যাবে সুনিশ্চিত ॥
 মঞ্জরে কহেন সতী খেদান্তিত মনে ।
 বাবনা বাবনা মঞ্জি আর নিকেতনে ॥
 ছার রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন ।
 যদি বিধি হরিনিল পতি রক্ত ধন ॥
 আমার প্রতিজ্ঞা সুন মঞ্জি বিচক্ষণ ।
 যদি কছু দিতে পারি পতির জীবন ।
 তবে পতি লয়ে গৃহে করিব গমন ।
 নতুবা এ দেহ মম করিব পতন ॥

সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য ।

অহএব শুন মস্তি আমার বচন ।
তুমি গিয়া কর এবে প্রজার পালন ॥
হাতীর আদেশে মস্তি অহির হইয়া ।
মানাতু হুখে অহিলেন গৃহেতে চলিয়া ॥
কাজেক না কহি রাজমুহুর সমাচার ।
শিগীত আছেন রাজা করিল প্রচার ॥
অনা সিংহাসনে বসি সত্যাশন ধীর ।
প্রজার পালন করে হইয়া সুহির ॥
চিত্তাঙ্গি পাদপদ্ম করিয়া অরণ ।
কীটমোচরণ কাব্য করিল রচন ॥



মন্মোহিনীর প্রতি এক যুবকের কটুউক্তি
এবং তাহার প্রতি মন্মোহিনীর উক্তি ।

পর্যায় ।

গুরু বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ মন্দম ।
তদন্তরে যাহা যাহা হইল ঘটন ॥
রাজরাণী মস্তিবরে করিয়া বিদায় ।
একাকিনী শব লয়ে রহিল তথায় ॥
কি করিবে কোথা যাবে না পার উপায় ।
কেবল নাথের লাগি করে হার হার ॥
বন্ধে শব বনমধ্যে ফেরে মন্মোহিনী ।
কপেতে করিয়া আলে। যেন সৌদামিনী ।

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

বিধি যারে বাস তার পদে পদে দারা
 কোথা কৈতে যুব। এক সেই পথে যার ॥
 হঠাৎ দেখিল সেই আশ্চর্য্য কামিনী ।
 বনে কপ মেঘে যেন খেলিছে দামিনী ॥
 সুস্থির যৌবনা চারু চম্পক বরণা ।
 শরদ পূর্ণেন্দু রুখ পঙ্কজ লোচনা ॥
 বৃহন্নিত্য তার পীণ পরোধরা ।
 রক্ত অলকার অঙ্গে পীতবস্ত্র পরা ॥
 এই কপ তার কপ দেখিয়া দুঃখ হ।
 মদনের বাণে হোলো পাড়ায়ুক্ত অতি ॥
 হেজরাশী প্রকাশিছে সতী কলেবরে ।
 নিকটে যাইতে সাধ্য না হোলো অন্তরে ॥
 অনুরে থাকিয়া কল মোহিনীর প্রতি ।
 শব কোলে কোরি বনে কে ডুমি যুবতী ॥
 পঙ্কজী কিন্তরী কিহা মানবি হইবে ।
 স্বকপ বচনে দনী আমারে কহিবে ॥
 মনোহিনী বলে বাপু কি শুনিবে দুঃখ ।
 মমথ রাজার রানী বিধাতা বিমুখ ॥
 যুব। বলে মম প্রতি হইয়া সদয় ।
 শবেব্রে কেলিয়া চল আম'র আলয় ॥
 উজ্জল কমল জিনি কিবা তব কায়া ।
 দুঃখ দূরে যাবে এসো হবে মোর জায়া ॥
 মনোহিনী যুবকের হেন বাক্য শুনি ।
 কহিছেন হিত কোপে জলন্ত অঙ্গিনি ॥

আগে ভেবেছি নু তুমি ধার্মিক স্বজন ।
 এখন জানি নু আমি তোমার মন ॥
 জ্ঞান হীন হোয় যেই পর পত্নী হরে ।
 যায় সেই কুস্তিপাক নরক দুস্তরে ॥
 চতুর্দশ ইন্দ্রাবধি তাজা কোরি ভোগ ।
 চণ্ডালের ঘরে জন্মে জন্মে কুষ্ঠরোগ ॥
 কুষ্ঠাত্মীর ভোগ হয় ঘোর কালচক্র ।
 যাবৎ করেন রাজ্য অষ্টাদশ শত্রু ॥
 পরে আসি জনুলয় চণ্ডালের ধাম ।
 এত কঠি মনো হিনী হইলা বিরাম ॥
 সুখ কয় ওকথায় ভুলিলে যুবতী ।
 তোমাতে যাইতে হবে আমার সংহতী ॥
 সহজে না যাও যদি আমার আলয় ।
 বলে পরি লোভে যাবে কারে করি ভয় ॥
 মনোহিনী ভাবে একি দুঃখোপরে দায় ।
 প্রাণ যায় নাহি ডরি পাছে ধর্ম যায় ॥
 জানিতে দৈবের পর বল নাহি আর ।
 অসাধ্য সাধন হয় নামে কালীকার ॥
 এত ভাবি কালীকার কব আরতিলা ।
 দূরে থাকি দুরাশয় শুনিতে লাগিল ॥
 কালীকার পদযুগ হৃদয় কমলে ।
 পুজিয়া পূজক, শ্রীউমাচরণ বলে ॥

সতীত্ব চিত্তভানু কাব্য ।

মনোহিনি বর্জক কালীকার লব ।

ভুজঙ্গ প্রেরিত হৃদ ।

নমস্কারিণী যিশুর জাগ কলী ।

নমস্কারিকা চণ্ড ছন্দে হজী ॥

স্বয়ী ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ হরী ।

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারী ॥

নমঃ সুরেন্দ্রী শিবের শূল হজী ।

নমঃ সুকী কলী নমঃ ছিন্ন মস্তা ॥

নম শক্তিকৃপা নম শূন্যাকারী ।

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারী ॥

নম কুললা কুণ্ডলা বৃণ্ডমালী ।

নম উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা করালী ॥

শ্মশানী মশানী ভিসংসার সারী ।

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারী ॥

নমস্কে মহাবৈষ্ণবী বিশ্বমাতা ।

মহাদত্ত শূন্য নিমুত্ত নিপাতা ॥

নম নিদ্রাকৃপা নিরাকারী কারী ॥

সুভদে সুভদে সুভদে মা তারী ॥

সর্প বাতে যুবকের প্রাণভাগ ।

পমার ।

হেনমতে করে সতী লব কালীকার ।

দৈবের প্রভাব দেখ কিবা চমৎকার ॥

এই কালে সেই স্থলে এলো এক কণী
 স্থলপদ্ম গজ আভা মাখে জলে মণি ॥
 রাগেতে কোঁপায় ফণা করিয়' ধারণ ।
 পরন্তের মেঘ ঘেন করয়ে গজ্জ্বল ॥
 নেত্রিতে দেখিতে সেই সর্প তৎক্ষণাতঃ,
 যদেকর পারে গিয়া করিল আঘাত ॥
 হত কপে করি সেই ছুঁক্টের দমন !
 হত বেগে গুচুপাদ করে পলায়ন ।
 পুতঙ্গ দংশিলে যুবা করি দরশন ।
 কি হইবে কি করিবে ভাবিছে তখন ॥
 কিহু সে বিধর বিবে হোয়ে জ্বর জ্বর ।
 ক্রমেতে অবশ হোল তার কলেবর ॥
 পরিশেষে দুরাশয় গেল যমালয় ।
 বিজ কবি কহে যথাধর্ম তথাজয় ॥



মনোহিনীর দেবতাদিগকে

শাপদানোদ্যম ।

পর্যায় ।

গুরু বলে প্রিয় শিষ্য কর অবগতি ।
 অকঃ পর যা করিল মনোহিনী সতী ॥
 হৃদয়ে ধরিয়া পতি শব সেই বনে ।
 পড়িয়া রহিল দিবা নিশী অচেতনে ॥
 রাত্রিকালে রক্ষা করিলেন নারায়ণ ।
 প্রত্যাহতে উঠিল সতী পাইয়া চেতন ॥

ঐক্যে প্ররূপ করি কহেন সুন্দরী ।
 তুমি জগন্নাথ আমি ভাগ্য ভিতরি ॥
 জগত পালন তার আহরে তোমায় ।
 কি হেতু বঞ্চনা প্রভু করহ আমার ॥
 কি কহে আমার কান্ত গেল কোথাকারে ।
 কোন স্থানে কার হাতে অর্পিলে আমারে
 জগতে যতেক মুঢ় আছে নিত্যানন্দ ।
 বিয়োগে শকট ভাবে সংযোগে অনন্দ ।
 বিষয় ঐশ্বর্য ভোগ নশ্বর যথার্থ ।
 আপন ইচ্ছায় ত্যজে কেবল মুখ ২ ॥
 তার সাক্ষী যত সাধু জগত তিতরে ।
 তাজিয়া ঐশ্বর্য তব পদ ধ্যান করে ॥
 কিন্তু প্রভু যদি কেহ অন্য কোন জনা
 ঐশ্বৰ্যের ভোগে অন্যে করবে বঞ্চনা ॥
 তবে সে বঞ্চিত জন পার বড় ছুখ ।
 বইছায় ত্যাগ বিনা নাহি হয় মুখ ॥
 অতএব এমূঢ় বঞ্চিতা দাসী প্রতি ।
 আমার বাঞ্ছিত অদ্য দেহ প্রিয়পতি ॥
 ইচ্ছাই দেবই মোক্ষ নাহি চাই আমি ।
 চতুর্বর্গ হৈতে প্রোক্ত দেহ মম স্বামী ॥
 তুমি জগতের নাথ ওহে নারায়ণ ।
 এইক্ষণে দেহ মম পতির জীবন ॥
 অন্যথা এখনি শাপ দিব তোমা প্রতি ।
 শাপ দিয়া তোমাতে এখনি প্রজপেতি ॥

বিনাশিব তোমার এ সৃষ্টি অধিকার ।
ওহে শত্রু জ্ঞান লোপ করিব তোমার ॥
ওহে ধন্য তোমার করিব ধন্য লোপ !
ধর্মের যমক্স অদ্য করিব বিলোপ ॥
একপে মনোহিনী মহা সাদ্বী সত্যী ।
কহিলেন কোপ করি সর্বদেব প্রতি ॥
এত কহি শাপ দিতে উদাত্ত হইয়া ।
স্রষ্টা নদী তীরে গেলেন চলিয়া ॥
শাপ শব বক্ষে করি ছোলে উপনীত ।
দেবিয়া দেবভাগ্য হইল কম্পিত ॥
পালেন দেবগণ অগ্রে করি বিধি ॥
উপনীত হৈলা তীর ক্ষীর পয়োনিধি ।
করেন বিষ্ণুর স্তব যত দেবগণ ।
শুটপানি হোয়ে কহে শ্রীউমাতরণ ॥

দেবতা কতক বিষ্ণুর স্তুতি ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ভূমি নিরাকার শূন্য, ভূমিহে আকার গণ,
দীনবন্ধু দয়াময় হরি ।
আকাশ পাঠাল ভূমি, যত কিছু সব ভূমি,
আর হুঃখে তরিবার তরী ॥
স্বধব মধুসূদন, মর্দন মনোমোহন,
মুরারী মুকুন্দ মুর হরি ।

নমঃ গোবর্দ্ধন ধারি, নমঃ গকুল বিহারি,
গোবিন্দ গোপাল গদাধর ॥

নমঃ গলার্শ লোচন, নমঃ পূর্ণাঙ্গ আসন,
পদ্মলাভ পবন পাবন ।

নমঃ কালীয়া দমন, জগন্নাথ জনাৰ্জন,
প্রণমহ কৃষ্ণিং বামন ॥



দেবগণের বিস্তৃত আশ্রিত উক্তি, ও দৈববাণী
শ্রীকৃষ্ণ, এবং মথুরাধিনীর নিকটে আগমন
পরিচয় ।

এইকালে শ্রীবিষ্ণুর করিমা জ্ঞাপন ।
নিবেদিল সব কথা কমল আসন ॥
ভূমি দিলে ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারি পদ ।
অন্য মথুরাধিনী শাপে যায় সে সম্পদ ॥
এইকালে ক্রমে ক্রমে যত দেবগণ ।
নিজ নিজ দূঃখ করিলেন নিবেদন ॥
যজ্ঞভাগী হুত ভোজী করিলে সকলে ।
অন্য ভাষা যায় মথুরাধিনী শাপানলে ॥
স্বপ্নে জাগরণে সৰ্ব্ব কার্যে সাধুগণে ।
সৰ্ব্ব দুখে পারে হয় সাধব স্মরণে ॥
অন্তএব রক্ষা কর জামা সবাকারে ।
এত বলি দণ্ডাইলা সত্য অন্তরে ॥
এইকালে দৈববাণী হোল অকস্মৎ ॥
স্বাহা সৰ্ব্বোত্তমো জামি বাইব পুণ্যত ॥

ইহা শুনি দেবগণ হোয়ে আনন্দিত।
মন্মোহিনী স্থানে সবে চলিল। ভুরিত।।
চিরকাল পতি সেবা প্রদায় সেই সতী।
প্রেক্ষাশিবে তেজ অগ্নিশিখাসম জ্যোতি।
সাগাশনে বসি পতি শব বক্ষে ধরি।
হৃদয় লাটুক মাল্য সবা করে করি।
কোণ মুদ্রা করি সতী বাহির মেহেতে।

১৪ কুণ্ডলা মালা পরিয়া গলেতে।।
১৫ পদ আলকার ভূষণে উজ্জল।।
১৬ হস্ত সিংহর দ্বিত্ব উল্লু খোল কল।।
১৭ বদন বদ্য চন্দ সুস্থির যৌবন।।
১৮ পদোপরি চক্রে চম্পক বরণ।।
১৯ কোমল দেবগণ বহু বিস্ময়।।
২০ হৃদয় অস্তরে অস্তরে শাপ ভয়।।
২১ কাকর পদস্থর হৃদয় কমলে।।
২২ গম্বু খুজক খ্রীষ্টমাচরণ বলে।।

বিহার বদ্রবালক বেগে মন্মোহিনী নিকটে
অগমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

পর্যায়।

ক্রীপতি বলেন শিবা করছ অবগ।
অসমু শঙ্ককে অগ্রে করি দেবগণ।।
মন্মোহিনী নিকটে এলেন ক্রতপতি।
দেখি সতী করপুটে করিল প্রণতি।।

স্বামিকে রাখিয়া কাছে কান্দিতে লাগিল
 এইকালে এক দ্বিজ বালক আইল ॥
 শূক্র বাস পরিধান তিলক ধারণ।
 গেরে ছত্র করে দণ্ড পুষ্টক শোভন ॥
 সপক্ষে চন্দন লিপ্ত কপ মনোহর ॥
 তারাগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর ॥
 বিষ্ণুর মায়ায় সবে বিম্বিত হইল।
 দেবগণে দ্বিজমুখ কহিতে লাগিল ॥
 ব্রহ্মা শিব অগ্রে করি ওহে দেবগণ।
 কি হেতু আইলে হেথা কহ স বচন ॥
 পরে দ্বিজ কহিলেন মনোহিনি প্রাণী
 সক্ষে শব একাকিনী কে তুমি যুবতী ॥
 বাস পত্নি কি হেতু এখানে আগমন।
 কহ শুনি সুন্দরী সকল বিবরণ ॥
 শুনি মনোহিনি বিপ্রে প্রণাম করিল।
 যথাযাগ্য সম্বোধনে কহিতে লাগিল ॥
 সরে জের রাণী আমি এই মম পতি।
 সকলে আমারে বলে মনোহিনী সতী ॥
 সম্প্রতি আমার পতি শরীর ভাঙ্গিয়া।
 অন্যায়িনী করি মোরে গেছেন চলিয়া ॥
 বিলাপ করিয়া দেবগণে ডাকিলাম।
 পতির জীবন মম দাতা মাগিলাম ॥
 দেবতার সম দাতা আর দয়াবান।
 নহিল নহিবে প্রকু নহে বিদ্যমান ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য ।

২২

এই হেতু দেবতা নিকটে সর্বজন ।
স্ব বাঞ্ছিত বর সবে করয়ে প্রার্থন ॥
পতির জীবন প্রভু আমার বাঞ্ছিত ।
ন দিলে শাপিব দেবগণে সুনিশ্চিত ॥
শাপ দিয়া পুনরপি শুন দ্বিজবর ।
ক্ৰী বধ হইব সত্য সবার উপর ॥
হেবলি মনোহিনী সুহির হইল ।
পথার প্রবন্দে দ্বিজ কবি বিরচিল ॥

বিপ্রবালক মনোহিনীর পতির মৃত্যুর কা
জিন্দাস' করেণ এবং তাহাকে মৃত্যু কন্যা
ও কাল সমাপি মঙ্গল করান ।

দ্বিজ এলে মনোহিনী কহ সে বচন ॥
কোন রোগে তব কান্থ ত্যজিল জীবন ॥
পারদশী আমি সর্ব রোগ চিকিৎসার ।
অবগতি কর তুমি কন্যতা আমার ॥
রোগগ্রস্তে মৃত্যু তুল্য অথবা বিনাশে ।
সম্ভ্রাহন্তে বাঁচাইতে পারি অনারামে ॥
ব্যাধ যেন বন হৈতে পশু আনে বাধি ।
সেই কপে জরা মৃত্যু যম কাল ব্যাধি ॥
বিদ্যাবলে পারিগো করিতে আনয়ন ।
অবগত আছি সব ব্যাধির কারণ ॥
যাহা হৈতে ব্যাধি বীজ ছুই অমঙ্গল ।
সঞ্চারিতে নাহে আমি জানি সে সকল ॥

বিনারোগে যোগে শাপে অথবা বিষাদে ।
 যদি মার বাঁচাইতে পারি অশ্রমাদে ॥
 গুণিয়া ছিজের দাক্য মমথের রণী ।
 অক্ষ চিত্তা ফুটাইহোরে কত মিত্রবণী ॥
 এসে পিছুর প্রায় করি দরশন ।
 মহাজ্ঞানবান সম ভোগার বচন ॥
 প্রতিজ্ঞা করিলে মম বাঁচাইবে পতি ।
 বিপরীত নহে তব আছেয়ে শক্তি ॥
 কিছু প্রভু সন্দেহ যে কিছু মম আছে ।
 তখন করিয়া পতি বাঁচাইবে পাছে ॥
 জীবিত হইলে পতি সভা সমিধানৈ ।
 অজ্ঞানিতে নাগারিব পতি বিদ্যমানৈ ॥
 কুনি জানী ব্রহ্মা আমি যত দেবগণ ।
 মম পতি হৈতে শ্রেষ্ঠ মহা কে নোজন ॥
 রমণীর কৰ্ত্তা কর্তা শাস্ত আমি যিনি ।
 মহা ইহা জানে সংকুলতা কানিনী ॥
 স্বভাবে কুলটে দৃঢ়া নারী তর যেই ।
 নিজ পতি সতত অশ্রদ্ধা করে সেই ॥
 পতি যদি রমণীরে করয়ে শাসন ।
 কেব শকা হয় তাহা করিতে বারণ ॥
 ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাবধি তুচ্ছ নর যত ।
 সৰ্বজন মধ্যে ইহা আছে সুবিখ্যাত ॥
 আমি রমণীর কৰ্ত্তা আমি বিদ্যমান ।
 রমণীর গুরু নাহি আমার সমান ॥

মুনি বিজ্ঞ ভোমাত্তে সকল শক্তি আছে ।
 কাল যম মৃত্যুকন্যা ডাকো মম কাছে ।
 মনুহিনী বাকো দ্বিজশিশু সেইক্ষেণে ।
 সনাতনো অস্থান করিরা তিন জনে ॥
 বসিছেন মৃত্যুকন্যা কর দরশন ।
 কলকবন পরিধানা লোহিত বসন ॥
 কামাখ্যে শান্তি দয়াজ্ঞা মহাসতী ।
 কামিনীপ চতুর্বেষ্টি সন্তান সংহতি ॥
 কামরূপা স্বন দিতেছেন সবাকারে ।
 কামরূপে দেখে কালবলি যারে ॥
 কামরূপে অংশে কাল মহাউগ্র রূপ ।
 কামরূপে আকার গ্রীষ্ম তাকর স্বরূপ ।
 কামরূপে দোলছাত চক্ৰিণ লোচন ।
 কামরূপে কলকবন লোহিত বসন ॥
 কামরূপে ইষদ হাস অক্ষমালা করে ।
 কামরূপে কলকনাম পরম কৈশরে ॥
 কামরূপে সনাতন সতী করতার পরে ।
 কামরূপে বলি যারে পুন বলয়ে সংসারে ॥
 কামরূপে কলকবন রবির নন্দন ।
 কামরূপে সদামনে ব্রহ্মসনাতন ॥
 কামরূপে মনুহিনী ক্রমে দেখি তিন জনে ।
 কামরূপে লাগিলা অগ্রে যম সপোধনে ॥
 কামরূপে কি হেতু তুমি হর মমপতি ।
 কামরূপে যম কহিছেন মনুহিনী প্রতি ॥

জগতে অকালে সতী কেহ নাহি মরে ।
 ঈশ্বরের আজ্ঞাবিনা কার সাধা হরে ॥
 আমারে কি হেতু তুমি কর জিজ্ঞাসন ।
 মৃত্যুকন্যা আজ্ঞাবিনা না করি গ্রহণ ॥
 শুনি সতী জিজ্ঞাসিল মৃত্যুকন্যা তুমি ।
 আমি সন্তে কি হেতু মরিল মম পতি ॥
 তুমি নারী জান সত্য স্বামির বেদন ।
 তবে কেন মম পতি করিলে হরণ ॥
 শুনি মৃত্যুকন্যা তারে করিল উত্তর ।
 প্রথমেতে সূঁচি যবে করিল ঈশ্বর ॥
 করিলেন এই বশ্য আমারে সৃজন ।
 কোনোমতে আমাহৈতে না হয় বারণ ॥
 সতীমধ্যে তেজাবিনী তুমি হও খনী ।
 ভয়রাশি কর সতী আমারে এখনি ॥
 হবে হবে এজগতে মঙ্গল সবার ।
 কিন্তু কোনো দোষ সতী নাহিক আমার ॥
 আর মম চতুষ্ঠি পুত্র ব্যাধিগণ ॥
 কাল আজ্ঞাবিনা তারা নাকরে স্পর্শন ॥
 তবে সতী যথায়োগ্য কালে নমস্করি ।
 জিজ্ঞাসিল কেন মম পতি লইলে হরি ॥
 কাল কহিছেন শুন আমার ভারতি ।
 কে আমি বা মৃত্যুকন্যা কেবা পিতৃ পতি ॥
 কেবা সর্ব ব্যাধিগণ কার কি শক্তি ।
 কি করিতে পারি বিনা ঈশ্বর আরতি ॥

সতীন্দ্র চিত্রভানু কাব্য ।

যাঁর আজ্ঞাবশে সুরমর জন্তুগণ ।
নিজ নিজ কর্ম সবে করয়ে সাধন ॥
যাঁর ভয়ে বহে বায়ু সূর্যোদয় হয় ॥
যাঁর ভয়ে প্রজাপতি সংসার সৃজন ॥
যাঁর ভয়ে বিগু সৃষ্টি করেন পালন ॥
যাঁর ভয়ে সংহার করেন পঞ্চানন ॥
একান্তে ধর্ম কর্ম সাক্ষী ভয়ে যাঁর ।
কালচক্র আদি ভ্রমে শাসনেতে যাঁর ॥
নিকপাল গণ যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরে ।
যাঁর আজ্ঞায় রক্ষ ফল পুষ্প বরে ॥
যাঁর ভয়ে মেঘগণ করয়ে বষণ ।
যাঁর ভয়ে ধরা সব করেন ধারণ ॥
নিগর না হয় বেদে আদ্য অন্ত যাঁর ।
সৃষ্টিপট পুরাণ দ্বি করয়ে সাক্ষর ॥
অমরা যে কেহ সবে যাঁ হার প্রেরিত ।
যাঁর আজ্ঞা বিনানারি করিতে কিঞ্চিত ॥
সেইজনে চিত্ত সতি হোয়ে একমন ।
এত কষ্ট করে সবে সস্থানে গমন ॥
মন্মোহিনী প্রতি পরে কহেন ব্রাহ্মণ ।
কাল যম মৃত্যুকন্যা করিলে দর্শন ॥
কহ সতী স্থিরকরি আমারে এখন ।
কোন রোগে তব কান্ত তাজিল জীবন ॥
ভ্রুনে এইক্ষণে আমি করিব উপার ।
যাহাতে সুন্দরি তব পতি প্রাণ পায় ॥

তবে মনোহিনী কহিলেন ছুঁইমনে ।
 না মরিল পতি মম রোগ সংঘটনে ॥
 ত্রাণশাপে জীবন ত্যজিল মম পতি ।
 প্রাণদান দেহ ত্রিভুবর শীঘ্রগতি ॥
 মনোহিনী বাক্যে বিপ্রকপি নারায়ণ ।
 দেবগণ প্রতি শীঘ্র কহেন বচন ॥
 কালীকায় পদযুগ হৃদয় কমলে ।
 পূজিয়া পূজক শ্রীউমাচরণ বলে ॥



বিশ্ব বালকবেশে বিষ্ণুর দেবগণের, সঙ্ঘ
 মনোহিনীর পতির প্রাণদান নিমিত্ত
 কথোপ কথন ।

পর্যায় ।

গুরু বলে দ্বিজকপে শ্রমবৃহদন ।
 দেবগণ নিকটেতে করিয়া গমন ॥
 সবাকারে যথ'যে'গা সন্তুষ্টা করিল ।
 দেবগণ কহে তাঁরে চিন্তে নাহিল ॥
 পূর্জাপর বিষ্ণুর মায়ার সংমোহিত ।
 পরে দ্বিজ কহিতে লাগিল যথোচিত ॥
 খেত তীপে জীহবি নিকটে সবে গিয়া ।
 কে'বে ছিলেন্তব শাপশঙ্কটে পড়িয়া ॥
 তাহাতে আকাশবাণী হোল অকস্মাৎ ।
 “যাহ সর্ব্ব তথা আমি যাইব পশ্চাৎ ॥”

সতীষ চিত্তভাসু কাব্য ।

তই দেবগণ আমি তোমাদের জাগে ।
ত্রিভুজপ ধরি আসিয়াছি এই স্থানে ।
এইক্ষণে সতীকে করাব স্নানার্চন ।
পুনঃ তাঁর মানস করিব সম্পূরণ ॥
ততএব এ বিষয়ে যা হয় বিহিত ।
কহ সর্বজনসভা, কালের উচিত ॥
এতক শ্রুিয়া তবে বিশ্বাস ঘটিল ।
পরে ব্রহ্মা শুব বাক্যে কহিতে লাগিল ॥
যে কোনও অবস্থা গত শুচ্যশুচি নর ।
ভক্তিতে আরিলে বিষ্ণু শূচি বাহ্যাহর ॥
আমি সৃষ্টিকর্তি সৃষ্টি সংহারেন হর ।
যক্ষ কন্য সাক্ষি তব আজ্ঞা অনুসর ॥
পাপিগণ শাস্তি যন তোমার আশ্রয়ে ।
এই কপ যত কিছু সংসার সংশয়ে ॥
তোমার মহিমা প্রভু বর্ণিতে কে পারে ।
বর্ণিতে বর্ণিতে মন চতুর্নখ ধারে ॥
অনন্তর হাসি হাসি কহে মহেশ্বর ।
কোন বংশোদ্ভব তুমি কহ ত্রিজ্বর ॥
করিলে কাহার স্থানে বেদ অধ্যয়ন ।
কি নাম কাহার শিষ্য কাহার বন্দন ॥
শিশু হোয়ে পরহিতে এতক কাতর ।
বিহ্বলিতে আসিয়াছ যতক অমর ॥
এই ব্রহ্মা সকলের সৃষ্টিকর্তা হন ।
সদা তাবিছেন প্রভু তোমার মন ॥

করিয়া তপস্যা তব লক্ষ্যুগ মান।
 তবে সৃষ্টি সৃজিতে হোলেন জ্ঞানবান ॥
 আমি তব তপস্যা করিয়া চিরদিন।
 তপিল জন্মিল মনে শুন তত্ত্বাধীন ॥
 অদ্যপি তোমার নাম গুণ পঞ্চমুখে।
 স্পৃহাইল গাইয়া ত্রয়ণ করি মুখে ॥
 মৃত্যুকালে অথবা যে সদা সর্বক্ষণ।
 জপিলে যে নাম যম না করে স্পর্শন ॥
 তব নাম গুণ আমি কীৰ্ত্তন করিয়া ॥
 মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি মৃত্যুতে জিনিয়া ॥
 তোমার মহিমা শুধু কহিতে কে পারে।
 কহিতে কহিতে মম পঞ্চমুখ হারে ॥
 শেষে দ্বিজরূপে কহিছেন শ্রীরূপতি ॥
 লিঙ্গাঙ্গিলে মহেশ্বর আমারে সম্পদিত ॥
 কিবা মম নাম কার বংশোক্ত উৎপত্তি ॥
 ভূমিতো সে পরিচয় জানো উমাপতি ॥
 এক্ষণে অন্য কথায় নাহি আরোজন।
 শীঘ্র দান কর, সতীপতির জীবন ॥
 দ্বিজবর দেবগণে এতক কহিয়া।
 স্থির হোরে সত্তামধো বসিলা হাসিয়া ॥

সতীত্ব চিত্রভঁাণু কাব্য ।

মনোমোহিনীর পতির জীবন প্রাপ্তি ও দেবগণের
স্বস্থানে গমন ও মনোমোহিনী পতি সহিত গুহে
আমন ও পৌলব স্থির বাক্যকুন্তি ।

ত্রিপদী ।

এব সর্ব দেবগণ, হইলেন হৃষ্টমন,

বিষ্ণুর কথার সেইক্ষণে ।

রঙ্গ শিব করি আগে, গেলা মনোমোহিনী তা
যথা সতী বসি যোগাসনে ॥

লগ্নে বিধি স্থনিম্নল, নিজ কুমণ্ডলু জল,
প্রদান করিলা শবোপর ।

শেফ জলে চমৎকার, মন হোলো সুসজ্জার,
জ্ঞান দান দিলেন শঙ্কর ॥

বন্দ্যদান দিলা শস্য, জীব দান দিলা শস্য,
অগ্নি দিলা জঠর অনল ।

সকল কাম দিলা, পরে বায়ু সমর্পিলা,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণ বল ॥

স্বপ্ন করি অধিষ্ঠান, দৃষ্টি শক্তি দিলা দান,
বাণী বাণী করিলা অর্পণ ।

চন্দ্রদৃষ্টি হোলো শোভা, পূর্বমত অস্ত্র আভা,
প্রকাশ পাইল সুচিকন ॥

অগ্নি বিনা সেই বাক্তি, কিন্তু হোলো তীনশক্তি,
পূর্বমত রহিলা শরমে ।

দেখি হেমাঙ্গের স্তুতা, হোয়ে অতি তুষথস্তুতা,
ধরিলেন বিজের চরণে ॥

দ্বিজ বলে শুন সতি, পরম ঈশ্বরে স্তুতি,
কর শীঘ্র হোয়ে এক মন ।

সেইর করুণা বিস্ত, হোলে শক্তি সম সিদ্ধ,
এইক্ষণে হবে নিয়োজন ॥

শুনি মনোহিনী সতী, হোয়ে অতি ভক্তিমতি,
আরম্ভ করিল তাঁর শব্দ ।

তুমি ধন্য কর্ম সাধি, তুমি জগতের অধি,
তোমা বিনা হবে হয় শব্দ ॥

পরম প্রকৃতি যিনি; সর্বদার স্বকপিনী,
তোমা কৈতে করেন উৎপত্তি ।

সেই সাষ্টকৃতি একা, প্রসবে ত্রিগুণাধিকা,
বিধি বিধু পার্শ্বদীর পতি ॥

বাঁরে পুঁজি প্রজাপতি, হৈলা সৃষ্টি অধিপতি,
জগত পালিতে অধিকার ।

পাইলেন নারায়ণ, সেই সৃষ্টি ত্রিলোচন,
প্রাপ্ত হৈলা করিতে সাংসার ॥

এক্ষণে তোমার নাম, জীবে পায় মোক্ষধাম,
খণ্ডায় জনম অ নি দুঃখ ।

পঞ্চানন পঞ্চমুখ, তব গুণ গান সুখে,
চতুর্মুখে জপে চতুষ্কুণ ॥

মনোহিনী হবে তুমি, উত্তর প্রকৃতি বিধু,
শবের অন্তরে অবেশিল ।

পেয়ে চৌহা অধিষ্ঠান, শব হোলো শক্তিমান,
যোড়হাতে শীঘ্র বঙাইলা ॥

সতীষ চিত্রভাসু কাব্য ।

তবে মন্থন রাজন, স্নান করি শুদ্ধ মন,
তাক্রিভাবে দ্বিজে প্রণমিলা ।
দেখি যত দেবগণ, করি পুষ্প বরিষণ,
দম্পতিরে আশিষ করিলা ॥
পরে সৰ্ব দেবগণ, বিশ্বরূপি জনাৰ্দ্দিন,
নিজ স্থানে করিলা গমন ।
দতি লগ্নে সতী বরে, আসি বহু দ্বিজবরে,
নানামতে করাগ ভোজন ॥
এখানে পৌলব কায, মুক হোমে ছিল বশি,
শাপ হৈতে হইলা মে'চন ।
দ্বিউমাচরণ কথ, সতীহের জয় জয়,
হরি হরি বলে সৰ্বজন ॥
মর্ষকের যুগয়া ও গৌরীর যুগীদেহ ভাঙ্গা
পয়ার ।
ঈশতি বলেন শুন শুন বিশ্বমুখ ।
শুনহ রহস্ত কথা পরম অদ্ভুত ॥
কিছু দিন রাজা তবে করে মরনাথ ।
যশ পুণ্যে দানে হোলো ভুবন বিখ্যাত ॥
কাশ্মিনভোজন আর যুগয়া কারণ ।
সৰ্বদা সন্তোষ থাকে মন্থকের মন ॥
এক দিন মহারাজ উঠিরা প্রত্যতে ।
যুগয়া কারণে যান সৈন্যগণ সাথে ॥
চলে রাজা বন উপবন অতি ক্রমে ।
কুবকের অশেষণে নানা

দৈব যোগে এক স্থানে হোলিল রাজন
 কুরঙ্গিনী তথা এক করয়ে ভ্রমণ ॥
 মৃগী হেরি মহিপতি হরিষ অন্তর।
 তার প্রতি সন্ধান করিলা দুই পর ॥
 শরাবাতে জীবন ত্যজিয়া কুরঙ্গিনী।
 শাপে মুক্ত হোয়ে হোলো সুন্দরি কামিনী ॥
 খরিল অদ্ভুত রূপ রতি মনোমোহা।
 নারী মধ্যো কেহ তার নাহি হয় সমা ॥
 নৃপ প্রতি করিয়া কটাক্ষ আকর্ষণ।
 নিকটে আশিয়া চাহে করিতে স্পর্শন ॥
 পূর্বকথা সব মনে করিয়া স্মরণ।
 মনুষ্যেরে দিতে যায় প্রেম আলিঙ্গন ॥
 রাজ্য বলে কেব। ভূমি করলো সুন্দরী।
 আছিলে অরণ্য মাঝে মৃগী রূপ বরি ॥
 মোর সঙ্গে রহে চাহ করিতে বিহার।
 রমণী হইরা তব কিবা ব্যবহার ॥
 কখনো মিলন নাহি হয় তব সনে।
 হঠাতে রমণে লজ্জা ত্যজিবে কেননে ॥
 সহজে প্রকৃতি লজ্জাবতী অতিশয়।
 অন্য পুরুষের কাছে কথা নাহি কর ॥
 একের রমণী হোয়ে দেখে অন্য পতি।
 কামিনী আপনি কোথা যাচে আসি রতি ॥
 বেস্তায় না পারে অন্য কি বলিব আর।
 তব রূপ দেখে মোর অঙ্গ হোলো তার ॥

সতীত্ব চিত্রভাস্কর কাব্য ।

কহলো আমারে ধনী কারণ ইহার ।
কে তুমি হরিণী রূপ কি-হেতু তোমার ॥
যন যে আমারে দিতে চাও আলিঙ্গন ।
বিস্তারিয়া কহ দেখি এর বিবরণ ॥
কন্যা বলে আগনাথ তুমি মোর পতি ।
আমি পত্নী তোমার শুনহে মহামতি ॥
নতুবা সে লজ্জা খেরে চাহি আলিঙ্গন ।
তুমি আয় বিস্মৃত না জানো বিবরণ ॥
জাতিস্মরা হই আমি শুন নবরসর ।
রচিল উমাচরণ সারদা কিকর ॥

—১০০—

গৌরী বিদ্যাধরীর পরিচয় ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

কহে কন্যা রূপবতী, শুন শুভে নরপতি
বেষ্ঠাকূলে আমার জননী ।
গৌরী বিদ্যাধরী নামে, আছিনু ইন্দ্রের
নর্তকীর মধ্যেতে গণ্য ॥
উদ্যানে কুমুম দীপ্তি, হেরিতে আমার
মানসে মানস ছিল সার ॥
শুনহে অবনীপতি, নন্দন কাননে গাত,
এক দিন হইল আমার ॥
হেনকালে মূপবর, শ্রীমঙ্গল নাম পর,
আইল এক গন্ধর্ব্ব নন্দন ।

কি কপ তাহার কপ, কখনে না যায় ভুপ।

তার কপে হইল মগন ॥

মজিয়া অনন্ত রক্তে, বিহরি তাহার মনে

অলশে অবস কলেবর ।

স্বপ্নজান দূর হয়, রতি অভূত সময়,

উদ্যানে আইল পুবন্দর ॥

হেরি ছুজনার কায়, ক্রোধ করি দেবরাজ,

দৌহারে করিলা অভিশাপ ।

ইন্দ্র বলে গৌরী ঘেন, করিলি কুকর্ম কেন

মর্ত্যে মৃগীকপে ভুজ পাপ ॥

ঈশ্বরল বাও ভূমী, এস্থান অযোগ্য তুমি

ক্ষত্রিবংশে তুমি হে জন্মিবে ।

পাপেতে মজারো মতি; হোরে এর উপপত্তি,

অনুতাপ সর্বদা জুজিবে ॥

তবে ইন্দ্রপদ ধরি, করিহু বিনয় করি,

তবে শাপ হইবে মোচন ।

বিনয়ে পাইবা ভোষ, মোরে পরিহরি রোষ,

কহিলেন সহস্রলোচন ॥

ঈশ্বরল হইতে যবে, মৃগীদেহ নষ্ট হবে,

সেইক্ষণে পাবে পূর্ব কপ ।

যার জনো পেলো ছুখ, তাহা হইতে পাবে সু

এতবলি গেল স্মৃ ভুপ ॥

বচন বাসব উক্ত, শাপ হৈতে কৈলে মুক্ত,

সেই জন তুমি রসময় ।

সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য।

পুরাণ আমার নাথ, নাশো মনো অবশাদ,
দেখ হে আমার অনময় ॥
বৃক্ষ পরাণে বাঁচি, এ হেতু রমণ যাঁচি,
কহিলাম পূর্ব বিবরণ।
সেই তুমি সেই আমি, তেবে দেখ ভুবীষাম
বিজ কবি করিল রচন ॥



সিদ্ধার্থীর প্রতি রাজার প্রত্যুত্তর।

পরার ॥

শুনলো সুন্দরী ধনী কীতিপতি কয়।
তোমার কথাতে মম না হয় প্রত্যয় ॥
বিশেষে বলিলে তুমি যে সব বচন।
মোর জ্ঞান হইতেছে নিশীর স্বপন ॥
গৌরী বলে প্রাণনাথ সকলি ভুলিলে।
অসিয়া নন্দনবনে আমারে হরিলে ॥
মৃগীকপে ছিনু বটে নিবাস কাননে।
পূর্বজন্ম কথা রাজা পড়ে মোর মনে ॥
যা বলো যা কহ নাথ তুমি মোর পতি।
অলিঙ্গন দিয়া স্নিগ্ধ করহে ভূপতি ॥
রত্নিরজ মোর সঙ্গে কর অবিরোধে।
পাইবে পরম প্রীতি আশু হৃদবোধে।
রাজা ভাবে ছিল পূর্বে মৃগীকপ ধরা।
সে দেক বিগতে হোলো ভুবীষমোহরা ॥

মতীষ চিত্তভানু কাব্য ।

হাব ভাব লাবন্যে আপাঞ্জে মোহে মন
রমণী আপনী আসি যাচিছে রমণ ॥
বিদ্যাধরী হবে কপে করিনু বিতক ।
দ্রুতপদে ওষ্ঠধর প্রভাতের অরু ॥
মনে মনে তাবে রাজা একি পরমান ।
সমিতে উছর মনে মনে হয় শাখ ॥
কিন্তু ইথে ধর্ম্মগাবে মজিব কলঙ্ক ।
লোভে কি ডুবিয়ে রব পাগলপ গলঙ্ক ॥
গৌরী বলে বঁধুছে কি ভাব মনে মন ।
বড় যে গেলরে অধোভুবনে বদন ॥
মনবুঝে দেখে রাজা বাধ্য কি অবশ্য ।
কি কবি বলে রামা নহে মোর সাধ্য ॥

পর্যায় ॥

রাজার বচনে বিদ্যাধরী কিছু কর ।
কি বলিলে একমুখ তোমার সাধ্য নয় ॥
রমণ রমণী হোয়ে যাচি পুনঃ পুনঃ ।
সাধিতে সাধিতে শাখ বিষাদেতে খুম ॥
রাজ্যহোয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার ।
কিসে ধর্ম্ম কিসে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার ॥
ধর্ম্মভরে মোরে নাহি আলিঙ্গিতে চাও ।
রাজ ধর্ম্মে সাফাতে অধর্ম্ম কত পাও ॥
মোরসঙ্গে রমণে নহিবে লঘুপাপ ।
কেমনে সহিবে মহাপাতকের তাপ ॥

মতীষ চিত্তভানু কাব্য :

প্রথমেতো ইন্দ্রবাক্য দিবে বিবৰ্জন :
 দ্বিতীয় উপযাচিকা দ্বী বিবৰ্জন ॥
 তৃতীয় পাতকে রাজা মহাপাপ খনি :
 তোমার উপরে বধ দিবহে এখনি ।
 তোমার বিব্রাহ্ম নাথ তাজিব পরণা ।
 সী হত্যা পাতক যে কৃত্তিকে মতিমান
 বর বর পারেনধরি দাবিনু রমনা ।
 নবাক্ষেপে তুমি নাথ হঠলে শমন ॥
 মূঢ় গালক তুমি দানে কর্ণ দাত ।
 অরিতে রক্তান্ত প্রাণ এগমের তাত ॥
 সেই বাহা চাহে তাজা দেহ সেইক্ষণ :
 নাহি চাহি ধন আমি তুরঙ্গ বারণা ।
 না চাহি বিমান নগি হস্ত রত্নগণ ।
 বস্ত্র অলকার অন্ন নাচাহি রাজন ॥
 এক আলিঙ্গন মাত্র একবার চাই ।
 ইথে অসামর্থ্য হৈলে বলিহারি যাই ॥
 বিদ্যাধরী বচনে লজ্জিত নরনাথ ।
 হাসিয়া ঈষদাপাঞ্জে কৈলা দৃষ্টিপাত ॥
 মনে মনে বিবেচনা করি বহুকণ ।
 এরো ভাগ অনোচিত তাবি কহে ভূপা ॥
 আইস প্রীয়া তোমারেতো আলিঙ্গন দিয়া :
 চন্দ্রাবিক শীতল করিব তব হিরা ।
 মন্থথের বাক্যে তবে ধড়ে এলো আন ।
 বলে প্রাণ তুরিতে আমাবে কর তান

এতবলি দুই জনে হইল মিলন ।
 উত্তরে উত্তরে দেয় প্রেম আলিঙ্গন ॥
 শুনহ রসিক জন রসের সত্য ।
 বিরহিত খ্রীউমাচরণ কালীদাস ॥



মলাবতীর বিলাপ ও ইন্দ্রউক্তি :

লঘু-ত্রিপদী ।

গুরুকে তদন্ত, জিজ্ঞাসে অনন্ত-
 করু করু গুরুভূগ ।
 গন্ধর্ব্ব ভনয়, মন্থথ ভো' হয়,
 গৌরী যদি মুণীকপ ॥
 অহ এই বাণী, তবে সাব রাণী,
 কি কপেতে মথোহিনী ।
 কহে গুরুবর, শুন শিষ্যবর,
 অগুরুপ সে কাহিনী ।
 বাসবের শাপে, মৌছে পরিতাপে,
 জীবন তাজিল যবে ।
 শ্রীমঙ্গল সতী, মলাবতী অতি,
 মথহোলো শোকগর্গবে ॥
 অশ্রুজলে ভাসি, ইন্দ্রস্থানে আসি,
 বিনয়ে কহিছে সতী ।
 পতিধন জন, পতিসে জীবন,
 পতি যুবতীর গতি ॥

পতির বিহনে, সতীর জীবনে,

কিবা কায সুরেশ্বর ।

সেয়ে আত্মঘাতি, হবো পতি সখি,

পাতক গ্রহণ কর ॥

একপ বিলাপ, করি পরিতাপ,

সতী মরিবারে যার ।

হেরিয়া তখন, সহস্র শোচন,

নিবারণ করে জার ॥

কন পুরপতি, জুন গুণবতি,

পরিহর পরিতাপ ।

তোমার যে পতি, পাপে দিল মতি,

এই হেতু দেই শাপ ॥

গঙ্গার নন্দন, হবে সেই জন,

কেন দুঃখ ভব আর ।

হৃদ হাড়ি ভূমি, জন্ম লোহে ভূমি,

দারা হও গিয়া তার ॥

এখানে যেকপ, তথা সেইরূপ,

লুনাধিক্য নাহি হবে ।

শত্রু বাক্যে ধনৌ, গঙ্গার তখনি,

জীবন ত্যজিল তবে ॥

সরোজ নগরে, হেমাক্ষের ঘরে,

মালাবতী জন্ম-নিল ।

কপ গুণবতী, মনোহিনী সতী,

ছিন্ন করি বিরচিল ॥

পর্যায় ।

ক্রীপতি বলেন পরে শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 এক পতি দুই পত্নী বিহার যেমন ॥
 গৌরীরে আনিয়া রাজা রাখে উপবনে ।
 নিত্য গভীরাত করে অতি সজোপনে ॥
 নৃপতি হউলা যেন শরত ভ্রমর ।
 নিশি দিশি সদুপানে মগ্ন নিরন্তর ॥
 দিনে করে কমলিনী সজে কাম খেলা ।
 যামিনীতে কুমদিনী সজে হয় মেলা ॥
 এইরূপ নৃপতি ভাসয়ে রতি মুখে ।
 নিশাভাগে মনোহরী সহ বুকে ঘুপে ॥
 দিনে গৌরী সহ রতি হাস পরিহাস ।
 এইরূপ করে রাজা আনন্দ বিলাস ॥
 রাজকার্যে ভূপতির নাতি আর মন ।
 সর্বদা মানস দ্বার করিতে রমণ ॥
 বিদ্যাবরী মনে শ্রীতি বাড়িল রাজার ।
 সহজে অযত্ন হোলো সতী বনিতার ॥
 নিজ ভাঙল্যাতা তবে বুঝি মনোহিনী ।
 এক দিন পতি প্রতি কহিলেন তিনি ॥
 কহ নাথ সর্বদা বিমন থাকে কেন ।
 নব প্রেমে প্রেমী হোলে মনে লাগে হেন ।
 কহ নাথ কোন রমা ডুলাইল মন ।
 সর্বদা করহ ধ্যান তাহার রমণ ॥

মহাশব্দ চিত্রভাসু কাব্য ।

মনুথ বলেন প্রিয়া কিছু জানি নাহি :
বল দেখি কবে ছাড়া আছি ভব হাঁই
অনিতা সংসার মুখ বলেন ভূপতি :
ছিন্ন কবি বলে সার কোরেছি শ্রীপতি

— ৩২ —

মনুথের গৌরী বিহার ।

পয়ার

একদিন রাজ্য গিয়া গৌরীর আলয় ।
মনের আবেশে মজা লোটে রতনয় ॥
সার কাল উপস্থিত রায় বলে আসি ।
বাক মুহুর্তেক গৌরী বলে হাসি হাসি ॥
নিত্য নিত্য তার সঙ্গে গোহাও যামিনী ।
ভাসারে লেগেছে ভালো সেই বিলাসিনী ॥
একদণ্ড এলে পরে যাই যাউ বল ।
সে নারী বেঁবেছে মন কোরেছে পাগল ॥
হোক্‌মেনে যেরো এখন খেয়ো গিরে মধু ।
ভালো যত্ন জানা মোরে পাইয়াছ বধু ॥
ছুই পত্নী পতির উদয় এই দোষ ।
রাখিলে একের মন একে করে রোষ ॥
যেন পদ্মে গেলে অলি রোষে কুহুদিনী ।
কুহুদে আইলে মান করে কমলিনী ॥
নরেন্দ্র বলেন মোরে ঘটিল হিদায় ।
শাস্ত্রের করাতে ছুইদিকে কাটাযায় ॥

পুনঃ দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়াতারে যায়।
 অতি দুরাশ্রিত হোয়ে নিকেতনে যায় ॥
 হইল রজনী বৃদ্ধি হয় ছাড়াছাড়ি।
 মমোহিনী সমীপেতে গেল ভাড়াভাড়ি ॥
 পতির হেরিয়া সতী বেশ ছিন্ন ভিন্ন।
 নিরঞ্জে পতির অঙ্গে সব রক্তি চিহ্ন ॥
 দ্বিজ কবি ভণে বাঙ্গ বাক্যে কহে সতী।
 জিজ্ঞাসিয়া সবতত্ত্ব জানে রসবতী ॥

খণ্ডিতাব ।

দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ ।

হেরিয়ে পতির বেশ, কামিনী করিয়া জেঘ,
 মনেতে পাইলা ক্লেশ, বলে একি একি কে।
 মনের মানসে রঞ্জে, বিহারিলে কারসঙ্গে,
 রক্তিচিহ্ন সব অঙ্গে, অনুপম দেখিছে ॥
 কেলুটিয়া মুখভাগ, ভালে সিন্দূরের রাগ।
 অধরে অঞ্জন দাগ, অনুরাগে দিয়াছে :
 কোন্ নিদারুণ বধু, নখে ক্ষত কৈল বঁধু,
 নিরস করিয়া মধু, নিঙড়িয়া নিরাছে ॥
 চুহনে করিয়া ছিন্ন, নেত্র গণ্ডে তিন্ন তিন্ন,
 দিয়াছে ভাঙ্গুল চিহ্ন, ভালো ভালো বেসেছে ॥
 পেয়ে সে নারীর ধ্যান, কামে হোয়ে হতজ্ঞান,
 তার বস্ত্র পরিধান, করিয়া তো এসেছে ॥

সতীত্ব চিত্রভানু কাব্য।

১২১

ভাজিয়া কমলহৃদ, মধুলোভে বট পদ,
কেতকীতে প্রায় বধ, বিধি লিপী ঘোটেছে !
ঐতমাচরণ জনে, শুন শুন চন্দ্রাননে,
ব্রতি করি গৌরীসনে, এইদশা ঘোটেছে ॥

পাতিপ্রতি সতীর লতাসনা :

পয়ার ।

সেই বঁড়েরে সন্মোহিনী কহে হোমের জিহ্না ।
এই কি সমল নাথ তুজনের চিত্র ॥
দুঃখিত হোমেরে নাথ আজি ভাল শঠ ।
সিঁথের সাপন ছল সুরক্তি লম্পট ॥
কদার ফুলাতে মোরে বারে বারে ঢাঙ ।
কোরোনা ঢাতুরি আর যাও যাও যাও ॥
কোন কথার কথা ভালোবাস মোরে ।
তানি অনুতবল সর্কদাই চোরে ॥
কোথা যাও আশনাথ মোরে দিয়া ফঁকি ।
সর্ককা চঞ্চল আমি দেখি তব আঁখি ॥
চক্ষু দেখে বুঝায় ভাব যে সকল ।
আঁখিতে পেয়েছি চিত্র মিছে কর ছল ॥
হাসভাব মোরসঙ্গে তাদৃশীতো নাই ।
নবনারী রঞ্জিনী পেরেছ কোন ঠাঁই ॥
আমাহোতে হবেবুঝি সে নারী সুন্দরী ।
নভুব মনিবে কেন মোরে পরিহরি ॥

তাবে বলি কুলটা সে নারী অতিপ্রায়।
 তাই আর নাহি লাগে ভালোহে আমার ॥
 আমি হৈনু পুরাতন নবীনা সে জন।
 আমার কাছেতে আর নাহি রহে মন ॥
 রক্তচিহ্ন দেখিতাবে বুঝি অনুমানে।
 বেশ্য হবে হেন কুলবধু নাহি জানে ॥
 চটক আটক প্রিয় হোলে তারকাছে।
 এই জন্যে আমারে তাছল্য হইয়াছে ॥
 কুলটা সহিত যে জনার প্রেম হয়।
 কুলবধু প্রীত তার মনে নাহি লয় ॥
 তাবের বিষট নাথ দেখি দিনে দিন।
 কতদিনে মোরপ্রীতে হবে উদাশীন ॥
 সুখে থাকো প্রাণনাথ প্রেমসীর সনে।
 আমার বাহোকু নিবেদন ও চরণে ॥
 ইহাবলি অভিমানে কান্দিছে যুবতী।
 দেখিয়া মন্থন কহে মধুর ভারতী ॥
 রোদন সমর প্রিয়ে মুখেদেহ জল।
 মিথ্যা মিথি কেন শোকে হইলে বিকল ॥
 নিতান্ত তোমার আমি দিব্যকোরে কই।
 তোমাছাড়্য অন্য রমণীর বশ নই ॥
 কতকষ্টে তোমারে পেয়েছি নাহি ওর।
 তোমারে তাছল্য কি কখন আছে মোর ॥
 বিনয় বচনে রাজা ভুবিছে তথ।
 ক্রীড়াচরণ চউ করিল রচন ॥

সতীত্ব চিত্রতানু কাব্য ।

১২৩

মানিনী বর্ণন ।

পয়ার ।

মিষ্টবাক্যে নরনাথ তোষে বহুতর ।
কামিনীর কপোলেতে দিতে যান কর ॥
ক্রোধেতে কামিনী কহে যাহ যাহ নাথ ।
যাহতার স্থানে বিহারিলে যার সাথ ॥
মুখে মুখ আরোপিয়া বুকে দিয়া বুক ।
চুপহ বদন তার ধরিয়া চিবুক ॥
পূরাতন আমিহে নবীনা সে যুবতী ।
পর্শ্যাবিত ফুলে ভূঙ্গ নাহিকরে রতি ॥
মৃৎয়ের নাভায় চিত্তে স্বীয়ার রমণ ।
পরকীয়া ভোগে সুখ রসে রসে মন ॥
অনুকুল তাব অনুকুল ছিল আগে ।
সেতাব অতাব হোলে দক্ষিণানুরাগে ॥
থরায় পরে যদি ভেদ হয় হৃদি ।
তবু যেন ছেনসঙ্গ নাকরাণ বিধি ॥
এতবলি মনোমধ্যে হোয়ে ঈর্ষাযুক্ত ।
মুনিবী হইল ধনী মৌনে আনুকূল ॥
ক্রোধে আর ঈর্ষায় অঙ্গের অন্তরণ ।
ভাজিল কুণ্ডল হার বলিয়া কঙ্কন ॥
প্রিয়বাক্যে অনেক ভুগিয়া মৃপবর ।
সামের অসাধ্য দেখি হইল অন্তর ॥
মনোহিনীর এতাব দেখি সখিগণ ।
কাছেবসি কহে সবে প্রবোধ বচন ॥

শুনগো মৃশীলামরী কল্পণ হৃদয়ী ।
 লবুদোষে পতিরে না তৎস গুণমরী ॥
 মঙ্গারাজা দেখে তোমা হৃদের রহন ।
 রজন সংগ্রামে কোথা এতক যহন ॥
 যতন বিহীনে ভারে হইলে মানিনী ।
 মানিনী হইয়া মান ত্যজ বিনোদিনী ॥
 মানকোরে অশ্রুজলে ভাসালে ছুকুল ।
 ছুকুল রহিবে তাঁরে হও অনুকুল ॥
 মানে বিহারাদি কৰ্ম ফুরাবে সে বোল ।
 বোলরাধ সঙ্গিনীর ত্যজ উত্তরোল ॥
 ত্বিজকবি কহে পাছে ধর্ম হয় লোপ ।
 কখনে রোয়েছে ধন্য ত্যজ ধনী কোপ ॥



কলহাস্তরিতা বর্ণন

ত্বিপদী ।

মনোহিনী নৃপনারী, অতিমানে মানভারি
 পতিপ্রাণে করিয়া বিরাগ ।
 নিশী যবে অর্জুগতা, ধনী অমুরায় রতা,
 মনেতে জন্মিল গুরুরাগ ॥
 নায়ক বিচ্ছেদরঞ্জে, নায়িকার মানভঞ্জে;
 পতিহেতু ভাবিত অন্তরে ॥
 ধর্মীর বিদরে হিরা, সখীগণে সযোযিস',
 কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে ।

মানিনী বর্ণন ।

পর্যায় ।

মিষ্টবাক্যে নরনাথ ভোবে বহুতর ।
 কামিনীর কপোলেতে দিতে যান কর ॥
 ক্রোধেতে কামিনী কহে যাহ যাহ নাথ ।
 যাহতার স্থানে বিহারিলে যার সাথ ॥
 মুখে মুখ আরোপিয়া বুকে দিয়া বুক ।
 চুম্বহ বদন তার ধরিয়া চিবুক ॥ !
 পুরাতন আমিহে নবীন। সে সুবতী ।
 পর্যোষিত ফুলে ভূঙ্গ নাহিকরে রুতি ॥
 ধূর্তের নাভায় চিত্তে স্বীয়ার রমণ ।
 পরকীয়া ভোগে সুখ রসে রসে মন ॥
 অনুকুল ভাব অনুকুল ছিল আগে ।
 সেতাব অতাব হোলো দক্ষিণানুরাগে ॥
 খরস্মর শরে যদি ভেদ কর ছদি ।
 তবু যেন হেনসঙ্গ নাকরাণ বিধি ॥
 এতবলি মনোমধ্যে হোয়ে ঈর্ষাযুক্ত ।
 মানিনী হইল ধনী মৌনে আনুকূল্য ॥
 ক্রোধে আর ঈর্ষায় অঙ্গের অন্তরণ ।
 তাজিল কুণ্ডল হার বলয়া কঙ্কন ॥
 প্রিয়বাক্যে অনেক ভুবিয়া নৃপবর ।
 সামের অসাধ্য দেখি হইলা অন্তর ॥
 মনোহিনীর এতাব দেখি সখিগণ ।
 কাহেবসি কহে সবে প্রবোধ বচন ॥

শুনগো মৃণীলাময়ী করুণ হৃদয়ী।
 লঘুদোষে পতিরে না তৎস গুণময়ী।।
 মহাবজা দেখে তেঁমা হৃদয়ের রতন।
 রতন সংগ্রাস্তে কোথা এতক যতন।।
 যতন বিহীনেন তারে হইলে মানিনী।
 মানিনী হইয়া নাম ত্যজ বিনোদিনী।।
 নামকোরে অনুকুলে তা'সালে তুকুল।
 তুকুল রহবে তাঁরে হও অনুকুল।।
 নামে বিহু রাদি কৰ্ম কুরাবে সে বোল।
 বোলরাগ সঙ্গিনীর ত্যজ উত্তরোল।।
 বিদকবি কহে পাছে ধর্ম হয় লেশণ।
 ধর্ম হইয়াই ধর্ম ত্যজ ধনী কোণ।।

অন্তিমঃ—

কনহাস্তরিভ বর্ণনঃ

দ্বিপদীঃ

নামোদিনি নৃপনারী, অভিমানেন মনস্তরি
 পতিপ্রতি কারিয়া বিরাম।
 নিশী যবে অর্জগত, ধর্মী অধুরাগ রত,
 মনেতে অনিল গুরুরাগ।।
 নায়ক বিচ্ছেদরসে, নারিকার মনস্তপে;
 পতিহেতু ভাবিত অন্তরে।।
 ধর্মীর বিদরে হিয়া, সখীগণে সযোযিম',
 কহিতে লাগিল মুছুরে।

স্বপ্নচিত্রভাঙ্গ কাব্য ।

১২৫

শুন ওগো সহচরি' এখন বল কি করি,
 না বুকে করিনু তারে হেলা ।
 তান করি পরিহারি, সে সাথে চরণে ধরি'
 বিনয়ে যাচিল রতি খেলা ॥
 ফোপে মানে মজি আমি, ভাজিলাম নিজ স্বামি
 সে যদি করিয়া ইথে রাগ ।
 অন্য ভবনেতে গিয়', সেই বিলাসিনী নিয়া,
 করে যদি সুখে কাম যাগ ॥
 পাখী মানিনী রয়, অলির কি ভাণ্ডে বয়,
 কুমুদিনী তারে রতি যাছে ।
 অহএব সখীগণ, নাথে কর অব্বেষণ,
 আমার তেমনি হর পাছে ॥
 সন পরাধীন যেই, কেন মান করে সেই,
 অবলার খাটে কই জোর ।
 ভাজিয়া আমার স্থল, তারার কি ক্ষতি বল,
 যে ক্ষতি সে ক্ষতি হবে মোর ॥
 একে অনাদর করে, অন্যে লয় সমাদরে,
 পুরুষ সে পরশ রতন ।
 আমি হেন প্রাণধনে, মানিনী হইয়া মনে
 করিলাম তার অযতন ॥
 মরি মরি প্রাণ যায়, মান কোরে একি দায়,
 কি হবে সজনী মোরে বল ।
 মখিলাম প্রেমসিদ্ধ, না উঠিয়া সুখা বিন্দু,
 উঠিল বিচ্ছেদ হলাহল ॥

১২৮ সতীষ চিঞ্জিয়ার কাব্যঃ

সখী বলে যে মান কদাচ বা খণ্ডার।
 চরণে ধরিলে রাগ যার কি না যার।।
 আমি কোরে দিতে পারি প্রীত তার সনে।
 বদাপি পালন কর আমার বচনে।।
 মন্থ বলেন তুমি যখন বা কবে।
 না করিব আন তাতে শুন নথি সবে।।
 সহচরীগণে বলে শুন হে রাজন।
 অদ্য যামিনীতে তথা করিহ গমন।।
 শ্রীউমাচরণ বলে মান হবে জীর্ণ।
 সখীগণ গেল তথা করিতে সংকীর্ণ।।



মনোহিনী প্রতি সখীগণের উক্তি।

দুর্ভীষণ ।

শুন শুন শুন গো পতিব্রতা ।
 নারকে সাধিতে হইনু রতা।।
 কহিতে বিশেষ, অনল কি শেষ,
 হৃদয়ে লাগিল তাহার কথা।।
 সাধিয়া সাধিয়া সপুষ্টপানি।
 কাঁদিয়া কতক কহিনু বাণী।।
 তোমার লাগিয়া, বামিনী জাগিয়া,
 ক্ষেদ্যমানেন বসি আছেন রাণী।।
 তোমা প্রতি একে আছিল বাসে।
 অধিক জ্বলিল তোমার নামে-
 শেবে সবে গিরি, চরণে ধরিয়,

করিলাম রাজী স্তুতি প্রণামে ॥
 রমণীর কেন এতক মান ।
 পায়ে পরিলেও অসমাধান ॥
 বাহা শেষ রয়, তা করিতে হয়,
 অন্যন্ত কিছুই নহে বিধান ॥
 প্রথম চতুরা সজ্জিনিগণে ।
 লাগাইল ধ্যান দৌহার মনে ॥
 হেন গুণ ধরে, দিবে নিশীকরে,
 শ্রীউমাচরণ সরসে ভণে ॥

অন্য সাদীন ভর্তৃকাতাব ।

সুনার্বাভগণী ।

সখিবুখে শুনি ধনী, অসিবেন গুণমতি,
 উপজিন মুখ শাপ মনোহুঃখ নাশিয়া ।
 আছে কান্ত উদ্দীপনে, পথ চাহে কণে কণে,
 হেনকালে রসরাজ গিলিলেন আসিয়া ॥
 মুখে মুছহাসি ধরি, অগাধে ঈজিত করি,
 লাজেতে ঢাকিল তনু নীলাবর ঝাঁপিয়া ।
 পাসরিল সব ছুঃখ, পতির সোহাগে মুখ,
 পুলকে লোমাক্ষ তনু ঘন উঠে কঁপিয়া ॥
 শুনহে নাগর রায়, নিবেদন রাজাপায়,
 দিলাম যৌবন ধন মনে সাধি করিয়া ।
 না চাহিও অন্য পানে, না বাট্‌ও অন্য স্থানে;

নাগকোক্তি ।

লঘু-চৌপদী ।

কহিছে নাগর,	ওগের নাগর,
আপনি যা কর,	শুনলে ধনী ।
বিহনে তোমার,	সব শূন্যাকার,
খন কোন ছার,	প্রাণে না গনি ॥
দিল তোমা বিধি,	হৃদয় সন্নিধি,
জলনিধি নিধি,	অধিক মানি ।
কথা বলে একি,	মৃত্যুদারে ঠেকি,
তবু বলি দেখি,	বদন খানি ॥
মনের মতন,	হৃদয় রতন,
কতেক যতন,	আঁখির মণি ।
শোভয়ে একপ,	কি কব সে রূপ,
মণিতে যে রূপ,	ভূষিত ফণি ।
বিচ্ছেদ অনবে,	মগ্ন হবে তলে,
রক্তগত যবে,	চইবে শনি ।
দ্বিজের রচিত,	পীরিতি লালিত,
কবিতা তুলিত,	কনকাবনি ॥

দম্পতির পুনঃ প্রণয় ।

পয়ার ।

কামিনী বলেন কান্ত কত কর তান ।

যত কালোত্তরানো নাথ তান গেল জানা ॥

তুমি আমি তিন নহে কহিছে রাজন ।
 অন্যেতে প্রবর্তি মোর না হয় কখন ॥
 আইসলো প্রেমসি আগে হই এক অঙ্গ ।
 পশ্চাতে কহিব আমি ইহার প্রসঙ্গ ॥
 পতিপ্রতি সতী ক্রমা করি সর্ব দোষ ।
 রতিদানে করিল পতির পরিতোষ ॥
 রসালাপ কলাপের সমাপ্ত সময় ।
 বিদ্যাধরীর কখন রাজা সব কর ॥
 শুনিয়া কিবা আশ্চর্য লাগে তাঁর মনে ।
 পূর্ব দ্বেষ্ট দুঃখ যত মরিল জীবনে ॥
 যতেক তাঁহার প্রক্তি আছিল বিরাগ ।
 শুনি বিদ্যাধরী কথা বাড়ে অনুরাগ ॥
 শুনিয়া আশ্চর্য লাগে হেরিলে কি হয় ।
 হেরিব তাহারে প্রভু আনো নিজালয় ॥
 রাজা বলে তবে তুমি পরাণ ধরিবে ।
 হেরিলে দুঃখেতে প্রিয়া হিংসার মরিবে ॥
 পতির বচনে তবে কহিতেছে রামা ।
 সুবর্ণ সদৃশ নাকি হোতে পারে তামা ॥
 আর দেখ ভ্রমরের কামিনী অনেক ।
 কভু নাকি হয় পদ্মিনীর প্রেমে ঠেক ॥
 ইন্দ্রের শতেক বিদ্যাধরী আছে যদি ।
 শচির যে ভাব সেই ভাব নিরবধি ॥
 আছয়ে সহস্র গোপী মাধবের রাধা ।
 তেমতি তোমার আনি শরীরের আধা ॥

একতো শতেক কেন হোক না রমণী ।
 আমি যে সে আমি আছি শুন গুণমণি ॥
 প্রিয়ার বচনে হর্ষ উপজ্ঞে অশেষ ।
 দ্বিজ কবি কহে গৃহে আনিল নরেশ ॥

মন্ত্রথের রাজ্য ভোগ ।

অতি ক্ষুদ্র পরার ।

প্রিয়াদয় সঙ্গ । কত রত্ন তঙ্গ ॥
 সুখান্ধাদে দেহ । নাহি হর স্বেহ ॥
 রাজ্য করে মুখে । পরম কৌতুকে ॥
 নর দেব আদি । কেহ নহে বাদী ॥
 করি বহু বল । শাসে ভ্রমগুল ॥
 রক্ষা শিখরজন । দুর্ভেদ দমন ॥
 পূজা হোম যাগ । ব্রতে অনুরাগ ॥
 দেব দ্বিজ ইন্দ্ৰ । পদে মনোনিষ্ঠ ॥
 জীতেন্দ্ৰিয় ধীর । সত্যে যুধিষ্ঠির ॥
 অতি শান্ত দান্ত । নানা গুণে প্রান্ত ॥
 মহা বীৰ্য্যবন্ত । ধৈর্য্যবন্ত ক্ষন্ত ॥
 সবৈ গায় যশ । আশ্রয়নে বশ ॥
 হেন মতে রাজ্য । করে নানা কার্য্য ॥
 দ্বিজ কবি শিখি । রচিত মুমুর্ষি ॥

পরার ।

• মহা মুখে রাজ্যভোগ করে নরনাথ ।
 সদা সন্মান্যপ বুধ বন্ধুদর্গ সাত ॥

অকাতরে মহারাজা করে ধন দান ।
 দুর্জয়ের দমন পণ্ডিতের রাখে মান ॥
 ভাগবত ভূদেবেষ্টপদে মনোনিষ্ঠা ।
 কালীকার প্রতিমূর্তি করিল প্রতিষ্ঠা ॥
 কিবা হোম যাগ তাঁর নানা মহোৎসব ।
 দিনে দিনে রুছি হোলো অতুল বৈভব ॥
 ভাগবত শুনে ভক্তি করি গরিসসী ।
 রাখে বৈষ্ণবরক্ষা করি একাদশী ॥
 মনোহিনি সতী আর সহ গৌরীবতী ।
 দুজন্যর প্রতি প্রীতি রাখে নরপতি ॥
 নানা যুগভূজি ভূপ সহ বিদ্যাধরী ।
 ভোগপূর্ণ হৈল গেল অরনগরী ॥
 নিজকান্তা সঙ্গে রঞ্জে রমণ বিলাস ।
 নিত্য নিত্য নবমুখ মূর্তন উল্লাস ॥
 এইরূপে দম্পতী ভুঞ্জিতে কিছুদিন ।
 মূলক্ষণ যুত যুত জন্মিল তিন ॥
 বাল্যপরে গৌগণ্ডে সুবিদ্যা উপার্জন ।
 ক্রমেতে যৌবন প্রাপ্ত তাই তিনজন ॥
 ঘটাকরি নৃপতি দিলেন পাণিগ্রহ ।
 স্থাপন করিলা এক বিকুর বিগ্রহ ॥
 নানাহানে নানা দান রাজা গদ গদ ।
 পুত্র পৌত্র পৌত্রবধু ইত্যাদি সম্পদ ॥
 এইরূপে কিছুকাল করি সুখভোগ ।
 অবশেষে নৃপতির রূকাবস্থা যোগ ॥

প্রধান প্রধান প্রজা আনিয়া রাজন ।
 জ্যেষ্ঠসুতে রাজ্যভার করে সমার্পন ॥
 সত্যশন নামে মন্ত্রী মহাতাগবত ।
 নৃপতির পরমাত্ম হরিগুণে রত ॥
 ঐশ্বর্য্যোপভোগ শেষে রাজ্য মহাহর্ব ।
 মন্ত্রী কাছে গিয়া ভূপ চাহে পরামর্শ ॥
 উচিত কর্তব্য মোরে বল মন্ত্রিবর ।
 কিকূপে পাইব আমি প্রভু দায়েদর ॥
 বিষয় বাধনে মম নাহি শাধ আর ।
 দ্বিজকবি কহে হরি তরসা তোমার ॥



সত্যশন মন্ত্রির রাজার প্রতি হরিভক্তি উপদেশ ।

ত্রিপদী ।

মন্ত্রিবলে মহাশয়, সংসার অনিত্যময়,
 অর্থ তাতে অনর্থের মূল ।
 বাড়াইয়া মিছামায়ী, তাই বহু দুত জামা,
 সেই তব বন্ধে প্রতিকূল ॥
 সর্ব্বৈব জানিহ ছায়া, মম্বর আপন কারা,
 জীবন জীবন বিষুপ্রার ।
 কবে আছে কবে নাই, নিশ্চয় জানিয়া তাই,
 রাখোমম সেই রাজাপার ॥
 যেই প্রভু নারায়ণ, নিরাকার নিরঞ্জন,
 নিত্যময় সত্যসনাতন ।

সতীষ চিত্রভাস্কর কাব্য ।

১৩৫

সর্বব্যাপ্য সর্বেশ্বর, তাঁরপদ সারকর,

এড়াইবে ভবের বন্ধন ॥

ঐকান্তিক করিমনে, যেই ভজে নারায়ণে,

সেই পায় তাঁহার চরণ ।

শ্রীউমাচরণ বলে, হরির চরণ ভলে,

দীনে কৃপা কর নারায়ণ ॥

মগধের তীর্থযাত্রা ।

ত্রিপদী ।

পাত্রবাক্যে করিতর, স্বস্তীকণ্ঠে মৃণবর;

চলিলেন তীর্থ পর্যটনে ।

বারানসী রুদ্দাবন, আদি তীর্থ দরশন,

করে রাজা আনন্দিত মনে ॥

মাঘেতে প্ররাগে স্নান, করিয়া বিপুলদান,

কতদিনে অযোধ্যা যাইল ।

গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, প্রভাস পুরুষোত্তমে,

নরপতি সুখেতে জমিল ॥

এবস্ত্রিধ তীর্থ যত, জমিয়া মৃপতি কত,

অবশেষে গেলা তপোবন ।

সাধিতে তপস্তাবিস্ত, হরি পাদ পদ্মেচ্ছিত,

ঐকান্ততা করিয়া রাজন ॥

অতঃপরে জায়া পতি, যোগধর্ম্মে দিলামতি,

ভক্তিরাগে হোরে মত্ত, চেষ্টাকরে সারস্বত,
 ক'র দোঁহে বিষ্ণুর স্তবন ॥
 ক্রীড়মাচণ কর, কুপাকর কুপাময়,
 মম বাক্য তোমার অযোগ্য।
 ক'হিছে তবতি জোরে, এই ভিক্ষা দেহ 'ম'
 এই স্তব হোক তব যোগ্য ॥



ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ণে বিষ্ণুর স্তবঃ

পর্যায়।

অচ্যুত অনন্ত অমৃতমি অমৃত ক্ষেত্র।
 অদীনে অতর দেহ অরবিন্দ নেত্র ॥
 আনন্দরূপ আদি নিরঞ্জন আপনম।
 আকার আকার হীন আকাশ আগ্রয় ॥
 ইচ্ছাকরি ইচ্ছাময় দেহ পদহার্য।
 ইন্দ্রপুত্র্য ইন্দ্রনথ ইন্দীবর কার্য ॥
 ঈশ্বর ঈশান আয় ঈশ ত্রিভুবনে।
 ঈদৃশ বাতনে রক্ষা ঈশৎ ঈক্ষণে ॥
 উপেন্দ্র উল্লাশ দাতা উপাতক অক্লি।
 উত্তমে উত্তম রূপে উগ্র উপলব্ধি ॥
 উর্দ্ধরেতা উদরস্তা তুমি উর্দ্ধগানি।
 উকার স্বরূপ উনপঞ্চাশের স্বামি ॥
 ঋতব্রত ঋতুকপু ঋষিগণার্চিত।

স্বরূপ কিন্তু ক্রীড়া সদা স্থির তলে ।
 স্বপতির রিপুকে না স্ব অর্পিলে ছলে ॥
 এক একাধিক তুমি একাঙ্গ অনন্ত ।
 একে একে সৃষ্টি এককালে কর অনন্ত ॥
 ঐহিক ঐশ্বর্য ঐন্দ্র জালিকের প্রায় ।
 এরি তুল্য ভাবে মন ঐ রাক্ষাপায় ॥
 ওতাধর রক্ত প্রভা ওদন প্রদাতা ।
 ও বর্নে ও শব্দ যোগে ত্রিভুবন ত্রাতা ॥
 ঔষধ স্বরূপ গুণ ঔদার্যে ঔৎসর্ক্য ।
 ঔরবে ঔদ্ভূতি তব ইন্দ্র দাতা অক ॥
 ক্রম ক্রপাসিকু তুমি ক্রমান্ব ক্রীন্দন ।
 কিলরে কণিকাদানে কেন হে ক্রপণ ॥
 কংগেন্দ্র বাহন শরীরে খাল শরীরকাণী ।
 খিল অর্জিত তব গৌরব খণ্ডাও মুরারি ॥
 গোপমিশ্র গাবি বহুস গোকুলে পালন ।
 গৌরবে গোপনে লীলা সহ গোপীগণ ॥
 ঘনশ্রম ঘনাজ্ঞে চন্দন ঘন সার ।
 ঘৃণ্যে ঘৃণ্য তাজি অংঘ্রি দেহ এইবার ॥
 চক্ৰী চক্রপানী চতুর্ভূজ কিরে চাও ।
 চিন্তামণি চিন্তি চিন্তে নিশ্চিন্ত করাও ॥
 ছদ্ম ছাত্র তুমি তুমি গুরু চারি বেদ ।
 ছলে ছোট কৈলে বলি দর্প করি ছেদ ॥
 জয় জ্যোতির্ময় জগন্নাথ জগন্ময় ।

বুনু রুণু রুণু বুনু মঞ্জীর কঙ্কিত ।
 বর বর করে নেত্র নিবার কটিত ॥
 টলাটল আমি পাপে প্রাণ টল টল ।
 টলিলে টানিয়া টিকি লবে যম বল ॥
 ঠেলনা ঠাকুর ঠাণ্ডী দেহ রাক্ষাপদে ।
 ঠিক নই ঠিক হই ঠেকিয়া আপদে ॥
 ডরকুপে ডুবিয়া ডাকিলে যার শব্দ ॥
 ডগমগ হয় তনু বাজে তার ডকা ॥
 ঢক আমি ঢলেছি তারিতে নাহি কেউ ।
 ঢলাঢল অঙ্গে লাগে ঢেক ছুঃখ ঢেউ ॥
 তনু তব তরঙ্গিনী তড়ে তহুজ্ঞান ।
 তনয়ে তুরিতে জিহ্মেশ কর আগ ॥
 থর থর কাঁপি হির নহি তব দায় ।
 স্থিতিনাথ স্থিতে স্থল দেহ রাক্ষাপায় ॥
 দামোদর দনুজ দমন দয়াময় ।
 ছুঃখ দূর কর দীনে দিয়া পদাশ্রয় ॥
 ধর্ম্মাধক্ষ্য ধরাধর ধারি ধরাজাতা ।
 ধ্যানেন ধার্য্যহীন ধরা ধরা ধীশ ধাতা ॥
 নন্দসূত নরসিংহ নিতান্ত নিগুণ ।
 নরক নাশন দীনে মহ নিদাক্ষণ ॥
 পরম পুরুষ পূর্ক্যাপর পরাংপর ।
 প্রপন্ন প্রমত্তপাক্ষে প্রহু রক্ষা কর ॥
 ফণি রাজশাসী ফণি ফণার্পিত পদ ।

তক্ষশীল ভবতাব্য নাশি ভুবিভারি।
 তিন্ন ভাব ভাগিতক্স এনহে বিচারি॥
 মহোদধি মন্ত্ৰনে মন্দার পৃষ্ঠদেশে।
 মারাত্তে মোহিনী হোরে মোহিলে মকেশে॥
 যক্ষনাথ যজ্ঞেশ্বর যশদা নন্দন।
 যোগযাগ যুগ্মদ-যথার্থ সনাতন॥
 রমানাথ রমারম্য রক্ত পদ ছবি।
 রঞ্জনী রঞ্জক রঙ্গ রঞ্জে লুঙ্ক রবি॥
 লক্ষ্মীপতি লক্ষ্মী লুঙ্ক ললিত লাবণ্যে।
 লোল নেত্র লোভহীন লীলা বিন্দ রণ্যে॥
 বিষ্ণু বরদাক্ষ বিদ্যাপাণি বিবন্দন।
 বিপাক নাশক বিধি বৃষভ বাহন॥
 শঙ্খা শঙ্খাঙ্কুর শিশ্য শাশ্য শত্ৰুগুরু।
 শরীরে শরীরীশ্বর শরাশন ভুরু॥
 ষড়ভুজ ষড়শাস্ত্র ষড়রিপু বধ।
 বটকর্ম স্বকপ শ্রীমুখাজে বটপদ॥
 সর্বব্যাপী সর্বাসীন সর্বে সারাৎসার।
 সঙ্গরে সম্প্রতি কর সঙ্কট সংহার॥
 হলাবুধ হোরে হল হস্তে অগ্নিকর।
 হরি হরি হয় গ্রীব হবে কি সদয়॥
 ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষিরোদ শায়ী ক্ষোভ কর কর।
 ক্ষিপ্তে ক্ষমিতা ক্ষীণে দেহ পদাঙ্গর॥

অপদী ।

এইরূপে যোগাশনে, স্তব করি নারায়ণে,

ধ্যানযোগে তাজিল জীবন ।

আইল কুমুম রথ, দোহে হোরে বিষ্ণুবত,

বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ।

কেহবা মুকুতুহলে, পুষ্পমালা দিল গলে,

কেহ দেয় শীতল জীবন ।

এইরূপে লয়ে সঙ্গে, বিষ্ণু দূতগণ সঙ্গে,

উত্তরিল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

বিষ্ণু দূত করিম্বেহ, চামর ঢুলার কেহ,

কেহ দিল সুগন্ধি চন্দন ।

গোবিন্দের গুণগাণ, গ্রন্থ হৈল সমাধান,

হরি হরি বল সর্বজন ॥

শ্রীগুরু চরণে মন, করি এই নিবেদন,

পূর্ণকর মন অতিলাগ ।

শ্রবণে মধুর আশা, রচিল ললিত কাব্য

শ্রীউমাচরণ কালীদাস ॥

